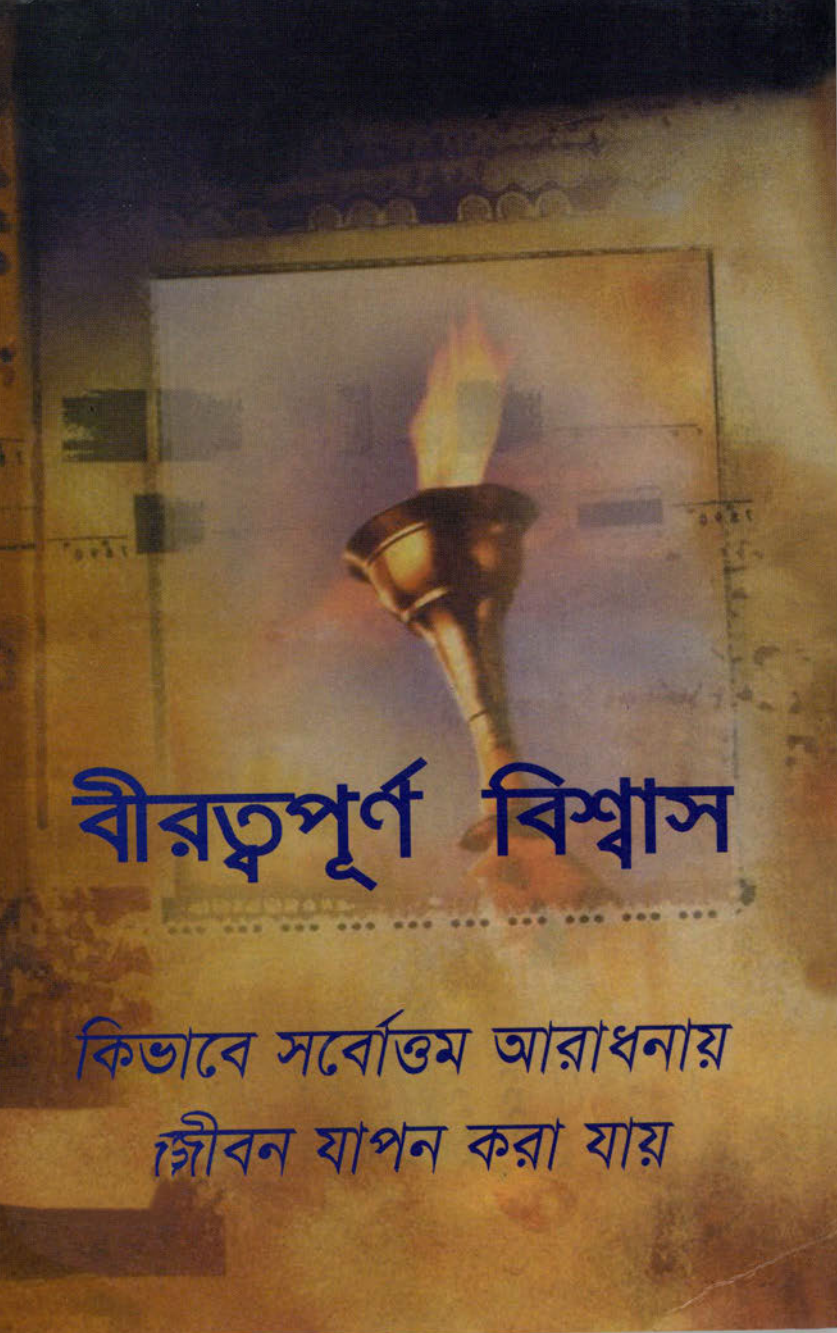

বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস

কিভাবে সর্বোত্তম আরাধনায় জীবন যাপন করা যায়

বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস

কিভাবে সর্বোত্তম আরাধনায়
জীবন যাপন করা যায়

Heroic Faith

Bengali Edition

Copyright 2015 Voice Media

info@VM1.global
Web home: www.VM1.global

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic, or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, email the publisher, addressed "Attention: Permission Coordinator," at the address above.

This publication **may not be sold, and is for free distribution** only.

যারা আমাদের পূর্বে চলে গিয়েছেন, যারা ক্রমাগত ভাবে বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের গুণাগুণ দেখিয়েছেন, এমন কি চরম বিপদের মুখোমুখি হয়ে আমাদের ছায়ার সাক্ষ্য হয়েছেন যেন আমরা ভালভাবে দৌড়াতে পারি। তাদের সকলের উদ্দেশ্যে এই বইটি উৎসর্গীকৃত।

বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস

অনেকের তাদের ঘরের (অলীক) প্রতিশ্রুতি (শপথ)
যা গড়পড়তা হিসাবের মত না-
বীরের বিশ্বাস নিপুণ ভাবে
"মানি ব্যাগে" ভাঁজ করে রাখা যায় না
অথবা টাকার থলিতে পুঁতে রাখা যায় না।
বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস
মাঝে মাঝে আপনার গলায় ঝুলানো ক্রুশের চেয়ে
আরও বেশী কিছু অথবা আপনার কব্জিতে সেচ্ছায় পরা
চারটি আদ্যাক্ষরের বন্ধনীর মত।
বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের মূল কথা একটি পথ,
যেখানে আপনি থাকলে সুগন্ধীযুক্ত করে।
এটি সেই ধরণের বিশ্বাসে যার জন্য যীশুর শিষ্যেরা
মরতে হলেও মরবে ব'লে দাবী করে।

-গ্রেগ আসিমাকোপৌলুস লিখিত একটি পদ্য।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	ধন্যবাদ জ্ঞাপন	৫
২।	ভুমিকা	৭
৩।	অধ্যায়- ১ অনন্তকালীন দৃশ্য (সঠিক দৃষ্টি)	১৭
৪।	অধ্যায়- ২ ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা	৩৯
৫।	অধ্যায়- ৩ ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ভালবাসা	৫৯
৬।	অধ্যায়- ৪ সাহস	৮৩
৭।	অধ্যায়- ৫ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা	১০১
৮।	অধ্যায়- ৬ বাধ্যতা	১২৩
৯।	অধ্যায়- ৭ আত্ম সংযম	১৪৫
১০।	অধ্যায়- ৮ ভালবাসা, প্রেম	১৬৫
১১।	সর্বশেষ তথ্য	১৮৯

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

যে বইটা আপনি হাতে নিয়ে আছেন তা বিভিন্ন ব্যক্তির অনেক পরিশ্রমের ফল। যারা এসবের সঙ্গে জড়িত তারা আশা করেন, ত্রাণকর্তার সেবা করার জন্য এর প্রতিটি কথা আপনাকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করবে।

এই প্রকল্পে শ্রম দিবার জন্য কয়েক জন ব্যক্তি স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

গ্রেগ অ্যাসিমাকোপৌলুস, যিনি মূল লেখক তাকে ধন্যবাদ দিই। এই বইকে আমাদের সত্য ধর্মীয় শিক্ষায় রূপ দিতে তাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছে এবং এখানে আমাদের অত্যাচারিত (নিপীড়িত) পরিবারের সদস্যগণ বিশেষভাবে মূল্যায়িত হয়েছেন।

আমি মার্ক স্যুইনী এবং ডব্লু পাবলিসিং গ্রুপের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তাদের নিপীড়িত মণ্ডলীকে শক্তিশালী গল্প বলায় অংশ গ্রহণ করাতে প্রভূত মূল্য দিচ্ছি।

গ্রেগ দানিয়েল অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করেছেন যেন এই বইটা পাঠকের কাছে পৌছায় এবং আমাদের অনুভূতিতে প্রবল উৎসাহ জাগায় যেন নিষিদ্ধ জাতির ভাই-বোনদের সেবা করতে পারি। গ্রেগ আপনাকে ধন্যবাদ।

ডেভ ভীরম্যান এবং লিভিংষ্টোন-এ তার সহযোগীগণ লিখতে এবং সম্পাদনা করতে সাহায্য করেছিলেন। আবারও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যে, তারা পেশাদারিত্ব এবং তীব্র অনুভূতি দেখিয়েছেন।

স্টীভক্লারী ও টড নেটিলটন, যারা Voice of Martyrs এর পক্ষ থেকে ছাপার কাজ দেখাশুনা করেছেন, আপনাদেরও ধন্যবাদ। আরও অনেকে লেখার মধ্যে চিন্তা ও ধারণা দিয়েছেন, যার ফলে এটা শেষ পর্যায়ে এসেছে।

পরিশেষে আমাদের মাণ্ডলীক কার্যকলাপে ঈশ্বরের আর্শীবাদ এবং তাঁর বিশেষ আহবানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বইটি তাঁর গৌরবের জন্য। আরও আমি সারা পৃথিবীর ভাই-বোনদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের জীবন্ত উদাহরণ এবং খ্রীষ্টকে কঠিন অবস্থার মধ্যেও সেবা করেছেন।

-টম হোয়াইট
ইউ, এস, এ, ডাইরেক্টর, দি ভয়েস অব দি মার্টারস।

ভূমিকা

ইব্রীয় ১১ এবং ১২ অধ্যায় থেকে মনোনীত।

আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয় জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি। কারণ এই সম্বন্ধেই প্রাচীনগণের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল (ইব্রীয় ১১ঃ ১-২ পদ)।

বিশ্বাসনুরূপে ইহারা সকলে মরিলেন; ইহারা প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, এবং আপনারা যে পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসী, ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। কারণ যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা যে নিজ দেশের অন্বেষণ করিতেছেন, ইহাই স্পষ্ট ব্যক্ত করেন। আর যে দেশ হইতে বাহির হইয়া ছিলেন, সেই দেশ যদি মনে রাখিতেন, তবে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ অবশ্য পাইতেন। কিন্তু এখন তাঁহারা আরও উত্তম দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের, আকাঙ্খা করিতেছেন। এইজন্য ঈশ্বর তাঁহাদের ঈশ্বর বলিয়া আখ্যাত হইতে, তাঁহাদের বিষয়ে লজ্জিত নহেন; কারণ তিনি তাঁহাদের নিমিত্ত এক নগর প্রস্তুত করিয়াছেন (ইব্রীয় ১১ঃ ১৩-১৬ পদ)।

আর অধিক কি বলিব? গিদিয়োন, বারক, শিম্‌শোন, যিপ্তহ এবং দায়ূদ ও শমূয়েল ও ভাববাদিগণ, এই সকলের বৃত্তান্ত বলিতে গেলে সময়ের অকুলান হইবে। বিশ্বাস দ্বারা ইহারা নানা রাজ্য পরাজয় করিলেন, ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করিলেন, নানা প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত

হইলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ করিলেন, অগ্নির তেজ নির্ব্বাণ করিলেন, খড়্গের মুখ এড়াইলেন, দুর্বলতা হইতে বল প্রাপ্ত হইলেন, যুদ্ধে বিক্রান্ত হইলেন, অন্য জাতীয়দের সৈন্য শ্রেণী তাড়াইয়া দিলেন। নারীগণ আপন আপন মৃত লোককে পুনরুত্থান দ্বারা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; অন্যেরা প্রহার দ্বারা নিহত হইলেন, মুক্তি গ্রহণ করেন নাই, যেন শ্রেষ্ঠ পুনরুত্থানের ভাগী হইতে পারেন। আর অন্যেরা বিদ্রুপের ও কশাঘাতের, অধিকন্তু বন্ধনের ও কারাগারের পরীক্ষা ভোগ করিলেন; তাঁহারা প্রস্তরাঘাতে হত, পরীক্ষিত, করাত দ্বারা বিদীর্ণ, খড়্গ দ্বারা নিহত হইলেন; তাঁহারা মেষের ও ছাগের চর্ম পড়িয়া বেড়াইতেন, দীনহীন, ক্লিষ্ট, উপদ্রুত হইতেন; এই জগৎ যাঁহাদের যোগ্য ছিল না, তাঁহারা প্রান্তরে প্রান্তরে, পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায় ও পৃথিবীর গহ্বরে গহ্বরে ভ্রমণ করিতেন। আর বিশ্বাস প্রযুক্ত ইহাদের সকলের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ইহাঁরা প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হন নাই; কেননা ঈশ্বর আমাদের নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি কোন শ্রেষ্ঠ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা আমাদের ব্যতিরেকে সিদ্ধি না পান। (ইব্রীয় ১১ঃ৩২-৪০ পদ)

অতএব এমন বৃহৎ সাক্ষিমেঘে বেষ্টিত হওয়াতে আইস, আমরাও সমস্ত বোঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলিয়া দিয়া ধৈর্যপূর্বক আমাদের সম্মুখস্থ ধাবনক্ষেত্রে দৌড়ি; বিশ্বাসের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্ত ক্রুশ সহ্য করিলেন, অপমান তুচ্ছ করিলেন এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাকেই আলোচনা কর, যিনি আপনার বিরুদ্ধে পাপীগণের এমন প্রতিবাদ সহ্য করিয়াছিলেন; যেন প্রাণের ক্লান্তিতে অবসন্ন না হও (ইব্রীয় ১২ঃ ১-৩ পদ)।

দুই হাজার বৎসর ধরে বিশ্বাসী বীরগণ নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেছেন, এটা কেবল খ্রীষ্টের প্রতি তাদের আনুগত্যের অঙ্গীকার। তারা স্বেচ্ছায় তাদের প্রভুর প্রতি মূল্যবান অঙ্গীকার হিসাবে বেছে নিয়েছেন, তারা কৃষ্টিগত আপোষের নামে নিজেদের বিক্রি করেনি।

ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে বীরদের বিষয় বলেছে যারা বৃহৎ সাক্ষিমেঘে বেষ্টিত ছিলেন। এর মধ্যে আছে- নোহ, অব্রাহাম ও সারা, মোশী, গিদিয়োন, রাহব, শমূয়েল ও দায়ূদ। এবং আরো অনেকে যাদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। এই পত্রের লেখক সেইসব বীরদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যারা রাজ্য জয় করেছিলেন (যিহোশূয়); যারা-সিংহের মুখ বন্ধ করেছিলেন (দানিয়েল); যারা অগ্নিশিখার প্রচন্ডতা নির্ব্বাণ করেছিলেন (শদ্রক, মৈশক এবং অবেদনগো); যারা খড়্গের থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন (ইষ্টের); যাদের দুর্বলতা শক্তিতে পরিনত হয়েছিল (শিমন, পিতর এবং নীকদীম); সেইসব স্ত্রীলোক যাদের মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়েছিলেন (মরিয়ম ও মার্থা); যারা নিপীড়িত হয়েছিলেন এবং মুক্তি পেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন (স্তিফান); যারা উপহাস ও বেত্রাঘাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন (পৌল ও সীল); এবং তারা, যারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন (পৌল ও যোহন)।

আরও অনেকে যাদের নাম পবিত্র বাইবেলের পাদ টীকায় উল্লেখ আছে। আরও বিশ্বাসী সহস্রজন, যাদের নাম বাইবেলে উল্লেখ নাই, কিন্তু তাদের পাথর মারা হয়েছিল অথবা করাত দ্বারা বিদীর্ণ করা হয়েছিল অথবা সম্রাটের তরবারি দ্বারা খন্ডিত করা হয়েছিল, যারা পশুদের চামড়া পড়েছিল কারণ তারা গৃহহীন, দরিদ্র ও অত্যাচারিত ছিল।

লক্ষ্য করুণ ইব্রীয় পুস্তকের লেখক এইসব বীরদের সম্বন্ধে কি বলেছেন, "এই জগত তাঁহাদের যোগ্য ছিল না" এটাই কি মহৎ না? যারা তাদের সাহসিকতা ও বিশ্বাসের দ্বারা সম্মানিত বলে চিহ্নিত-

ছিলেন যা তাঁরা প্রকৃতই ছিলেন তারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হননি। যারা তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিল- বা তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছিল- তাদের কাছে কোন কারণ ছিল না। এই সব অত্যাচারীর (নিপীড়কের) কাছে ঐ সব ঈশ্বরোচিত ব্যক্তিগণ বাঁচার যোগ্য ছিলেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী যোগ্য ছিল না এবং তাঁদের বেঁচে থাকার জন্য কিছুই করেননি।

তবুও ইব্রীয় ১১ অধ্যায় বীরদের যে তালিকা তা সম্পুর্ণ তালিকার তুলনায় কিছুই না। তাঁদের যে বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস ছিল এটা প্রশ্নাতীতভাবে সঠিক। কেবল তাদের প্রতিই নয় কিন্তু তাদের কাজের প্রতিও আমরা দৃষ্টি দিব। যেমন হিপ্পো এর আগস্টিন করেছিলেন। ঠিক একইভাবে ক্লায়ারভক্স এর বার্নাডও করেছিলেন। এই তালিকায় জন ওয়াইক্লিফকে যুক্ত করুণ। এবং মার্টিন লুথার, আইজাক ওয়াটস, জর্জ মূলার, অ্যামি কারমাইকেল এবং অসওর্য়াল্ড চেম্বারস্‌কে ভুলবেন না।

এরিক এবং ইভী বারেন্ডসেন এই তালিকায় অর্ন্তভুক্ত। এই আমেরিকান মিশনারী স্বামী-স্ত্রী তাদের বিশ্বাসে আফগানিস্তানের কাবুলের একটা দীন কুটীরে বাস করতেন। তাদের ইচ্ছা ছিল ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিমদের সেবা করার মধ্য দিয়া যীশুকে পরিচিত করিয়ে দেয়া। আফগানের মুসলিমরা খ্রীষ্টিয়ানদের মত অনেক মাইল দূর থেকে বারেন্ডসেনের খোঁজে আসত। তারা জানত তারা তাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য অথবা ঔষধ পাবে। কিন্তু কাবুলের প্রত্যেকজন এই স্বামী-স্ত্রীর উদ্দেশ্যের স্বীকৃতী দেয় নি এবং তাদের পরোক্ষ প্রচারের বিরোধিতা কমেই বাড়তেছিল।

যখন বারেন্ডসেন এবং তাদের দুই ছেলে-মেয়ে (৫ বৎসর ও ৩ বৎসর), ১৯৮০ সালে স্বল্পকালীন ছুটিতে আমেরিকায় ফিরে গিয়েছিলেন তখন তার বন্ধুরা ও পরিবারের সকলে শুনে অবাক হয়েছিল যে এরিক এবং ইভী তাদের কাবুলে ফিরে যাবার বিষয়ে উত্তেজিত হয়েছিলেন। তোমরা কিভাবে ফিরে যাবে? এটা কি বিপদজনক না? লোকেরা

জিজ্ঞাসা করেছিল। এভী উত্তর দিয়েছিল, "আমি জানি কেবল একটা বড় বিপদ, এবং একটাই বিপদ, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মধ্যস্থানে না রাখি"।

যখন ৪ জনের পরিবার আফগানিস্তানে ফিরে গেল, এরিক এবং এভী তাদের বাড়ীতে মুসলিমদের দ্বারা আক্রান্ত হলো এবং তারা স্প্রীংযুক্ত সুইচব্লেড ছুরিকাঘাতে নিহত হলো।

ঘাতকরা বারেন্ডসেনের বাড়ীটা, একটা অস্থায়ী ঔষধের দোকান এবং খ্রীষ্টিয়ানদের মিলনকেন্দ্র, এই চিন্তাটুকু মুছে ফেলতে পেরেছিল। এই রক্তাক্ত অভিযান সত্বেও কেবলমাত্র দুইজন অনাথ ছেলে-মেয়ে পিছনে রয়ে যায়নি। একটি গোপন মণ্ডলী ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে লাগল।

খুব সম্ভবতঃ এ পর্যন্ত আপনি কখনও এরিক এবং ইভী বারেন্ডসেন এর সম্বন্ধে শুনেননি বা পড়েননি। এবং নামগুলি- জোহানেস মান্তাহারি, নীজোলি সাধুনাইটে, পাষ্টর ইম, জোন লুগাজানু, লিনদাও, এবং নিকোলাই মোলডাভী, মনে হয় সকলেই বিদেশী। তবু এইসব পুরুষ ও স্ত্রীলোকরা নির্যাতিত (অত্যাচারিত) মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যা। এইসব সাধারণ খ্রীষ্টিয়ানগণ পরাক্রান্তের উদাহরণ স্বরূপ এবং নিজেদেরকে অসাধারণ বিশ্বাসের দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা প্রকৃত বীর এবং তাঁরা ইব্রীয়দের পত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে সেরূপ বিশ্বাসের পরিপূরক হিসাবে তালিকা পূর্ণ করতে সাহায্য করেছেন।

যখন আপনি ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ের ৪০ পদ এবং ১২ অধ্যায়ের প্রথম পদ পড়বেন, আর কি অতিরিক্ত বীরদের কথা আপনি চিন্তা করতে পারেন? এইসব পুরুষ ও স্ত্রীলোক যাদের নিজস্ব প্রভাব অথবা উদাহরণ, আপনার মনে তাঁদের যোগ্য করে তুলেছে, তাঁদের মত যাঁরা স্বর্গের সুন্দর আসন সারির মধ্যে সংরক্ষিত আসনের যোগ্য?

আপনি যখন চিন্তা করবেন কেমন করে এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন তখন সেই সঙ্গে আরও ২টি প্রশ্নের কথা ভাবেন। বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস কি সাধারণ বিশ্বাস থেকে আলাদা?

তাদের জীবনের কোন্ গুণাগুণ যা আপনি যাপন করতে পছন্দ করবেন? শতশত খ্রীষ্টিয়ান শহীদদের এবং অন্যান্য অত্যাচারিত বিশ্বাসীদের কাছাকাছি থেকে লক্ষ্য করলে আমরা কতগুলি পার্থক্য দেখতে পাই, আপনি যদি নিজেই জড়িত হতে চান আপনি একই প্রকার আটটি গুণাগুণ লক্ষ্য করবেন।

১। তারা অনন্তকালীন গভীরতা দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত- বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ এই পৃথিবী বহির্ভূত অনন্তকালীন সত্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। অনন্তকালীন জীবন এবং এই পৃথিবীর চেয়ে, তারা পরলোকের দিকে তাকায়- তারা মনে করে এই পার্থিব জীবনটাই সব কিছু নয়।

২। তাদের ঈশ্বরের উপর একটা অপার্থিব নির্ভরতা আছে- এই গুণাগুণ মুলতঃ সাক্ষ্য দেয় তাদের জীবন প্রার্থনার দ্বারা বেষ্টিত। যাদের বিশ্বাস বীরত্বপূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন, তারা ঈশ্বরের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলে যেন তারা তাঁকে জানে, কারণ তারা এটা করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে তিনি (ঈশ্বর) তাদের কথা শুনেন, অধিকাংশ লোকের চেয়ে তাদের উদ্বিগ্নতা কম।

৩। তারা ঈশ্বরের বাক্য ভালবাসে- তারা এটি (বাক্য) পড়তে ভালবাসে, এটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করে। যখন পড়া হয় বা প্রচার করা হয় তারা শুনে। যাদের বাইবেলের কোনা বেঁকে গিয়েছে তারা সকলে যে বিশ্বাসের বীর এমন না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যাদের বাইবেল বেশী ক্ষয়প্রাপ্ত তারা এমন ব্যক্তি।

৪। তারা অত্যন্ত সাহসী- তারা যা বিশ্বাস করে, তার জন্য যখন দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়- তখন ব্যবস্থা গ্রহণে অবহেলা করে না। এইসব লোকদের বীরত্বপূর্ণ সাহস আছে যা তাদের গভীর অবস্থান থেকে প্রবাহিত হয়। তাদের, ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভালবাসা এবং সম্পুর্ণ নির্ভরতা আছে।

৫। সহ্য করার মানে কি বা কি ভাবে সহ্য করতে হয়, তারা তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত- পরিত্যাগ করা বা পলায়ন করা এবং এসবের সাথে তারা পরিচিত না। যেহেতু বীর বিশ্বাসীগণ জীবনকে সুদীর্ঘ দৌঁড়ের প্রতিযোগিতা মনে করে- এখানে দ্রুততা না, কিন্তু মনের জোর বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

৬। তারা বাধ্যতাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে- মানুষের ক্ষণস্থায়ী আশা গ্রহণ করার চেয়ে ঐশ্বরিক বিষয়ে বেশী আনন্দিত হয়। বীরত্বপূর্ণ শিষ্যরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে বেশী আনন্দ অনুভব করে।

৭। তারা প্রশ্নাতীতভাবে আত্মসংযমী- আমাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ, যারা বীরত্বের উদাহরণ স্বরূপ-তারা দুঃখে পতিত হওয়ার চেয়ে বেশী বিজয়ী হয়। তারা পরিস্থিতি যেভাবে আহ্বান করে সেইভাবে সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেইভাবে কাজ করে এবং তার জন্য স্বেচ্ছায় জীবন বির্সজন দিতেও প্রস্তুত থাকে।

৮। তারা খুব সাধারণভাবে তাদের ভালবাসার দ্বারা পরিচিত- তাদের চোখ মিথ্যা বলে না। তাদের প্রসন্নতা সবচেয়ে শীতল কামরাকেও গরম করতে পারে। লোকেরা, যাদের বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস আছে, তারা অন্য মানুষদের জন্য সত্যি করে চিন্তা করে এবং তাদের কাজ সেটা প্রমাণ করে। কেউ কেউ একে কাজের দ্বারা বিশ্বাস বলতে পারে।

বীরত্বপূর্ণ খ্রীষ্টিয়ান জীবনের চেয়ে বড় মনে হতে পারে- কিন্তু সত্যিকারে তা না। কিন্তু তাদের বিশ্বাসের গুণাগুণ সম্পর্কে এমন কিছু আছে যা আমাদের উৎসাহিত করে বা উদ্বুদ্ধ করে যেন আমরা বেশী করে তাদের মত হতে পারি।

উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ আত্মস্থ করে তারা সম্ভাব্য বৃদ্ধি আবিষ্কার করেছে যা তারা জানত না।

এই বই আরো বিশদভাবে এই ৮টি গুনাগুণের বিশেষ পরীক্ষা করার চেষ্টা করবে।

প্রত্যেক অধ্যায়, ৮টির মধ্যে একটি বিশ্বাসের বীরগণের উদাহরণ দিবে। আমরা নির্যাতিত মণ্ডলীর তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিব যাদের ঘটনাসমুহ উৎসাহিত এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। সিরাজের মত লোক, পাকিস্তানের বাইবেল কলেজের একজন ছাত্র।

যখন থেকে সিরাজ খ্রীষ্টের প্রসারিত ভালবাসাকে আলিঙ্গন করেছিল, যেটা সে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। এ সম্বন্ধে সে বাড়িতে, যে বাইবেল স্কুলে সে যোগ দিয়েছিল এবং কারখানায় যেখানে সে কাজ করত, সে বলত। তার হৃদয় ভালবাসা ও ক্ষমার দ্বারা এত পরিবর্তিত হয়েছিল যে, সে চেয়েছিল প্রত্যেকের সেই রকম অভিজ্ঞতা হোক। যখন সে কারখানায় কাজ করত, যার দ্বারা সে তার বাবা-মা ও বোনকে ভরণপোষণ করত, সিরাজ তার নবলব্ধ বিশ্বাসের সম্বন্ধে তার মুসলিম সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করত। যা শান্তভাবে আলোচনার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল তা তীব্র ঘৃণার, তর্কের মধ্যে রূপ নিয়েছিল। এটাই শেষ সময় যখন সকলে সিরাজকে জীবিত দেখেছিল।

এক সপ্তাহ পর তার রক্তাক্ত শরীর একটা স্তুপের মত পাকিস্তানের লাহোরের চার্চের সামনের গেটে পড়েছিল, যে মণ্ডলীতে সিরাজ উপাসনা

করত। তার মৃত দেহের সঙ্গে সংযুক্ত একটা লিপিতে এই শব্দ লেখাছিল, "মুসলিমদের কাছে প্রচার কার্য বন্ধ করুন"। হ্যাঁ সিরাজ জীবনের ঝুকি নিয়ে যারা মুসলিম পন্থী তাদের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিল। সে অনেক পাকিস্তানী খ্রীষ্টিয়ানদের বিষয় অবগত ছিল যারা তাদের বিশ্বাসের অংশীদারী করতে হত হয়েছেন। সে অন্যদের সম্বন্ধে জেনেছিল যারা ঈশ্বর নিন্দার জন্য কারাবন্দী হয়েছেন। কিন্তু সিরাজের একটা কারণ ছিল। খ্রীষ্টে নতুন সৃষ্টির ফলে ধর্ম প্রচারের একটা উদ্দেশ্য ছিল। ঈশ্বরের ভালবাসা শুধু সে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারেনি।

তার মণ্ডলীর সভ্যগণ এটা পারেননি। যখন তারা তার দেহ আবিষ্কার করলেন তারা শ্রদ্ধাভারে তার সুন্দর কবর দিলেন। কিন্তু তারা সেই "লিপি" ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সেই শব্দগুলি সত্যের পক্ষে দাঁড়াবার কোন বাঁধা হতে পারেনি। যার জন্য সিরাজ তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

যখন আপনি উত্তরাধিকার সুত্রে বিশ্বাসের বীরদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তাদের চিত্রিত করেন যেমন ইব্রীয় লেখক করেন। যুগ পর্যায়ের সাধুগণ স্বর্গীয় স্টেডিয়ামে উপবিষ্ট আছেন। অনেক অলিম্পিক ক্রীড়াবিদদের মত যারা তাদের নিজ নিজ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করেছেন এবং শেষে উৎসবের জন্য অপেক্ষা করছেন, যখন তারা সম্মানের উচু আসনে উপবিষ্ট যা দর্শকদের জন্য আচ্ছাদিত আসন- তারা যারা আমাদের পূর্বে বৃত্তকারাবদ্ধ পথে গমন করেছেন।

অলিম্পিক খেলার ক্রীড়াবিদ এর মত না, যা হোক, যারা তাদের প্রতিযোগিতা শেষ করেছেন- মেডেল বিতরণ উৎসবে তারা মঞ্চে দাঁড়ায়নি।

ইব্রীয় ১১ঃ ৩৯-৪০ পদের মত, আমাদের মধ্যে যারা দৌড় শেষ করেনি, তাদের জন্য অপেক্ষা করেছেন।

সুতরাং সেইসব জীবন যারা বিশ্বাসকে রূপ দিয়েছেন, যা আমরা ইচ্ছা (আকাঙ্খা) করি তারা আমাদের অগ্রগতি লক্ষ্য করছেন এবং আমাদের উৎসাহিত করছেন।

অধ্যায়- ১

অনন্তকালীন দৃশ্য (সঠিক দৃষ্টি)

যা জমা আছে তার দিকে অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে
বীরেরা এখন বাস্তবে যা আছে তার চেয়ে বেশী
(ভিতরের) দিকে দৃষ্টি দেয়।
তারা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেয়।
তাদের দেখার চোখ আছে যা অন্যদের নাই
এবং দাবী করে তারা দেখতে পায়।
একদিকে যেমন কেউ কেউ অহঙ্কার করে
তাদের ২০/২০ পশ্চাত দৃষ্টি আছে,
বীরগণ, যখন তারা পিছনে দেখার আয়নায় চেয়ে থাকে
এর মানে বার করার দিকে ঝুকেনা।
তারা আজকে গাড়ীর সামনের দিকের বাতাস প্রতিরোধকারী গ্লাসে
তাদের সুত্র পায়।
এর অর্থ (মানে) তাদের পাসপোর্টের দিকে দৃষ্টি রেখে তারা মনে করিয়ে
দেয় যে,
এই পৃথিবী তাদের আবাসস্থল না।
বীরগণ-তোমরা দূর দৃষ্টি সম্পন্ন।

-গ্রেগ আসিমাকোপৌলুস

"আমরা আর তোমার উপর অত্যাচার করব না!"

পৌল সোভিয়েত কর্মকর্তার কথায় আশ্চর্য হয়েছিল। কয়েক ঘন্টা ধরে তাকে মারা হচ্ছিল ও গালাগালি করা হচ্ছিল, এবং সবকিছুই খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার দোষে। শরীরের ব্যথাকে উপেক্ষা করে, পৌল সৈন্যদের কথা শুনার জন্য বসেছিল।

"না, আমরা আর তোমার উপর অত্যাচার করবো না- আমরা তোমাকে সাইব্রেরীয়ায় পাঠিয়ে দিচ্ছি, যেখানে বরফ কখনও গলে না। সারা বৎসর, সব সময় উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রীর নিচে থাকে। এটা অত্যন্ত কষ্টের জায়গা।" হেসে ঠাট্টা করে কর্মকর্তা আরও বলল, "তুমি ও তোমার পরিবার এটা ভালভাবে মানিয়ে নিবে"। পৌলের উত্তরে ইউনিফর্ম পড়া সোভিয়েত কর্মকর্তা আশ্চর্য হয়ে গেল। সে (পৌল) মৃদু হেসে তার বন্দীকর্তাকে বলল, "ক্যাপ্টেন, সমস্ত পৃথিবী আমার বাবার, যেখানেই আপনি পাঠান, আমি আমার বাবার পৃথিবীতে থাকব।"

পৌলের আশাবাদে ক্যাপ্টেন ঠাট্টা করে বল্ল, "তোমার যা কিছু আছে তা আমরা কেড়ে নিব। তোমার দুই চোখের মাঝখানে একটি বুলেট ঢুকিয়ে দিবো।" পৌল দাঁত বের করে হেঁসে উত্তর দিল, "ক্যাপ্টেন আপনার একটা উচু মই এর দরকার হবে। আমার ধন স্বর্গে সঞ্চিত আছে। যদি আপনি এই পৃথিবীতে আমার জীবন কেড়ে নেন, আমার আনন্দপূর্ণ এবং সুন্দর প্রকৃত জীবন আরম্ভ হবে। আমাকে মেরে ফেলা হলে আমি ভয় করবো না।"

খ্রীষ্টিয়ানের আত্ম-বিশ্বাস (সাহস) ক্যাপ্টেনকে রাগান্বিত করল। সে পৌলের ছিন্ন ভিন্ন কয়েদীর পোষাক আকড়ে ধরে চিৎকার করে বলল, "তাহলে আমরা তোমাকে মারব না। তোমাকে একাকী একটা সেলে বন্ধ করে রাখব এবং কাউকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দিব না।"

পৌল ক্রমাগত নম্রভাবে হাসছিল এবং কর্মকর্তার আকাঙ্খাকে চ্যালেঞ্জ করল। "মহাশয় আপনি এটা করতে পারেন না। আপনি দেখবেন আমার একজন বন্ধু আছেন, যিনি তালা বন্ধ দরজা এবং লোহার শিকের মধ্যে দিয়ে চলাচল করতে পারেন। কেউ, এমন কি আপনি, আমাকে খ্রীষ্টের প্রেম থেকে আলাদা করতে পারবেন না।"

সোভিয়েত ক্যাপ্টেনের প্রতিজ্ঞা অনুসারে, খুব শীঘ্রই পৌল এবং তার পরিবারের সাইবেরীয়াতে বসতি স্থাপন করার কথা ছিল। পাঠাবার জন্য সেই জায়গা সহজগম্য ছিল না। ১৯৮০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে, সাইব্রেরীয়া মানে কঠিন আবহাওয়া ও দারিদ্র্য। ঐতিহাসিক-ভাবে এই কঠিন সাজা, মৃত্যুরই নামান্তর।

কিন্তু পৌল বা তার স্ত্রী কেউ তাদের কথা মুখে প্রকাশ করে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হতে প্রলুব্ধ হননি। তারা যীশুতে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা জানতেন যে, তাদের বিশ্বাসের গন্তব্যস্থান কেউ তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

তাদের অনন্তকালীন দৃষ্টিপাতের জন্য তাদের একটা আধ্যাত্মিক এ্যানটিনা আছে, যা তাদের ফিকোয়েন্সি ধরতে অনুমতি দেয় এবং যা সোভিয়েত জেরাকারীদের নিকট অপরিচিত। এটি একটি সঙ্কেত যা শুধু সাইবেরীয়া না, কিন্তু যেকোন জায়গায় শক্তিশালী হবে।

ওয়েষ্টমন্ট কলেজের পালক বেন প্যাটারসন বলেন যে, আশা (প্রত্যাশা) ভবিষ্যতের গান শুনার বিশেষ ক্ষমতা। আমি মনে করি যাদের বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস আছে তারা শুনে, যা অন্যেরা পারে না। তারা একটি ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে কুচ-কাওয়াজ করে। পৌল, তার স্ত্রী এবং সন্তানদের মত তাদের জ্ঞানকে, যা তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ও ক্লান্ত

আত্মাকে শান্ত করত, সমর্থন করত স্বর্গের প্রত্যাশা সুমধুর প্রাণ জুড়ানো সংগীতের মত উদ্বিগ্ন হৃদয়কে উজ্জীবিত করত।

যাদের এই রকম বিশ্বাস আছে, তারা উইস কনসিন এর অনুরাগীর মত। তারা তাদের সুদীর্ঘ বাস্তবতা, তাদের উচ্ছাসকে পরিচালিত করত। কিন্তু প্যাটারসন আরও বেশী কিছু বলেন। যদি প্রত্যাশা ভবিষ্যতের গান শুনার ক্ষমতা হয়, তবে বিশ্বাস এর নৃত্য। অন্যভাবে বলতে গেলে আপনি যা সত্য বলে জানেন তা কার্যকারী করা; বিশ্বাসের ফল, এমনকি অন্যেরা যখন সত্য সম্বন্ধে সচেতন না তখনও।

যাদের অনন্তকালীন গভীর অবস্থান আছে বা প্রত্যাশা আছে তারা সত্যকে জানে- এই জীবনটাই সব না এবং তারা সত্যে বাস করে। যদিও তারা বোঝাগ্রস্থ এবং আঘাতপ্রাপ্ত, তবুও তারা প্রত্যাশা ও আনন্দে বাস করে। ঈশ্বরের ফিকুয়েন্সিতে "এন্টিনা" ঘুরালে তারা শক্তিশালী বাক্য শুনে এবং সেইভাবে জীবন ধারণ করে।

সংগ্রাম এবং কষ্ট আমাদের দৃষ্টিকে ঘোলা করতে পারে, যার ফলে আমাদের প্রত্যাশা হারিয়ে যায়। এই সময় আমরা পরিত্যাগ করতে অথবা বশ্যতা স্বীকার করতে প্রলুব্ধ হই। আমরা নিশ্চয় মনে রাখব- যখন আমরা পরিত্যক্ত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হই, তখন আমরা এ পৃথিবীতে হারাই, এবং বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে জয়লাভ করি।

এক মুহূর্তের জন্য থামুন এবং আপনার গভীর অবস্থান পরীক্ষা করুন। আপনি কোথায় দেখেছেন? আপনি কার কথা শুনেছেন?

রিচার্ড ওর্য়ামব্যাণ্ড তার অসামান্য ছোট বই, "বিজয়ী বিশ্বাস"এ প্যাটারসনের সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "একজন বেহেলাবাদক ছিল, সে এত সুন্দর বেহালা বাজিয়েছিল যে সকলে

যারা যীশুর সঙ্গে দুঃখভোগ করেছিল তারা বাজনা শুনেছিল কিন্তু অন্যরা বধির ছিল। তারা নাচে এবং যদি তাদের পাগল বলা হয়- তারা তাতে কিছু

নেচে ছিল। একজন কালা বধির লোক, যে বাজনা শুনতে পায়নি- সে তাদের সকলকে পাগল ভেবেছিল। যারা যীশুর সঙ্গে দুঃখভোগ করেছিল তারা বাজনা শুনেছিল কিন্তু অন্যরা বধির ছিল। তারা নাচে এবং যদি তাদের পাগল বলা হয়, তারা তাতে কিছু মনে করে না।

অতএব সেখানে কি আছে?

আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন- পৌল ও তার স্ত্রী সাইবেরীয়ার পথে ওয়ালটজ নাচতে নাচতে যাচ্ছে? তাদের মাথাই শুধুমাত্র স্বর্গের গান শুনতে পায় না, তাদের বিশ্বাস এত গভীর যে, সেই গান তাদের পাও "শুনতে" পায়। তাদের বন্দীকর্তা এবং নিপীড়কগণ তাদের পাগল ভেবেছিল, এছাড়া তারা আর কি ভাবতে পারে? যারা খ্রীষ্ট বিহীন (যাদের জীবনে খ্রীষ্ট নাই) তারা স্বর্গের গান শোনায় বধির।

ইব্রীয় পত্রের লেখক যখন বিশ্বাসের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, তখন ঠিক এইভাবেই চিত্র এঁকেছিলেন। ১১ অধ্যায়ের প্রথম পদে আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ী, যে বিশ্বাসে আমরা বিশ্বাস করি তার নিশ্চয়তা এবং আমরা যা দেখিনা তা নিশ্চিত করে। অথবা ইউজিন প্যাটারসন পদটির যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "বেঁচে থাকার মূল সত্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা, সবকিছু এই শক্ত ভিত্তিতে যা জীবনকে বেঁচে থাকার উপযোগী করে। এটি আমাদের হাতে আছে যা আমরা দেখতে পাইনা। বিশ্বাসের কার্যকারিতা, যা আমাদের পূর্বপুরুষেরা পৃথক করেছিল এবং জনগণের উপরে রেখেছিল।"

"ঈশ্বরে বিশ্বাসী" হিসাবে আমরা একটা লম্বা লাইন ধরে এসেছি। আমাদের আধ্যাত্মিক পূর্বপুরুষ ক্রমাগত ভবিষ্যৎ থেকে পথ নির্দ্দেশ

নিয়েছেন যা কেবলমাত্র ইঙ্গিতে অনুসরণ করা হয়েছিল। তাদের যোগ্যতা, তার পূর্বাভাস দেওয়া, যা তারা দেখতে পেত না এবং এটি তাদের বিশ্বাসীরূপে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু এটি তাদের সিদ্ধান্ত ছিল অনন্তকালীন প্রতিজ্ঞা যা তাদের প্রতিদিনকার সিদ্ধান্তের কারণ এবং এটা তাদের বীর হবার যোগ্য করে তুলেছে।

যাদের নাম ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে তালিকাবদ্ধ আছে, তারা এমনভাবে কাজ করেছেন যেন ভবিষ্যৎও এখানে আছে, এমনকি তারা কেবল শেষ মুক্তি, অবশেষে পুরষ্কার, জয়ী হবার অঙ্গীকার এবং পূর্ণ পরিত্রাণ তাদের মাথার মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারে। ("এই সমস্ত লোক বিশ্বাসের দ্বারা এখনও জীবিত আছে যদিও তারা মৃত। যে সব জিনিস পাবার জন্য তারা প্রতিজ্ঞাত হয়েছিল তা তারা পায়নি; তারা কেবল তাদের দূর থেকে দেখেছে ও অভিনন্দন জানিয়েছে"- ১৩ পদ;) ("তিনি অধ্যাবসায়ী হয়েছেন অর্থাৎ মনোযোগ দিয়ে কাজ করেছেন কারণ যিনি অদৃশ্য তাঁকে তিনি দেখেছেন" ২৭ পদ) ঐসব বীরত্বপূর্ণ মানুষ ও স্ত্রীলোকগণ স্বর্গের টাকা পয়সার ব্যবসা করেছেন যদিও পৃথিবীর বাকী লোক তাদের জমাকৃত প্রত্যয়ন পত্রকে "মজার টাকা" মনে করে।

যাদের ছবি, ইব্রীয় বিশ্বাসীদের গ্যালারীতে টাঙ্গানো হয়েছে, তাদের জন্য যা সত্য যীশুর জন্যও তা সত্য। প্রায় সকলে জানে বাইবেলে যে পদ সকল ভাগ করা হয়েছে সে সব (স্বর্গীয়) প্রনোদিত না। তারা (অধ্যায়) কেবলমাত্র পাঠ্য বস্তুর মধ্যে মাইল ফলকের মত, যা প্রাচীন সম্পাদকগণ ঢুকিয়েছেন (প্রবেশ করিয়েছেন), পাঠকদের প্রত্যক্ষ যাত্রাকে খণ্ডিত করার প্রয়াসে। একটা মজার বিষয় যে, ইব্রীয় ১২ অধ্যায় এখান থেকে শুরু হয়েছে ১১ অধ্যায়ের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রেখে। লক্ষ্য করুণ অধ্যায়টি কিভাবে আরম্ভ হয়েছেঃ "যেহেতু আমরা বেষ্টিত আছি .....", যেভাবে পদটি আরম্ভ হয়েছে তাতে মনে করা যায় এর পূর্বে যা ছিল সেসব আমরা জানি। পাঠ্য বিষয়ের ভাবধারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের ১১ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ পড়া

উচিত এবং কোনরূপ না থেমে ১২ অধ্যায়ের ৩য় পদ পর্যন্ত পড়া প্রয়োজন। (ইব্রীয় ১১ ঃ ৩৮-১২ঃ ২ পদ)।

ম্যারাথন, প্রায় ৪২ কিঃ মিঃ ব্যাপী একটি দৌড়ের প্রতিযোগিতা। এতদূর পর্যন্ত দৌড়াতে সক্ষম হবার জন্য অনেক অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল ম্যারাথন দৌড়, ২ ঘন্টা ১৫ মিনিটে সাধিত হয়েছিল। দৌড়বিদদের পায়ের শব্দ এবং তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনার সুযোগ হয়। এভাবেই আমরা বিপুল সংখ্যক আধ্যাত্মিক ম্যারাথন দৌড়বিদদের দেখি- যখন আমরা সেখানে যাই এবং পূর্ণভাবে হৃদয়াঙ্গম করি।

এই রকম পাঠে, স্পষ্টতঃ খ্রীষ্ট, বিশ্বাসের তালিকায় শীর্ষে আছেন। যাদের নাম বলা হয়েছে তিনি তাদের শেষে আছেন।

আমাদের যেসব বিশ্বাসী বীরদের সম্পর্কে মন দিতে বলা হয়েছে যারা তাদের ম্যারাথন দৌড় শেষ করে সারিতে বসেছেন। কিন্তু আমরা যীশুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব এবং তাঁকে বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের আদর্শ হিসাবে মনে করবো। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন ইব্রীয় পুস্তকের লেখক কি করছেন? ১১ অধ্যায়ে তিনি একই কাজ করেছেন। যীশুর আচার ব্যবহার কেন বিশ্বাসের উদাহরণ তা বুঝাতে তিনি একটু সম্পাদকীয় মন্তব্য যোগ করেছেন। আমাদের বলা হয়েছে আমাদের প্রভু বিপুল বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁর বাধ্যতার গতিবেগ বজায় রেখেছেন। আমাদের আরও বলা হয়েছে কেমন করে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এটার কারণ তার অনন্তকালীন গভীর অবস্থান "তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্ত ক্রুশ সহ্য করিলেন, অপমান তুচ্ছ করিলেন", (ইব্রীয় ১২ঃ২ পদ) অন্যভাবে বলতে গেলে, পরিত্রাণকর্তা, আমাদের পরিত্রাণের ঋণ হিসাবে অনন্তকালীন মুদ্রা দিয়েছেন, এটা সেই ঋণ যা তাঁর জীবনের মূল্য। তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ, তাঁর বর্তমান সিদ্ধান্তের দ্বারা

বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং যা এখনও পার্থিব সত্য না, তাকে সত্য বলে আলিঙ্গন করেছিলেন।

একটি অন্তদৃষ্টি যা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা প্রনোদিত হয়

এটা প্রথমবারের মত নয় যখন আমরা দেখি যীশু তাঁর অনন্তকালীন গভীর অবস্থানের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁর ক্রুশারোপণের আগের রাতে, তাঁর জন্য কি সঞ্চিত আছে তা ভালভাবে জেনেও, যীশু তাঁর চূর্ণ বিচূর্ণ হৃদয়ে মানুষের জন্য ভয়কে অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস দেখিয়েছিলেন। এবং আবার অনন্তকালীন ব্যাংকের হিসাব থেকে ধার করেছিলেন, তাঁর দীনতার, নম্রতার মূল্যবান দাম দিবার জন্য। যোহন তার সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে উপরের কুঠুরীর একটা জানালা দিচ্ছেন।

শেষবারের মত যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা নিস্তার পর্বের ভোজ খেতে সমবেত হয়েছিলেন। খাবারের মাঝখানে যীশু একটি শিক্ষা দিবার মুহূর্তে জীবনের আদর্শ হবার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং শিষ্যদের সেইভাবে জীবন যাপন করতে বলেছিলেন। সেখানে কোন চাকর ছিল না, শিষ্যদের নোংরা পা ধুয়ে দিবার জন্য (এবং যেহেতু ১২ জনের কোন শিষ্যই সেই কাজ করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে নাই), তাই যীশু নিজেই সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন। একটি তোয়ালে এবং মাটির পাত্র নিয়ে যীশু একজন থেকে অন্যজনের কাছে গিয়ে, নিচু হয়েছিলেন এবং তাদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন।

আপনি যদি থেমে চিন্তা করেন যীশু কতটা নিচের দিকে ঝুঁকে তাঁর নিঃস্বার্থ ভক্তি দেখালেন, এটা চিন্তা করা যায় না। ইহা কত আন্তরিক, এটা কত সুউচ্চ, এবং মন্তব্যের অতীত যা প্রয়োজন ছিল যতই নিচে হোক না কেন তার জন্য ঈশ্বর হাঁটু গেড়েছিলেন। পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় যা ঘটতে যাচ্ছে এটি তার পূর্বাভাষ।

কিন্তু যোহন আমাদের একটি কারণ দেখাচ্ছেন, যীশু কেন স্বর্গীয় শক্তি এবং শক্ত জিনিস ব্যবহার করেননি। যোহন ১৩ঃ ৩-৪ পদে আমরা পড়ি "যীশু জানিলেন, যে পিতা সমস্তই তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছেন ও তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছেন, আর ঈশ্বরের নিকট যাইতেছেন; জানিয়া তিনি ভোজ হইতে উঠিলেন। এবং উপরের বস্ত্র খুলিয়া রাখিলেন, আর একখানি গামছা লইয়া কটি বন্ধন করিলেন।"

যীশু জীবনের দিগন্তের পরপারে যা দেখেছেন তার সেবা করতে প্রণোদিত হয়েছিলেন। তিনি গৌরব দেখতে পারতেন যা তাঁর জন্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই সীমানা পেরিয়ে অপেক্ষা করছিল। এবং যেহেতু তিনি পারতেন, তিনি অপমান, পরিত্যাগ, অবিচার এবং নৃশংস মৃত্যু যা তাঁর পার্থিব জীবনে ঘটেছিল, সব কিছুই তিনি সহ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি জানতেন তিনি এ সব মাত্র অতিবাহিত করেছেন।

যীশুর অনন্তজীবনের সচেতনতা তাঁকে পার্থিব বস্তুর মূল্য ও প্রয়োজন থেকে দৃশ্যতঃ পৃথক করেছিল যা তাঁর জীবনে পর্যবসিত হয়েছিল। ঠিক আগের কি আছে সেটা দেখে, তিনি স্বেচ্ছায় অন্ধকালীন সময়ে থাকার জন্য নিজের পৃথক সত্ত্বা দাবী করেছিলেন। তিনি এই জগতের নাগরিক ছিলেন না। তিনি জানতেন তিনি যে দেশে থাকেন, তিনি সে দেশের নাগরিক নন। এবং যারা তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে , তারাও সেইরূপ করবে।

যারা অনন্তকালীন গভীরতায় অবস্থান করবেন, তারা খ্রীষ্টের উপর দৃষ্টি রাখবেন ঃ-

যীশু কিভাবে বাস করতেন- তাঁর পছন্দ সকল, উদ্দ্যেশ্য সকল এবং কার্যকলাপ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে প্রকৃতপক্ষে আমাদের গুরুত্বপূর্ণটুকু কত এবং আমাদের কি করতে হবে তা দেখায়।

দৈনিক, অন্যান্য মূল্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় আমাদের মনোযোগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। কিন্তু যখন আমরা সেই পথের দিকে তাকাই এবং পৃথিবীর মূল্য গ্রহণ করি, আমরা আমাদের গভীর অবস্থান প্রত্যাশা এবং আমাদের পথ হারাই। উদাহরণ স্বরূপ বিবেচনা করেন, যে ব্যক্তি ধন আহরণের জন্য স্বাস্থ্য ধ্বংস করে, অথবা যে স্ত্রীলোক সংস্থার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার জন্য পরিবারকে বিসর্জন দেয়, অথবা সেই লোক যে তার বিবাহিত জীবনের ২৫ বৎসর পরও একজন যুবতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। বিশ্বাসীগণ ব্যতিক্রম নন। অনেকে খ্রীষ্টিয় জীবনে পিষে গিয়েছেন বা জ্বলে গিয়েছেন। আরও একটা গভীর অবস্থানের যাচাই করুনঃ আপনার লক্ষ্যের জন্য কোন্ মূল্য প্রতিযোগিতা করে? যখন আপনি সর্বোচ্চভাবে প্রলোভিত হন এবং আপনার চোখ খ্রীষ্ট থেকে ফিরান।

এই পৃথিবী আমাদের বাসস্থান না

আমরা ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে ফিরে যাই, বিশ্বাসের সভাকক্ষের সুখ্যাতিপূর্ণ ঘটনাবলীর রচনাকারী যারা সেই সত্য ঘটনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, যা এখনো ঘটবে তার দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিলেন। ".....আপনারা পৃথিবীতে প্রবাসী ও বিদেশী, ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন" (ইব্রীয় ১১ঃ ১৩ পদ)। তারা উপলব্ধি করেছে যদি তারা যাত্রার মধ্যে যাত্রা বিরতি করতে প্রলোভিত হয় এবং তাদের স্যুটকেশ খুলে যাত্রা বিরতি করে, এটি সাংঘাতিক ভুল। টুরিষ্ট ভিসা পরিত্যাগ করে এই জগতের নাগরিক হওয়া খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে।

একটি লিথোয়ানিয়ান কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হয়ে নিজোলী সাডুনাইটে তার শাস্তির জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। তার একমাত্র অপরাধ একটি কম্যুনিস্ট দেশে খ্রীষ্টিয়ান হওয়া। জজ নিজোলীকে কথা বলার একটি সুযোগ দিয়েছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন নিজোলী ক্ষমার

জন্য অনুরোধ জানাবে, কিন্তু এর পরিবর্তে নিজোলী হেসে বললেন, "আমার জীবনে এটা সবচেয়ে আনন্দের দিন। সত্যের কারণে, মানুষের ভালবাসার জন্য আমার বিচার হয়েছে। আমার কি সৌভাগ্য যে আমার গৌরবময় লক্ষ্য আছে। এই কোর্টে আমার দোষী সাব্যস্ত হওয়া শেষ পর্যন্ত আমাকে অসীম বিজয় এনে দিবে।"

যদি আমরা সত্যি কথা বলি, তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, আগে যেমন স্বর্গের পথে বেশী মানুষ ছিল এখন সেরকম নাই। ক্রমাগত বেশী করে বিশ্বাসীগণ সেই চিরস্থায়ী কংক্রীটের ভিত্তিমূলের বদলে স্বল্পকালীন বাস করার তাম্বুর দলে যোগ দেওয়ার দিকে ঝুকে পড়ছে। বিপুল সংখ্যক খ্রীষ্টিয়ানগণ ভুলে গিয়েছেন যে বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসী লোকেরা, সংজ্ঞা মতে "বিদেশী এবং অপরিচিত ব্যক্তি"। মেনস লিখেন,"জীবনের মধ্যে ভ্রমন করা খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য আনন্দের সমুদ্র যাত্রা বা প্রমোদ ভ্রমণ নয়।"

আমরা আমাদের অঙ্গীভুত হতে মেনে নিচ্ছি। আমরা যে সমাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত তার থেকে মৌলিক ভাবে আমরা কিছুটা আলাদা।

আমরা আমাদের অঙ্গীভুত হতে মেনে নিচ্ছি। আমরা যে সমাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত তার থেকে মৌলিকভাবে আমরা কিছুটা আলাদা। "সত্যি বলতে আমরা পৃথিবীর মত হতে আকাঙ্খা করি.... যখন ঐ বিদেশী রীতিনীতি অতিক্রম করছি, একটি চৌর্য্যবৃত্ত শত্রু আমাদের স্বর্গীয় কাগজ-পত্র চেপে ধরছে সেই সময় আমরা বিপদগ্রস্থ হচ্ছি এবং আমরা যে পৃথিবীতে বিদেশী এবং অপরিচিত ব্যক্তি, এই স্বাতন্ত্র্য-সূচক পরিচয় আমরা হারাচ্ছি।"

এটা কিভাবে ঘটছে তা দেখা সহজ। পৃথিবীর প্রলোভন টেনে নামাচ্ছে এবং প্ররোচিত করছে- আনন্দ শক্তি এবং আত্মসম্মান দিচ্ছে। সুতরাং একজন এষৌর মত ক্ষুধার বিনিময়ে আমরা আমাদের

জেষ্ঠ্যাধিকার বিক্রি করছি এবং ভবিষ্যৎকে বর্তমানের সঙ্গে বিনিময় করছি (আদিপুস্তক ২৫ঃ২৯-৩৪ পদ)।

হয়ত আমাদের দৃষ্টির সমস্যার জন্য আমাদের অনন্তকালীন নিবদ্ধতা হারাতে আমাদের মনকে প্ররোচিত করছি। গত ১২ মাসে শুনা কয়টি স্বর্গ সম্বন্ধীয় প্রচার মনে করতে পারেন? যদি আপনার মণ্ডলী হয়তঃ বেশীরভাগ প্রচারই স্বর্গ সম্বন্ধে দিয়েছে কিন্তু আপনি হয়তঃ একটিও শুনেননি। কারণ প্রচারগুলি ভবিষ্যতের প্রত্যাশা বিষয়ে বলা হয়েছে। এটা বর্তমানকে প্রকাশ করে নাই। এটা যদি না অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ধ্যান গণনা না করে। যারা ঈশ্বরের বাক্য, পুলপিট থেকে বলে (প্রচার করে), তারা অনন্তকালীন দৃষ্টি (দর্শণ) নিক্ষেপ করেন না। অনুসন্ধানকারীদের কল্পনা এবং আগ্রহ অনুধাবন করার চেষ্টায় প্রচারক, "এখানে এবং এখন" এর বিপরীতে "সেখানে এবং পরে", এই ভাবে আলোচনা করেন। সামান্য সমাধানে এই প্রচার মণ্ডলীর স্পর্শকাতরতা প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখবে- পালকগণ পিছনের দিকে ঝুকে স্পষ্ট ভাবে বললে, "জীবনের উপচয়" কি, যা যীশু আমাদের রীতিনীতিতে এবং প্রজন্মে আনতে এসেছিলেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা তাদের ভারসাম্য হারাচ্ছে এবং তাদের ক্ষুধার শিকার হচ্ছেন যারা তাৎক্ষনিক সন্তোষ লাভ করতে চান। একটি ধর্মতত্ত্ব যা আমাদের পরিত্রাণের লক্ষ্য হিসাবে স্বর্গকে নির্দেশ করে এরূপ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

জন লুগাজানু, পূর্ব ইউরোপের একজন যুবক বিশ্বাসী, খ্রীষ্টিয়ান হবার পর গ্রেফতার হয়েছিল ও জেলে বন্দী ছিল। কোর্টের শুনানিতে তার শাস্তির সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের কথা শুনে সে তার সেলে ফিরে এসেছিল, সে যখন তার সেলে ফিরে এল তখন অন্য কয়েদীরা জিজ্ঞাসা করেছিল কি ঘটল। জন উত্তর দিয়েছিল, "এটা ঠিক যীশুর মা মরিয়মের সঙ্গে যখন স্বর্গদূত দেখা করেছিল- ঠিক সেই রকম। এখানে তিনি (যীশুর মা) একজন ভাল যুবতী স্ত্রীলোক, যিনি যখন একা বসে ধ্যান

করছিলেন, তখন একজন স্বর্গদূত তাকে এক অবিশ্বাস্য খবর জানাল যে, তিনি (মরিয়ম) তার গর্ভে ঈশ্বরের পুত্রকে বহন করবেন।"

কোর্টে উপস্থিত হয়ে জন যেভাবে কথাকে উপস্থাপন করেছিল তাতে আশ্চর্য হয়ে কয়েদীরা তার কাছ থেকে খুব মনযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিল। জন যীশুর গল্প বলতে বলতে পরিষ্কারভাবে সুসমাচার উপস্থিত করেছিল। সে উপসংহারে বলেছিল, "মরিয়ম জানত, এক সময় তিনি স্বর্গে ছিলেন, আবার যীশুর সঙ্গে থাকবেন এবং অনন্তকালীন আনন্দ উপভোগ করবেন।"

বিভ্রান্ত হয়ে কয়েদীরা জনকে মনে ক'রে দিয়ে বলল, আমরা তো শুধু কোর্টে কি হয়েছিল তা জানতে চেয়েছি।

জন, তখন হাস্যোজ্বল মুখে উত্তর দিল, "আমাকে মৃত্যুর দণ্ড দেয়া হয়েছে- এটা কি সুন্দর খবর না? জন বুঝেছিল, স্বর্গের দূত যে খবর মরিয়মকে দিয়েছিল তাও ঠিক তিক্ত-মধুর ছিল। যীশুর কষ্ট ভোগ করার পর স্বর্গরাজ্য আনন্দে পূর্ণ হয়েছিল। মরিয়মের মত জন আনন্দের সঙ্গে আশা করেছিল, যীশুর সঙ্গে তার অনন্তকালীন অবস্থানের জন্য। জন সাহস করে এবং আনন্দ সহকারে বিশ্বাসের অংশীদারিত্ব করতে পেরেছিল।

যাদের অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা আছে, এই পৃথিবী তাদের স্থায়ী আবাস না।

সুতরাং আপনার যদি এখানকার ঘরে, আরামদায়ক, অনুভুতির পরিতৃপ্তি এবং লাগাতার অনুভুতি থাকে তবে সম্ভবতঃ আপনার দুরদৃষ্টির পরিবর্তন হয়েছে। আপনার প্রত্যাশার অনুসন্ধান করুন।

কি ঘটবে তার পোষাকী মহড়া

অলগা ওয়াটল্যাণ্ড একজন এরূপ মহিলা ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে লুকিয়ে রাখা জীবন যাপন করতেন।

স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় পরিবারের খামারে সাহায্য করার জন্য তাকে স্কুল থেকে বিতাড়িত হতে হয়। এরপর তার বিয়ে হয়েছিল, তিনি বাড়ীর বাইরে কখনও কাজ করেননি। কোন সময় তিনি গাড়ী চালনা শিক্ষা করেননি। তিনি কদাচিৎ বাড়ী থেকে বহুদূরে ভ্রমণ করেছিলেন।

কিন্তু এই অশিক্ষিত মহিলার সাধারণ বিশ্বাস ছিল যীশুর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং এটা যারা জানত সকলে তার প্রশংসা করত। তার তিন সন্তান ছিল, এক ছেলে এবং দুই মেয়ে। ঐশ্বরিক আদর্শ তারা তাদের মায়ের মাঝে দেখত। এবং এটি তাদের উপকার করে। ওলগার প্রত্যেক সন্তান পালকীয় বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। তার নীরব, সঙ্গতিপূর্ণ বিশ্বাস ছাড়াও, ওলগা ওয়াটল্যাণ্ড স্বর্গের উপর তার নিবদ্ধতার জন্যেও পরিচিত ছিলেন। পারিবারিক অসুবিধায় তার সাধারণ শিক্ষা বাধা পেয়েছিল। আটজনের এই দিদিমা কি করে ইলেকট্রিক অর্গান, গিটার, হারমনিয়াম বাজাতে হয়, তা নিজে নিজে শিখেছিল। তার নাতি-নাত্নীদের নানা ওয়াটল্যাণ্ডদের ছোটবেলার অসংখ্য স্মৃতি আছে যা তাদের স্বতঃস্পূর্ত কনসার্ট দ্বারা আনন্দ দিত।

ওলগার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, এই জীবনের অভিজ্ঞতা কেবল ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার পোষাকী মহড়া (কারণ কোন সন্দেহ নাই তার আকাঙ্খা সে তার পিতা-মাতা ও ভাই-বোনদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবে যারা তার ছোট বেলায় মারা গিয়েছিল), তার বেশীরভাগ গান স্বর্গ সম্বন্ধে।

বিশেষ করে একটি গান যা বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রচিত হয়েছিল, দূর্ভাগা হিণ্ডেনবার্গের মত, যা আকাশের রাজপথে মানুষদের ফেরী পারাপার করেছে। এটি এরূপ ছিল ঃ *"আমি একটা সুসংবাদ এনেছি, এজন্য আমি গান করি এবং আমার আনন্দ আপনার সঙ্গে ভাগ করি। আমি পুরাতন সুসমাচার রূপ জাহাজে প্রমোদ সফর করতে যাচ্ছি, যা বাতাসের মধ্য দিয়ে পাল তুলে যাচ্ছে। আমি অপেক্ষা করতে পারছিনা। আমি জানি আমার দেরী হচ্ছে না কারণ আমি প্রার্থনায় সময় কাটাব এবং যখন আমার জাহাজ আসে, আমি এই পাপময় ভুমি ছেড়ে দেব এবং বাতাসের মধ্যে পাল তুলে চলবো।"* ওলগার আরও একটি অসাধারণ গান যা স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ, যাতে একটি পরিবারের খুব কষ্টের কথা বর্ণনা করেছে। যে পরিবার তাদের স্ত্রী ও মাকে অকালে হারিয়েছিল। এটা ঘটেছিল যেসময় সোজাসুজি টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ ছিল না এবং মধ্যবর্ত্তী একজন কেন্দ্রীয় অপারেটর টেলিফোনে কথা বলার ব্যবস্থা করত।

"হ্যাল্লো কেন্দ্রীয় অপারেটর আমাকে স্বর্গ দেন কারণ আমার মা সেখানে আছেন। আপনি তাকে স্বর্গদূতগণের সঙ্গে পাবেন যাদের সোনালী তারা আছে। তিনি (মা), আমি ডাকছি শুনে সুখী হবেন। তাকে বলেন, আপনি কি অনুগ্রহ করে বলবেন না। কারণ আমি নিশ্চিত ভাবে তাকে বলব আমরা এখানে একাকী, টেলিফোনের গৌরব হোক, ওহ! কি স্বর্গীয় আনন্দ" খ্রীষ্টিয়ানগণ সর্ব্বদা বর্তমান পরিস্থিতির পরবর্তী ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করছে কারণ সবচেয়ে যা ভাল তা এখনো আসেনি।

একজন শিশু আমাদের পরিচালনা দেবে

অক্টোবর ২৮- ২০০১ সাল, ৪ বৎসর বয়স্ক কিনজা আল-আট্রা তার পুরোহিত বাবা ইম্মানূয়েল আল-আট্টার নৃশংস হত্যা দেখেছিল। সে বলে, সে দেখেছে তার বাবা মাটিতে পড়ে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে তার মেয়ের বড় বাদামী চোখে যে ভালবাসার দৃষ্টি দিয়েছিল। এক

মুহূর্তের জন্য তার বাবা পুলপিট থেকে ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিলেন, তার পরে মুসলিম সন্ত্রাসীরা ছোট মণ্ডলীতে ঢুকে তাদের গুলি ছুড়েছিল। এটা বলা হয়েছে, ইম্মানুয়েলের ছোট মেয়ে কখন ওলগা ওয়াটল্যাণ্ডের পুরোনো দিনের গানের গীতি কবিতা শুনেনি। কিন্তু কিনজা আল-আট্টা তার নিজের শিশু সুলভ উপায়ে অনন্তকালের সভ্যতার বিষয় বুঝেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। যখন তার বাবার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হত ছোট কিনজা বলত, "তিনি যীশুর সঙ্গে স্বর্গে আছেন।" এটি একটি ধর্মীয় শিক্ষা যা সে প্রথমে মণ্ডলীর কষ্টের গান গেয়ে শিখেছিল। উপদেশক ৩ঃ১১ পদ বলে, "ঈশ্বর তাহাদের হৃদয় মধ্যে চিরকাল রাখিয়াছেন।" এটা আমাদের নাগালের বাইরে যে, এই সুদূর প্রসারী চিন্তা একজন ৪ বৎসর বয়স্ক মেয়েকে সত্য আকড়ে ধরতে সাহায্য করেছে। শলোমনের বাক্য ইঙ্গিত করে প্রথম থেকেই আমাদের অনন্ত-কালের জ্ঞান আছে।

জীবনের সম্বন্ধে তার নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে, কিনজে সচেতন ছিল যে ঈশ্বর নিয়ন্ত্রনের ভিতরে। যদিও তখনও ভগ্ন হৃদয়ে তার মা তার স্বর্গীয় বাবার সম্বন্ধে যা বলে তা বিশ্বাস করে। তার বাবার সল্পকালীন জীবনে কষ্ট হলেও তিনি কাজ করেছেন। তার সবশেষ পরিকল্পনা আমাদের এই জীবনের সুখ থেকে অনেক দুরে থাকা। বাবা ছাড়া তার জীবনে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করার জন্য তিনি শক্তি দিবেন। সে একজন শক্তিশালী খ্রীষ্টিয়ান হবে এবং অনন্তকালীন পুরষ্কার লাভ করবে।

কিনজা এবং তার পরিবার এখন, "ভয়েস অব মার্টার ফ্যামিলির মার্টার ফাণ্ড থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য পাচ্ছে। এটা কিনজা ও তার পরিবারকে সাহায্য করবে, যদিও প্রচণ্ড আর্থিক চাপ আরম্ভ হয়েছিল যখন মুসলমান সন্ত্রাসীগণ তার বাবাকে অক্টোবরের এক রবিবার সকালে বন্দুক দিয়ে হত্যা করেছিল।

বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস শুধুমাত্র যাদের বয়সের জন্য চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে এরূপ লোকদের অধিকার তা নয়, এটা সব বয়সের বিশ্বাসীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ যারা বর্তমান পরিস্থিতির পরবর্তীতে কি হতে যাচ্ছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে। ছেলে-মেয়েরা যারা তাদের পিতা-মাতাকে হারিয়েছে বা কারাগারে বন্দী- তারা দেখতে পায়, অনন্তজীবনের বীজ যা ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে বুনেছেন- যা জন্মের সময় অঙ্কুরিত হয়ে ইচ্ছামত বাড়ে। টিন এজ (১৩-১৯) যারা একটা মর্ম্মান্তিক এক্সিডেন্ট দেখেছিল যা তাদের সহপাঠিদের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে। তারা তাদের নিজেদের পরবর্তী জীবনকে একটা বিভীষিকাময় দৃষ্টিতে দেখছে। কোম্পানীতে ছাটাইয়ের জন্য একজন মধ্যবয়সী ব্যবসায়ীকে তার জীবনের প্রতিশ্রুতির বিপরীতে বল প্রয়োগ করায় সে অপরগতা জানালে তাকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। একজন যুবতী মা (অল্প বয়স্কা মা) স্কী খেলায় খামখেয়ালীর জন্য তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পঙ্গু হয়েছিল। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে নতুন স্বর্গ এবং নতুন পৃথিবীর সম্বন্ধে শাস্ত্রাংশ পড়েছিলেন যা যিহিস্কেল ভাববাদীর পুস্তকে লেখা আছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিশ্বাস যা অনন্তকালীন, প্রভুর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে, বীরত্বপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত। এই বিশ্বাস এখনও কি অপেক্ষা করছে তার সম্বন্ধে আশা করছে। যদিও তাকে স্টেকে (একধরণের মৃত্যুদন্ড যখন একজনকে কাঠের খুঁটিতে বাঁধা হয় এবং পায়ের কাছে কাঠের স্তুপ রাখা হয় এবং পুড়িয়ে মারা হয়) পোড়ান হয়। স্পেনীয় কর্মকর্তার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কালে, এ্যান্টনিও হেবিগুলোর ব্যথা আত্মায় সে বুঝেছিল, তার স্ত্রী একই প্রকার মৃত্যুকে এড়াবার জন্য (বাঁচবার জন্য) খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেছিল। এ্যান্টনিও নিজেকে বাঁচাতে পারত এবং তার স্ত্রীর মত কারাগারে যেতে পারত। সম্ভবতঃ কোন সময় তাকে ক্ষমা করা হত এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে পারতো।

বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস শুধুমাত্র যাদের বয়সের জন্য চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে এরূপ লোকদের অধিকার নাই এটা সব বয়সের বিশ্বাসীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ যারা বর্তমান পরিস্থিতির পরবর্তীতে কি হতে যাচ্ছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে।

কিন্তু তিনি বিশ্বাস ছাড়তে চান নি। তার মুখে কাপড় গুজে সৈন্যরা নিয়ে যাবার আগে স্ত্রীর কাছে তার অনুরোধ ছিল, "খ্রীষ্টের কাছে ফিরে আস এবং ক্ষমা প্রাপ্ত হও। আমরা স্বর্গে আবার মিলিত হবো। অনুগ্রহ করে ফিরে এস"। সে চিৎকার করে বলল। পূনরায় মিলিত হওয়া পার্থিব কোন আশা ছিল না। সে অনন্তজীবনে তার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল।

এ্যান্টনিওর মৃত্যুর পর, মিসেস হেরেজিলো যাবজ্জীবন কারা বরণের জন্য জেলখানায় ফিরে গিয়েছিল। আট বৎসর তিনি ঈশ্বর ও নিজের আত্মার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিল। তার অদৃষ্টের সিদ্ধান্তের জন্য তিনি কোন শান্তি পাচ্ছিল না।

অবশেষে, তিনি প্রকাশ্যে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসে ফিরে এসেছিল। তার পূর্বের অস্বীকারকে প্রত্যাখান করে, যদিও ষোল শতাব্দীর বিভাগীয় সরকারী বিচার তাকে ভয় দেখাচ্ছিল। একজন জজ তাকে একটা নতুন শাস্তি দিয়েছিল। এইবার "স্টেকে" তার মৃত্যুদণ্ড।

সে আগ্রহের সাথে তার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিল কারণ শেষে তার শান্তি ছিল। মিসেস হেরেজিলো বুঝেছিল তার এ্যান্টনিও হচ্ছে তার প্রথম কথা; সে বিশ্বাসে ফিরে এসেছে।

এখানে একটা শিক্ষা, অনন্তজীবনের গভীর প্রত্যাশার জন্য আমাদের অন্যদের সঙ্গে, যাদের প্রত্যাশা আছে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। তারা আমাদের জন্য আদর্শ হবেন, যার মানে খ্রীষ্টের প্রতি এবং তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। আপনার কি যে সব মানুষদের অনন্তকালীন প্রত্যাশা আছে, তাদের সঙ্গে নিয়মিত সহভাগিতা আছে? এই সহভাগিতার মধ্যে আমরা শক্তি পেতে পারি। সুতরাং আপনার প্রত্যাশা কিরূপ? আপনি কি দেখেন এই জীবনে আমরা যা দেখি তা-ই সব না। আপনি কি আপনার চোখ খ্রীষ্টের প্রতি নিবদ্ধ

করেছেন? আপনি কি আপনার স্বর্গের বাড়ীর দিকে চেয়ে আছেন? এটা যদি না হয় তবে তা জানার একটি ব্যবস্থা পত্র প্রয়োজন।

আমাদের নিকটের দৃষ্টিশক্তি শুধরাবার ব্যবস্থাপত্র

- যীশু বলেছেন, "যেখানে তোমার ধন সেখানে তোমার মনও থাকবে" (মথি ৬ঃ২১ পদ)। এ জন্য স্বর্গের দৃষ্টিতে বিচার করা হ'ল স্বর্গে ধন সঞ্চয় করা (মথি ৬ঃ২০)। একটা হাসপাতাল অথবা বৃদ্ধাশ্রম, যেখানে লোকেরা অসুস্থ এবং মারা যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানকার নারী পুরুষদের সঙ্গে সময় কাটান- তাদের সঙ্গে কথা বলেন ও প্রার্থনা করেন। এটি আপনাকে অনন্তজীবনের সম্বন্ধে চিন্তা করতে সাহায্য করবে এবং আপনার জীবনকে গভীর প্রত্যাশায় অবস্থান করতে সাহায্য করবে।

- কিসব কষ্টসাধ্য অভিজ্ঞতা (ভয়, হতাশা, অত্যাচার, নিরাশা অথবা দুঃখ কষ্ট) আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে এবং আপনার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে মেঘে ছেয়ে দিয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে সময় দিন এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার জীবনকে দেখতে সাহায্য চান।

- কি ধরণের জীবনধারা পছন্দ ও মুল্যবান বলে আপনি মনে করেন যার প্রতি লোকে দৃষ্টিপাত করে। আপনার কি মনে হয় আপনি ঐশ্বরিক প্রত্যাশা হারিয়েছেন? আপনাকে খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে আপনার কি পরিবর্তন প্রয়োজন?

- বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য, জীবন এবং যে জীবন আসবে তা সম্বন্ধে সত্য বলে। ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করার একমাত্র উপায় হল, তিনি যা বলেন তা জানা। প্রতি সপ্তাহে আপনি

বাইবেল পড়ার জন্য কতটা সময় দেন? আপনি একটি সুসমাচার নেন এবং নিজের মত করে পড়েন; লক্ষ্য করুন ঈশ্বর নিজের রাজ্য এবং অনন্তজীবন সম্বন্ধে কি বলেছেন।

- কখন এবং কার সঙ্গে, স্বর্গ সম্বন্ধে আপনার গভীর আলোচনা হয়েছে? স্বর্গ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, এটি জেনে আপনি কি আশান্বিত হচ্ছেন? আপনার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সম্পর্কে আপনি কার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করবেন?

অধ্যায়- ২

ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা

নির্ভরতার ঘোষণা-

যখন অন্যান্যরা কিভাবে হবে চেষ্টা করে,
বীরগণ ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিশ্বাস করে।
তারা নিশ্চিত।
তারা হৃদয়ের পার্চমেন্টের (কাগজের) উপর নির্ভরতার
ঘোষণা স্বাক্ষর করেছে।
প্রার্থনায়, তারা তাদের ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ আনুগত্য স্বীকার করে,
ঈশ্বর যা পরিকল্পনা করেছেন।
হাঁটু গেড়ে, তিনি (ঈশ্বর) কি প্রতিজ্ঞা
করেছেন তা শক্ত করে ধরে রাখে।
বিশ্বাসের এই মনোভাব ঈশ্বরের কাছে নত হওয়া
এবং তাঁর স্বর শুনা, তাদের মেনে নিতে সাহায্য করেছে,
আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন,
কেন তারা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন?
তারা বলে তাদের আর কোন পছন্দ নেই।

-গ্রেগ আসিমাকোপৌলস দ্বারা রচিত পদ্য।

ঠিক দুই বৎসর পূর্বে, ১৮ বৎসর বয়সের যোহান্নেস মান্টাহারি ইন্দোনেশিয়ার হালমা হেরা দ্বীপের একটা ছোট গ্রামে বাস করত। এক রাতে ভোর তিনটায় সে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলো এবং তাকে বলা হ'ল, লস্কর জিহাদের ক্রক-দল উন্মত্ত সৈন্য নিকটে জড়ো হয়েছে এবং তার গ্রামের দিকে আসছে। যোহান্নেস পালাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু প্রায় ২০ জনের মত মৌলবাদী মুসলিম যোদ্ধাদের দ্বারা ধৃত হয়েছিল।

তাদের ৫ জন তাকে ভূপাতিত করে রেখেছিল। তাদের ১০ জন তাকে ঘিরে রেখেছিল যেন সে পালাতে না পারে এবং অন্য ৫ জন সামুরাই তরবারি দিয়ে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। যোহান্নেসকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে মুসলিম হ'তে চায় কি না? সে বলল, না। তার আক্রমনকারীগণ বলল, যদি ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করে তবে তারা তাকে মেরে ফেলবে। পরিত্রাণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত যোহান্নেস বলেছিল সে মরতে প্রস্তুত।

লস্কর জেহাদ সৈন্যদল ব্লেডের মত ধারাল সামুরাই তরবারির ডগা দিয়ে যোহান্নেসের বাম কপালে, তারপর বাম কাঁধ ও বাহুর অগ্রভাগ (কনুই থেকে কব্জি ও আঙ্গুলের অগ্রভাগ) খণ্ড খণ্ড করেছিল।

আরেকজন মুসলিম আক্রমণকারী তরবারী নিয়ে যোহান্নেসের গলার পিছন দিয়ে জোরে আঘাত করেছিল তাকে শেষ করার জন্য। তারা আবার যোহান্নেসকে সামুরাই তরবারি দিয়ে আঘাত করেছিল, কিন্তু এবার আঘাত করল তার পিঠে এবং পায়ে। তারপরে যোদ্ধাগণ যোহান্নেসের খণ্ড খণ্ড দেহ কলা পাতায় মুড়ে আগুন ধরিয়েছিল যাতে তার দেহ পুরে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু পাতা বেশী কাঁচা ছিল বলে জ্বলেনি। তারপর জিহাদ সৈন্যরা যোহান্নেসকে মৃত-ফেলে চলে গিয়েছিল।

যখন লস্কর জেহাদের যোদ্ধারা জঙ্গলে পালিয়ে গেল তখন যোহান্নেস রক্তের মধ্যে পড়েছিল। তার জীবনের শেষে কয়েকটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে যোহান্নেস ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিল। হঠাৎ তার হাতে ও পায়ে যথেষ্ট শক্তি পেয়েছিল কলাপাতা সরাতে এবং জঙ্গলে পালিয়েছিল। যোহান্নেস একটা গুহার মধ্যে লুকিয়েছিল যে পর্যন্ত না বাইরে আসা নিরাপদ ছিল। সে আটদিন জঙ্গলের মধ্যে টলতে টলতে এগিয়েছিল এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিল। সে কাউকে পায়নি এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে মারা যাচ্ছিল এবং বুঝেছিল অল্প সময়ের মধ্যে সে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। আরও একবার যোহান্নেস ঈশ্বরকে ডেকেছিল, এই সময়ে সম্পুর্ণ অজ্ঞান অবস্থায়।

হঠাৎ যোহান্নেস অনুভব করল একটা আরামদায়ক হাত তার বাহুকে আলিঙ্গন করছে এবং তার হাত স্পর্শ করছে। সে কাউকে দেখেনি, কিন্তু সেই স্পর্শ শান্তিদায়ক ও সান্ত্বনাদায়ক।

সে চিৎকার করে বলেছিল, "জঙ্গলের মধ্যে তো কাউকে দেখা যায় না, তুমি কি করে এলে"? জঙ্গল নিরব ছিল।

আরামদায়ক স্পর্শের মানুষ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্য-জনকভাবে যোহান্নেস একটি উষ্ণ শক্তির উচ্ছ্বাস অনুভব করল। সে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট শক্তি ফিরে পেয়েছিল। পরে যোহান্নেস এর ভগ্নীপতি ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় জঙ্গলে তাকে আবিষ্কার করেছিল। যোহান্নেস বলেছিল যে, সে বিশ্বাস করে যে আরামদায়ক অতিথি ছিলেন যীশু। কারণ তার জঙ্গলের আট দিনের সাহায্যের জন্য অনুসন্ধান করে অসংখ্য মৃতদেহ ছাড়া সে কাউকে খুঁজে পায়নি।

আজকে ২০ বৎসর বয়স্ক যোহান্নেস তার অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন যীশুর সম্মানের "ব্যজ" চিহ্ন হিসাবে দেখে। সে বলে তিনি (যীশু) তাঁর

আক্রমনকারীদের ক্ষমা করেন যেমন "আমাদের স্বর্গস্থ পিতা আমাদের ক্ষমা করেন"। মথি ৬ঃ১৫ পদে যীশু দৃঢ়ভাবে আদেশ করেন ঃ "কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন না"।

যোহান্নেস একজন ধর্মপ্রচারক হবার জন্য পড়াশুনা করছে। সে বলে ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়েছেন যেন অনেক মুসলিমকে সে খ্রীষ্টের কাছে আনতে পারে।

যোহান্নেস কেবল প্রভুর উপর নির্ভর করতে পারে। তার আর কোন পছন্দ করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু শুধু এই কারণে প্রতিদিন সে সম্পুর্ণ নির্ভরতায় বাস করছে- এটা তার অভ্যাস, জীবনধারা। আজকে সে ক্রমাগত ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল।

আমাদের সন্দেহ সমূহ সন্দেহ করার শিক্ষা

আমরা পূর্বের অধ্যায়ে যা দেখেছি, যারা বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের আদর্শ, তারা প্রণোদিত হয়েছিল যা অন্যদের সচেতনতার মধ্যে ছিল না- তারা একটা অদৃশ্য সত্যের দ্বারা আকর্ষিত হয়েছিল। তারা ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখেছিল। কিন্তু এমন কি সবচেয়ে বেশী দৃষ্টিপাতের মধ্যে কোন সন্দেহ থাকতে পারে, বিশেষ করে নির্জন রাতের দুঃখ কষ্টের মধ্যে। যখন আমরা পরিবার এবং বন্ধু থেকে পৃথক থাকি এবং শত্রু পরিবেষ্টিত হই, আমরা আশ্চর্যবোধ করতে পারি "ঈশ্বর কোথায়? অথবা ঈশ্বর কি করছেন?" এমনকি "আমি কেন?" এটা খ্রীষ্টিয়ানকে সাক্ষ্যমর করে। এটা এত আশ্চর্যজনক যে তাদের সবচেয়ে অন্ধকার দিনে, তারা তাদের বিশ্বাসকে একাগ্রভাবে জড়িয়ে ধরে রাখে, এবং প্রভুর উপর সম্পুর্ণভাবে নির্ভর করে।

"আপনি আমার দেহ ধ্বংস করতে পারেন, কিন্তু আমার আত্মা না" সাহসী কোরিয়ান পালক উত্তর কোরিয়ায় সশস্ত্র কমিউনিষ্ট বাহিনীকে উত্তর দিয়েছিল এবং সাহসের সঙ্গে সে খ্রীষ্টে বিশ্বাসী ঘোষণা দিয়েছিল।

যখন পাষ্টর ইম্ কথা বলছিল, অফিসার রাগে পুঞ্জিভুত হয়েছিল, তখন সে বিরক্তির সঙ্গে বলল, তোমার জন্য যদি তুমি গ্রাহ্য না কর, তোমার পরিবারের জন্য চিন্তা কর। তাদেরও মরতে হবে।

পাষ্টর ইম্ দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। সে আশা করেছিল তাকে মারা হবে, কিন্তু তার পরিবারের প্রতি কি ঘটবে তা বিবেচনা করেনি। তবু তাকে কি পছন্দ করতে হবে জেনে, সে শান্তভাবে কমিউনিস্ট অফিসারকে উত্তর দিয়েছিল, "আমার স্ত্রী ও শিশু সন্তানেরা তোমার বন্দুক দ্বারা নিহত হবে এটা জেনেই আমি এবং তারা বিশ্বস্তভাবে দাড়িয়েছি। তবু আমার প্রভুর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে আমার পরিবারকে বাঁচাতে চাই না।

পাষ্টর ইম্কে একটি অন্ধকার কয়েদখানার সেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে দুই বৎসর ধরে তার সাহস রক্ষা করেছিল এবং বাইবেলের একটা পদ আওড়েছিলেন যা তার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। প্রতিদিন তার আলাদা ছোট যে সেল, অন্যান্যরা শুনত, পাষ্টর ইম্ যোহন ১৩ঃ৭ পদ শান্ত ও ভালবাসার স্বরে মুখস্থ বলছেন যা যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আমি যাহা করিতেছি, তাহা তুমি এক্ষণে জান না, কিন্তু ইহার পরে বুঝিবে"।

এই সাহসী ব্যক্তি (লোক) তার সন্দেহকে পরাস্ত করতে পেরেছিল এবং সম্পুর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেছিল কারণ সে তার ত্রাণকর্তাকে জেনেছিল এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা মনে রেখেছিল।

হুয়েটন কলেজের একজন ভুতপূর্ব প্রেসিডেন্ট, ডঃ ভি রেম ও এণ্ডম্যান ছাত্রদের এই বলে উৎসাহ দিতেন "ঈশ্বর আপনাকে যা আলোয় দেখিয়েছেন তা কখনও অন্ধকারে সন্দেহ করবেন না।" আমরা হয়ত যোহান্নেস মান্তাহরির মত আক্রান্ত অথবা পাষ্টর ইমের মত কারাগারে বন্দী না থাকতে পারি অথবা অন্য কোন প্রকার অন্ধকার বিপদ, তাড়না যা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে ঝাপসা করে দিতে পারে এবং আমাদের মনে সন্দেহ ঢুকায়। "তিনি (ঈশ্বর) সত্যিই কি আমাদের ভালবাসেন অথবা যত্ন নেন"। এজন্য আমরা নিশ্চয় তাঁর প্রতিজ্ঞার মহড়া দিব এবং আমাদের জন্য তার শক্তিশালী কাজ সমুহ স্মরণ করব "আলোতেই"। সাধারণভাবে ঘটবে আমরা যদি "তার উপস্থিতি অভ্যাস করা শিখি" ।

"ঈশ্বর আপনাকে যা আলোয় দেখিয়েছেন তা কখনও অন্ধকারে সন্দেহ করবেন না।"

ঈশ্বরের উপস্থিতি অভ্যাস করা শিক্ষা করা

ব্রাদার লরেন্স একজন সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ন্যাসী। "ঈশ্বরের উপস্থিতি অভ্যাস করা" এই অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য আমরা তার কাছে ঋণী। এটি প্রার্থনার উপর সর্ব্বজন স্বীকৃত তার বই এর নাম। যখন নিকোলাস হারমেন ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিল, তার কোন ধারণা ছিলনা তার জীবন কিভাবে শেষ হবে। ইউরোপে আর্মিতে এক বৎসর কাজ করার পর তিনি কারমিলাইট সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ধ্যান ও প্রার্থনা শৃঙ্খলার জীবন যাপনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং নাম ইতিহাস যা মনে করা হত তার সঙ্গে সংযুক্ত।

কারণ ব্রাঃ লরেন্স এর প্রার্থনা সাধারণের চেয়ে বেশী এবং দিনের বিভিন্ন সময়ে বলা হতো। এটি চ্যাপেলে একটি ক্রুশের সামনে হাঁটু গাড়া অবস্থায় করা হত। এটি চিরাচরিত প্রার্থনার চেয়ে বেশী ছিল।

এটা ছিল মঠের রান্নাঘরের ময়লা মেঝে হাঁটু গাড়া। সেখানে সে ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুর মত কথা বলত; যখন সে তার প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে মেঝ ধুতো এবং আলু ছিলত।

বাগানের আগাছা পরিষ্কার করার সময় সে তার স্বর্গস্থ পিতার সঙ্গে কথা বলতেন। *ঈশ্বরের উপস্থিতি অভ্যাস করতে,* তার জীবনের অবাঞ্ছিত বিষয়গুলো আগাছার মত টেনে তুলতে হবে। ব্রাঃ লরেন্স লিখেছেন, "এই পৃথিবীতে এক প্রকারের জীবন আছে যা ঈশ্বরের সঙ্গে ক্রমাগত কথোপকথন করা। এটা যারা অভ্যাস করে ও যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারাই শুধু উপলব্ধি করতে পারে।

পৃথিবীতে এই ধরণের জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন বেশী মধুর ও আনন্দপূর্ণ হতে পারে না। এটা বড় অলীক বিশ্বাস, যদি মনে করা হয় আমাদের প্রার্থনার সময়, অন্যান্য সময় থেকে পৃথক হওয়া উচিত। যেমন প্রার্থনার সময়ে তেমন কাজের সময়ে, কাজের দ্বারা, প্রার্থনার দ্বারা আমাদের কঠোরভাবে বাধ্য করা- ঈশ্বরের সঙ্গে লেগে থাকা।

তার দিক নির্দেশনা হচ্ছে, যখন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ করি, ক্রমাগত তাঁর সঙ্গে কথা বলি তাঁর স্বরশুনি, এবং তাঁর কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখি, তাহলে আমরা সেই সমস্ত বিপদের জন্য প্রস্তুত হই, যা নিশ্চয় আসবে। আমরা যদি আমাদের দৈনিক কাজের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি, তাহলে চাপের মুখে ও অন্ধকারে তাঁর উপর নির্ভর করব।

যারা বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস দেখিয়েছেন, তারা সকলে ব্রাদার লরেন্স এর বই পড়ার সুযোগ পাননি। তবুও তারা ঈশ্বরের গোপনীয়তা আবিষ্কার করেছেন। প্রভুর প্রতি বিবেকবান নির্ভরতা বজায় রেখে তারা প্রমাণ করেছেন যে, প্রেরিত পৌলের আদেশ "অবিরত প্রার্থনা করা" (১ম থিষলনীকীয় ৫ঃ১৭ পদ)। তা পালন করা সম্ভব।

যখন কোন ব্যক্তি সব সময়ের জন্য ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে স্মরণ করতে পারে, তবে সে পুরুষ বা স্ত্রীলোক হোক যে কোন ঘটনায় সে নির্ভরতা অর্জন করে। অথবা যখন একব্যক্তি আনন্দের সহিত লক্ষ্য করেন, "এমন কিছুই নাই যা আমি ও প্রভু (খ্রীষ্ট) একত্রে মোকাবেলা করতে পারি না"। সেই সময়ের জন্য, যখন মাস শেষ হতে না হতে ১ মাসের মাইনে খরচ হয়ে যায়। যখন কাজ নিয়ে বিরোধ বাধে, যখন "টিন এজ" ছেলে-মেয়েদের অন্তরে দুঃখ আনে যা আপনাকে আপনার প্রার্থনাতে বিরুক্তি আনে, যখন আপনার সহকর্মীরা, আপনি ঠিক কাজ করলেও আপনাকে উপহাস করে।

এই সব উদাহরণগুলি কি আপনার কাছে পরিচিত মনে হয়, আপনার জীবনে ঘটে? ঈশ্বরের উপস্থিতি অভ্যাস করার জন্য আপনি কি করবেন?

মার্গারেট পাওয়ারস এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঈশ্বরের খুব নিকটে থাকলে কোন ব্যক্তির বিপদ বা দুঃখ কষ্ট নিরোধ করতে পারে না। তবু এই সত্যকে আলিঙ্গন করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন যে, এই রকম সময় যদি আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি, আমরা হতাশ হই না। মিসেস পাওয়ারস শিল্পনৈপুন্যের শব্দের কারিগর, যিনি শক্তিশালী পদ্যের রচিয়তা, "বালিতে পদক্ষেপের ছাপ"। এর মধ্যে তিনি একজন মানুষের স্বপ্নে কথা লিখেছেন যিনি প্রভুর যীশুর সঙ্গে সঙ্গে পাশা পাশি একটা সমুদ্রতীরে হাঁটছিলেন। পাশাপাশি পায়ের ছাপ বাস্তব নিশ্চয়তা প্রমাণ করেছিল। তার জীবনের সবচেয়ে অসুবিধার সময়ে সেই পায়ের ছাপ লক্ষ্য করছিল। কিন্তু মানুষটি কেবল মাত্র ১ জোড়া পায়ের ছাপ লক্ষ্য করল। কিন্তু পদ্যে যা নির্দেশ দিচ্ছে, মানুষটা আশ্চর্য হয়েছিল এই ভেবে, যে প্রভু তাকে সেই সময়ে পরিত্যাগ করেছেন, কোন কিছু সত্য থেকে দূরে ছিল না। বরং প্রভু যীশু তাকে তুলে বহন করছিলেন।

মার্গারেট পাওয়ারস ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝির দিকে কেবল মাত্র এই উদ্দীপ্ত শব্দ লিখেননি কিন্তু এইরূপ জীবন যাপন করেছিলেন। যখন তিনি ও তার স্বামী তাদের বাড়ী থেকে বৃটিশ কলোম্বিয়া যাবার পথে এই পদ্য এবং আরও শয়ে শয়ে পদ্য চুরি হয়ে যায়। দুইদশক ধরে, "বালিতে পায়ের ছাপ" পোষ্টারে, অভিনন্দন কার্ড এবং বুকমার্কে প্রকাশ হয়েছিল, নাম হীন এর প্রতীক রূপে। দশ হাজার ডলারের রয়ালিটি যা লেখিকার সত্যিকারের পাওনা ছিল, কখনও দেওয়া হয় নি, এদিকে কার্ড কোম্পানী এবং প্রকাশকরা তার কাজের উপর ছোটখাট ঐশ্বর্য্য গড়ে তুলেছিল।

মার্গারেট অনেক বৎসর ধরে বৃথা ঐ পদ্যের মালিকানা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। সে বুঝেছিল লোকদের উৎসাহিত করার জন্য ঈশ্বর ঐ সব শব্দ দিয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি অনুভব করেছিলেন তিনি (ঈশ্বর) তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি কোথায় যখন তাঁকে তার প্রয়োজন? কোথায় তার সত্যতা (যথার্থতা),- সেখানে তাঁর শিরোনাম? যা কিছু তিনি করতে পারেন তার কারণের জন্য তাঁর (যীশুর কাছে) প্রার্থনায় বিনতি করা এবং তাঁর বাহুতে বিশ্রাম নেওয়া। এই কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যদিও মূল্যটা খুব বেশী, প্রভু যীশুর উপর এই ভীষণ অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা নিশ্চয়তার যোগ্য। যখন মার্গারেট ক্রমে ক্রমে পদ্যের উৎপত্তির বিষয় বুঝেছিলেন, পিতার বাহুতে যে নির্শ্চয়তা তিনি আবিস্কার করেছেন তা তার ক্ষতিপূরণের তুলনায় অনেক বেশী।

রাজা দায়ূদের ডায়রীর একটা পাতা

রাজা দায়ূদের জীবনে অনেকবার, যখন তিনি যিহুদী দেশের প্রান্তরে বালির মধ্যে হাঁটতেন, তিনি কেবল মাত্র এক জোড়া পায়ের ছাপ দেখতেন। দায়ুদ জানতেন জীবনে হতাশা থাকলে তার অনুভূতি কি হয়। তিনি গীতসংহিতা ২২ অধ্যায় এইরূপ একটি অবস্থায়

লিখেছিলেন। এই নৃশংস অকপট (খোলামেলা) দায়ূদের বিবরণের পাতা এইভাবে শুরু হয়েছে, "ঈশ্বর আমার ঈশ্বর আমার কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ"?

তার জীবনের ভয়ে পালিয়ে বেড়ানোর সময়, দায়ূদ নিজেকে খাঁচামুক্ত একটা ক্যানারী পাখি যার উপর রাজা বিড়াল ঝাঁপিয়ে পড়তে চাচ্ছে এমনভাবে নিজেকে আবিস্কার করলেন। যখন দায়ূদ শৌলের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, দৃশ্যতঃ ঈশ্বর তার সাথে উপস্থিত ছিলেন না এই ভেবে। তার সমস্ত জীবনব্যাপী প্রভুর সহচার্য পেয়েছিলেন, কিন্তু এই সময়ে না। তিনি সাহায্যহীন, আশাহত এবং পরিত্যক্ত বলে নিজেকে অনুভব করতেন। তিনি এই বলে ঘোষনা করেছিলেন "ঈশ্বর তুমি আমার রক্ষা হইতে ও আমার আর্তনাদের উক্তি হইতে কেন এতদুরে থাক?"।

কে দায়ূদের মত অনুভব করেন না? "প্রার্থনা করার প্রয়োজনীয়তা কি", তিনি (দায়ূদ) আশ্চর্য হয়েছিলেন। "আমি এত একাকী। কেউ যে আমার কথা শুনছে, এমন কোন লক্ষণ নাই; তবে যে পর্যন্ত না ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেন, সে পর্যন্ত কেউ কিছু করতে পারে না।" আপনি কখন কি এভাবে ভেবেছেন? যোহান্নেস মান্তাহারী এরকম বলে জানতেন, সেটা কি রকম। মার্গারেট পাওয়ারস ও জানতেন, "হে আমার ঈশ্বর, আমি দিবসে আহবান করি, কিন্তু তুমি উত্তর দেও না" (গীতসংহিতা ২২ঃ২ পদ)।

এই গীতিসংহিতা ২২ অধ্যায়ের আশ্চর্য দিকটা হল, দায়ূদ ক্রমাগত ঈশ্বরের উপর তার নির্ভরতা প্রকাশ করেছেন, যদিও তিনি মনে করেননি যে ঈশ্বরকে যে কোন জায়গায় পাওয়া যাবে। দায়ূদ নিজেকে পরিত্যক্ত অনুভব করেছিলেন, তবুও তিনি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। তার অকপট অভিযোগের কথাগুলি ঈশ্বর-নিন্দা বা রাগ মিশানো ছিল না। যদিও কথাগুলি তার হতাশার হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতকতা

করেছিল, তবুও সেইসব প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের নির্দেশনার মধ্যে।

আমরা গীতসংহিতা ২২ অধ্যায়ের বাকী অংশ যখন পড়ি, সেখানে আমরা দায়ূদের প্রত্যাশার একটা পরিবর্তন খুঁজে পাই।

তার লেখার শুরু থেকে মাঝামাঝি জায়গায় তিনি বুঝেছিলেন তার কারণ হচ্ছে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা, দমন করা এবং তাকে উদ্ধার করার জন্য বিশ্বাস করা যায়। কারণ দায়ূদ, বালিতে ১ জোড়া পায়ের ছাপ দেখে মার্গারেট পাওয়ারের মত ভেবেছিল।

উৎসুকভাবে, আমরা যখন "মৃত্যু ছায়া" উপত্যকা দিয়ে গমন করছি আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি মনে রাখতে হবে, এবং আমরা গীতসংহিতা ২৩ অধ্যায় খুলি। কিন্তু গীতসংহিতা যা ঠিক এর পূর্ববর্তী এটা কি একই ধরণের উৎসাহব্যঞ্জক এবং সম্ভবতঃ আরও বেশী সাধুতা যার সাথে আমরা ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে পড়ি। গীতসংহিতা ২২ অধ্যায় দূর্বল চিত্তের লোকদের আশা দেয়। আরও বেশী আশা দেয় যারা ঠিক আমাদের মত তাদের অন্তরে একতরফা দৃষ্টি দেয়, এবং এটা সব সময় ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেয়, বিশেষ করে যখন আমরা নিজেদের ঈশ্বরের বলে মনে করি না অথবা যখন আমরা অনুভব করি ঈশ্বর যেন আমাদের যত্ন নিচ্ছেন না।

ঈশ্বরের উপস্থিতি অভ্যাস করার সৌন্দর্য মণ্ডিত সহজ প্রার্থনার সংজ্ঞা যা এটি সংগঠিত করতে সাহায্য করে। যখন আমরা বাসে করে কাজ করতে যাই অথবা সাইকেলে স্কুলে যাই অথবা রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরী করি, তখন যদি আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলি, তখন আমাদের ঠিক জায়গায় ঠিক কথা বলে প্রার্থনা করার প্রয়োজন পড়ে না। এটি জ্ঞান সম্পন্ন কার্যক্রম থেকে

ঈশ্বরের উপস্থিতি অভ্যাস করার সৌন্দর্য মণ্ডিত সহজ প্রার্থনার সংজ্ঞা যা এটি সংগঠিত করতে সাহায্য করে।

আরও বেশী জীবন ভিত্তিক। এবং যদি, সেই চলতি বাক্যে অথবা চিন্তায় ঈশ্বরের সহিত সংযোগ, ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করে, আমরা জানি, আমরা স্বচ্ছভাবে ঈশ্বরের প্রতি খোলামেলা হই তখন তাৎক্ষণিকভাবে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারি আমরা কি বিশ্বাস করব বা অবিশ্বাস করব সেইসব চিন্তা আমাদের মাথায় আসে।

"পায়ের ছাপ" এর, একই সুরে বাঁধা রেগসিমাকের কম পরিচিত পদ্য। এই পদ্য ঈশ্বরের অনন্তকালীন বাহু যা পাঠককে আস্থাশীল (আত্মবিশ্বাসী) করে যখন কঠিন সমস্যায় আক্রান্ত হন অথবা নিরাশার সমুদ্রে ডুবে যেতে থাকেন। তাঁর উপর নির্ভরতার স্বীকৃতি স্বরূপ এটা একটা আহবান।

প্রিয় পিতঃ (বাবা) সমুদ্রের শক্তিতে আমাদের ধৌত করেন
শান্তির অনুভুতিতে আমাকে প্লাবিত করেন, যা কেবলমাত্র আপনার কাছ
থেকে আসে যখন ভয়াবহ অবস্থা আমাকে নীচে টেনে মাটিতে চুষে
নিতে চায়,
আপনি কি আপনার শক্তিশালী ঢেউ দিয়ে আমাকে সমুদ্র তীরে
পৌঁছে দিবেন যেখানে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ? এবং তারপর,
যেমন আপনি পূর্বে একবার করেছিলেন দয়া করে আরও একবার
করুন। আপনি কি, আমরা যখন বালির উপরে হেঁটে যাই, আপনার
বাহুতে তুলে আমাকে বহন করবেন?

একটি কৃষ্টি বিরোধী ধারণা

কারও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা প্রকাশ করাই বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের চিহ্ন। এজন্য যে অবস্থার প্রয়োজন, তা আমাদের কৃষ্টিতে সম্মানিত হয় না। কারও যে কোন কিছুর উপর নির্ভরতার স্বীকৃতি সাধারণতঃ দূর্বলতা বলে দেখা হয়। শক্তির অভাবকে গ্রহণ করা অথবা শারীরিক অথবা আবেগের অভাব স্বীকার করা, ভ্রুকুটি দেখানোর

কারণ হয়। মানুষ তার ত্রুটিকে ঢাকার জন্য বৎসরে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে প্রসাধনী কিনে। তারা নিজেরা যা তার চেয়ে বেশী প্রকাশ করার জন্য কাপড়ের নকশাবিদের পিছনে খরচ করে যেন কাপড়ের জৌলুশ দিয়ে অন্যদের কাছে নিজেরা আকর্ষিত হয়। এতে তারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

ইংল্যান্ডের উপর রাজনৈতিক নির্ভরতার দ্বারা সৃষ্ট বিদ্রোহ থেকে আমেরিকার জন্ম হয়েছে। একটি সাবধানে লিখিত স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত সনদ আমেরিকার সামরিক বিজয়কে গালাবদ্ধ করেছিল। এটা কেবল নতুন জাতির জন্য রাজনৈতিক সুর স্থাপন করেনি, স্বাধীনতার ঘোষণা একটা কৃষ্টির আবহাওয়ায় উচ্চস্বরে ঘোষনা দিয়েছিল যা নিজেকে তৈরী করার ব্যক্তিবর্গকে উৎপাদন করেছিল। এটা ছিল একতরফা সফলতা। স্বাধীনতার এইরূপ পরিস্থিতিতে একজনের বা অন্যান্যদের প্রয়োজনীতা অথবা যে কোন প্রকার প্রয়োজনীতা গ্রহণের অনীহা গড়ে উঠেছিল।

শলোমনকে তার বাবা রাজা দায়ুদ সব সময় যা শিখাতে চেষ্টা করেছিলেন তা সে গ্রহণ করেনি। এই পুত্র সেই মহিলার যার দায়ুদের একটা অবৈধ ঘটনার পর বিয়ে হয়। শলোমনের শত শত পত্নী ও উপপত্নী ছিল। শলোমন উপদেশক পুস্তকে তার বিগত জীবনের সবকিছু স্বীকার করেছে। তবু জ্ঞানী ও ধনী রাজা শলোমন, ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তার স্বীকারের গুরুত্ব তার বাবা দায়ুদের কাছ থেকে শিখেছিল।

হিতোপদেশ ৩ঃ ৫-৬ পদে শলোমন, কেবল মাত্র চলতি সংযোগের মূল্য যা তিনি দায়ুদ ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, লিপিবদ্ধ করেন নি, বরং তিনি একজনের ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা স্বীকার করার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর; তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিওনা;

তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর; তাহাতে তিনি তোমার সমস্ত পথ সরল করিবেন।"

যদি শলোমন কেবল তার নিজের উপদেশ সম্বন্ধে সাবধান হত তাহলে জীবনের শেষে যে তার আক্ষেপের তালিকা অনেক কমে যেত এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজা যিনি প্রভুর (ঈশ্বরের) কাছে জ্ঞান চেয়ে পেয়েছিলেন, তার দৈনিক অনুসরণে হিতোপদেশের শক্তি একভুত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই কারণে আমরা শলোমনকে বীরোচিত বিশ্বাসীর আদর্শ হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করতে রাজী না। যারা এই উপাধির জন্য যোগ্য, যা সত্য তা তারা তাদের ভিতর আসা বাইরে যাওয়ার মধ্যে একীভুত করেছেন। যেমন টড বীমার।

৯৩ সালের বিমান ভ্রমণে বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস

১১ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে টড বীমারের নাম ব্যাপকভাবে জানা ছিল না। এই কুখ্যাত তারিখ থেকে তার নাম বীরত্ব ও বিশ্বাসের **সমনামিক** (সমর্থক) হয়েছে। তার জীবনের শেষ মূহুর্তে, ৩২ বৎসর বয়স্ক আমেরিকান ব্যবসায়ী ঈশ্বরের উপর নির্ভরতাকে স্বীকৃতি দেখিয়েছিল, টড বীমারের কাছে তাঁকে (ঈশ্বরকে) প্রার্থনায় ডাকা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিবার মত স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল। নিয়ম মাফিক নিরাপত্তা প্রদর্শন ও আসন চেক করার পর, ইউনাইটেড ফ্লাইট' ৯৩ নিউওয়ার্কের রানওয়ের উপর দ্রুত চাকার সাহায্যে চলার পর উড়েছিল। ফ্লাইট' ৯৩ ক্লীভল্যাণ্ডের আকাশ সীমানার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, বোয়িং'৭৫৭ সোজাসুজি বাঁদিকে ঘুরে দক্ষিণ দিকে উড়ে যাচ্ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে টড এবং অন্যরা বুঝতে পেরেছিল সাংঘাতিক ভাবে কিছু ভুল হয়েছে। ৪ জন সন্ত্রাসী জোরপূর্বক প্লেনটা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে; পাইলট এবং সহযোগী পাইলটকে হত্যা করেছে। যতটা মনে করা যায় "সন্ত্রাসীগণ ইউনাইটেড ফ্লাইট'৯৩ এ নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং হোয়াই হাউজ বা অন্য কোন লক্ষ্যবস্তুকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে ফেলার পরিকল্পনা

নিয়েছে। ইতিমধ্যে নিউইর্য়কে এর ওয়ার্ল্ড-ট্রেড সেন্টারের দুটি টাওয়ারে ও পেন্টাগনে আক্রমণ করার পর কর্মকর্তাগণ খুব সাবধান ছিল। নাটকীয়ভাবে দিক পরিবর্তন করে পেনসিলভেনিয়ার দিকে উড়ে গিয়েছিল।

সবচেয়ে বেশী খারাপের চিন্তা ক'রে, কয়েকজন যাত্রী তাদের নিজের নিজের মোবাইল ব্যবহার করে তাদের প্রিয়জনকে শেষ বিদায় জানিয়েছিল।

টড ট্রে টেবিলে রাখা তার ফোন ব্যবহার করেছিলেন। যেহেতু তিনি তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী লিসার সঙ্গে সংযোগ পান নি, GTE Airforc এর সদর দপ্তরে একজন অপারেটরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। তিনি যখন প্লেনে কি ঘটছে তার বিশদ শিহরণ মূলক বর্ণনা দিচ্ছিলেন, যখন অপারেটর পরিবর্তন করে টডকে একজন GTE সুপার ভাইজারকে দিয়েছিলেন।

টড ফোনের অন্যপ্রান্তে একজন মহিলাকে একটি খবর, যদি তিনি বেঁচে না থাকেন, তার স্ত্রীকে দিবার জন্য বলেছিল। মহিলাটি খবরটি ব্যক্তিগতভাবে লিসাকে পৌঁছে দিবার বিষয় প্রতিজ্ঞা করেছিল। তারপর আশ্চর্যভাবে সব শান্ত হয়েছিল, যদিও তিনি জানতেন নিশ্চিত মৃত্যু আসছে। টড সুপারভাইজারকে তার সঙ্গে প্রভুর প্রার্থনা করতে বললেন। সে রাজী হয়েছিলেন। এটা টডের জীবন, তার পরিবার এবং এই মারাত্মক ঘটনাবলী মাঝে নিজেকে ঈশ্বরের হাতে তুলে দেওয়ার একটি উপায় ছিল। এর মাধ্যমে টড স্বর্গস্থ পিতার হাতে নিজেকে খুজে পেয়েছিল।

যীশুর অনুসারী হিসাবে তার অপরাধীদের ক্ষমা করার এটিই ছিল শেষ ব্যবস্থা। প্রার্থনার উপসংহার হিসাবে, "কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার" আমেন, লাইন থেমে যাবার ঠিক পূর্বে,

সুপারভাইজার শুনেছিল, টড স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ করছে, "যীশু, আমাকে সাহায্য করেন" তারপর সে (টড) তার সহযাত্রীদের দিকে ঘুরলো যাদের সঙ্গে সে প্লেনে ঢুকেছিল, যে প্লেনটা সন্ত্রাসীরা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল। টড বীমায়ের কবরের উপরে এই কথাগুলি লেখা হয়েছিল, "আপনি কি প্রস্তুত? আসুন গড়িয়ে পড়ি।"

যেহেতু টড বীমারসহ অন্যান্যরা বাঁধা দিয়েছিল, আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য কোন প্রতীক ধ্বংস প্রাপ্ত হতে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। ইউনাইটেড ফ্লাইট'৯৩ পেনসিলভেনিয়ার গ্রামাঞ্চলে বিধ্বস্ত হয়েছিল, কেউ মাটিতে না, সকলে প্লেনের মধ্যে, মারা গিয়েছিল।

টডের যীশুর কাছে কঠিন অঙ্গীকার কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি। যখন মৃত্যু তাকে অন্ধ করেছিল এবং তার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল, এই যুবক বিশ্বাসী কুণ্ঠিত হননি। এর কারণ খুব স্পষ্ট। প্রত্যেক দিন তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতেন। তিনি প্রতিদিন প্রার্থনা করে আরম্ভ করতেন এবং তার দুই ছোট ছেলের সঙ্গে প্রার্থনা করতেন। তিনি একটা পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন, যেখানে প্রার্থনা শিখান হতো এবং অভ্যাসে পরিণত হত। টড তার বাবা-মার ঈশ্বরের প্রতি তীব্রভাবে অনুরক্ত হয়েছিল। যখন টড শিশু ছিল এবং টলতে টলতে হাঁটত তখন তার মা তাকে প্রভুর প্রার্থনা শিখিয়েছিল আর সেই প্রার্থনাই তিনি ফ্লাইট' ৯৩ এ শেষ বারের মত করেছিলেন।

জীবনের প্রারম্ভে টড তার বাবা-মার বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল। একজন যুবক স্বামী ও বাবা হিসাবে তিনি ব্যবহারিকভাবে তার বিশ্বাসে জীবন যাপন করেছিল। তার মৃত্যুর সময় টড এবং তার স্ত্রী লিসা একটি পারিবারিক বাইবেল পাঠ চক্রের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। অনুমান করুন এই দল কি শিক্ষা করছিল? তারা বিভিন্ন সুসমাচারের মধ্যে প্রভুর প্রার্থনার বিষয় অনুসন্ধান করেছিল এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনে সেসবের প্রয়োগের চেষ্টা করছিল। এটা এমন ঘটেছিল যে, টড প্রতিদিন যেভাবে

বসে প্রভুর প্রার্থনা করতেন সেই ভাবেই শেষবারের মত তিনি সম্পূর্ণভাবে শেষ করেছিলেন।

টড বীমার খ্রীষ্টে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাঁকে মারা হয়নি। এবং "নির্বাচিত চার্চের" প্রতিনিধি হিসাবে তিনি নিজেকে যোগ্য বলে মনে করেননি। কিন্তু তবুও তিনি ঈশ্বর নির্ভর একজন শক্তিশালী উদাহরণ হয়ে দাড়িয়ে আছেন। আমাদের বিশ্বাসের জন্য আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করি আর না করি, ঈশ্বর চান আমাদের সিদ্ধান্তে, আমাদের পারিবারিক কাজে এবং আমাদের ভবিষৎ সম্বন্ধে যেন আমরা তার উপর নির্ভর করি।

আমেরিকার সকল প্রকার কারেন্সি নোটের উপর এই ছাপা আছে, "ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি"। এটা একটি সুন্দর হৃদয়ের অনুভূতি, কিন্তু আমরা কি বিশ্বাস করি? অথবা আমাদের বিশ্বাস কি মুদ্রা বা নোটে, যার উপর কথাটি লেখা আছে?

মি লিং যুবতী ছিলেন এবং তার খ্রীষ্টিয়ান কার্যকলাপের জন্য কমিউনিস্ট চীনে তাকে ধরা হয়েছিল। তাকে জেরা করার সময় পুলিশ তার উপর অত্যাচার করেছিল যেন গোপন মণ্ডলীতে তার বন্ধুদের প্রতি সে বিশ্বাস ঘাতকতা করে।

প্রথমে মি লিং খুব ভয় পেয়েছিল এবং সে আশ্চর্য হয়েছিল এই কথা চিন্তা করে যে, এই সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে ঈশ্বর তার জন্য কি রেখেছেন। কিন্তু তারপর তার পালকের শিক্ষা সে মনে করেছিল যিনি বলেছিলেন, "সত্যিকারে কষ্ট এক মিনিট থাকে, তারপর আমরা আমাদের দারুন ত্রাণকর্তার সঙ্গে অনন্তকাল থাকি"। তিনি জানতেন তিনি জীবনে বা মৃত্যুতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে পারেন।

তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কেন তাকে জেলখানায় বন্দী করা হয়েছিল বা তার উপর অত্যাচার করা হয়েছিল, দিশেহারা হবার থেকে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করেছিল। মি লিং উত্তর দিয়েছিল, যখন আমি আমার চোখ বন্ধ করেছিলাম আমি লোকদের রাগান্বিত মুখ দেখতে পাইনি অথবা যে সব যন্ত্রপাতি দিয়ে আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল তা দেখতে পাইনি। আমার প্রতি খ্রীষ্টের যে প্রতিজ্ঞা আমি তা বার বার নিজে নিজে বলেছিলাম, "ধন্য যারা নির্মলান্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে (মথি ৫ঃ৮ পদ)। আমি আরও দেখেছি যখন আমার অন্তঃকরণকে মানুষের ভয় থেকে পৃথক রেখেছি, আমি সত্যিকারভাবে ঈশ্বরকে দেখতে শিখেছি। আমি সেই সকলের কাছ থেকে সাহস পাই, যারা আমার আগে চলে গেছেন এবং সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঈশ্বরের উপরে দৃষ্টি রেখেছেন। যখন কর্মচারীগণ আমার আত্মরক্ষার উপায় (চোখ বন্ধ করে রাখা) জেনেছিল, তখন তারা টেপ দিয়ে আমার চোখের পাতা খুলে রেখেছিল। কিন্তু এটা বড্ড দেরীতে কারণ আমার দৃষ্টি নিরাপদ ছিল"।

আমি আরও দেখেছি যখন আমার অন্ত করণকে মানুষের ভয় থেকে পৃথক রেখেছি, আমি সত্যিকার ভাবে ঈশ্বরকে দেখতে শিখেছি।

মি লিং এই পৃথিবীতে স্বাধীন, তার ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা তিনি ঘোষনা করেছিলেন।

আপনার নিজস্ব নির্ভরতার ঘোষনা লিখুন

- আমাদের নিরূপায় অবস্থাকে তীব্র অনুরাগ সহকারে গ্রহণ করা ঈশ্বরের উপস্থিতির আনন্দের চাবিকাঠি। আপনি সাধারণতঃ যেভাবে প্রার্থনা করেন তার চেয়ে প্রভুকে নম্রতা ও সরলতায় ডাকার বিষয়ে পরীক্ষা করেন।

- আপনার জীবনের কোন সময়ের কথা চিন্তা করেন যখন আপনার মনে হয়েছে "ঈশ্বর আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন" কিন্তু পরে বুঝেছেন তিনি আপনাকে তুলে বহন করেছেন (সমুদ্র তীরে পায়ের ছাপের মত)। সেই অভিজ্ঞতার বিষয় লিখুন। এটা ঈশ্বরের ইচ্ছার কাজে লাগাবার সাক্ষ্য হিসাবে রাখেন যদি কেউ দাবী করে যে ঈশ্বর তাকে পরিত্যাগ করেছেন। তখন তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন।

- সত্যি করে এই প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ আমার নিরাপত্তা কোথায়? কিসের উপর আমরা বিশ্বাস রাখছি? তারপর ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার জবাবের কথা বলেন, তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করার শক্তি তাঁর নিকট যাচঞা করুন।

- যোহান্নেস মান্তাহারি এবং টড বীমারের জীবনে যেমন দেখা গিয়েছিল সেই রকম ক্রমাগত প্রার্থনার নকশার বিষয়ে চিন্তা করেন। ঈশ্বরের উপস্থিতি অভ্যাস করার জন্য আপনি কাজের সময়, স্কুলে, ঘরে, গাড়ীতে ও যে কোন জায়গায় কি করতে পারেন?

- মি লিং শিখেছিলেন ঈশ্বরকে কিভাবে দেখা যায়, এমন কি অত্যন্ত কষ্টের মধ্যেও। কয়েক মিনিট সময় নিন, আপনার চোখ বন্ধ করুন এবং অর্ন্তদৃষ্টিতে আপনার "নিপীড়কদের", তাদের সহযোগীদের, প্রতিবেশীদের এবং অন্যদের দেখুন যারা আপনার বিশ্বাস অথবা খ্রীষ্টিয়ান হওয়া পছন্দ করে না। যখন প্রত্যেক মুখ আপনার মনে আসে, ঈশ্বরের মুর্তি তাদের মধ্যে দেখার চেষ্টা করেন এবং ঈশ্বরকে বলুন তাঁর জন্য তাদের ভালবাসতে সাহায্য করুন।

অধ্যায়- ৩

ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ভালবাসা

সত্যের বই পোকা

এটি পৃথক করতে বাধ্য।
ঈশ্বরের বাক্য সংরক্ষণ করা হয়েছে
যারা এর কর্তৃত্বের কাছে নত
হয়েছে তাদের রক্ষা করার জন্য।
বীরেরা জীবন্ত সত্যের পাতা দ্বারা পরিপুষ্ট হচ্ছে।
বই এর পোকার মত
তারা ভক্ষণ ও হজম করে
যা অন্যরা অপছন্দ করে
এবং যদিও এটা সময় সময় শক্ত,
তারা চিন্তা করে এবং তারপর ঈশ্বর তাদের
জীবনে কি বলেছেন তা সর্ম্পকের সাথে মিলায়।

-গ্রেগ আসিমাকৌপৌলুস

আমরা যেমন দেখেছি, যারা চূড়ান্ত বিশ্বাসের মধ্যে বাস করে নিজেদের পৃথক করেছে, তারা এই অস্থায়ী জীবনের প্রতি মনোযোগী, তারা প্রভুর প্রতি স্থির নির্ভরতায় বাস করতে শিখেছে। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং সত্যের মাধ্যম হবার জন্য শ্রদ্ধাশীল হবার চেষ্টা দ্বারা তাদের শনাক্ত করা যাবে।

সন্ত্রাসীরা আমেরিকা আক্রমনের ৬ সপ্তাহ পরে মুসলিম সন্ত্রাসীরা পাকিস্তানের ভাওয়ালপুরের একটি চার্চের উপাসনায় বাঁধা দিয়েছিল। তিনজন বন্দুকধারী চার্চের পিছন দিয়ে ঢুকেছিল। একজন পুলপিট্ আক্রমন করেছিল এবং পালককে বাইবেল মাটিতে ফেলে দিতে বলে। ইম্মানূয়েল আলআট্টা তার বুকের মধ্যে বাইবেলকে আঁকড়ে ধরে তার পিঠ সন্ত্রাসীর দিকে ঘুরিয়ে বলল, "আমি ফেলব না"। চার্চের উপস্থিত লোকদের আতঙ্কে, যখন ইম্মানূয়েলের স্ত্রী ও সন্তানেরা দেখছিল, সন্ত্রাসী তার পিছনে গুলি করেছিল। কেবল মাত্র পাকিস্তানী পালক সেইদিন ঘটনার শিকার হননি, সন্ত্রাসীরা সেই আক্রমণে আরও কয়েক জনকে মেরে ফেলেছিল। কেউ হয়ত আশ্চর্য হবে, কেন পাষ্টর ইম্মানূয়েল সন্ত্রাসীদের দাবী মেনে নিয়ে তার বাইবেল ফেলে দিল না। মাটিতে বাইবেল ফেলা সম্মানের লঙ্ঘনের দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে কিন্তু সেটা পাপ ছিল না। কিন্তু পাষ্টর ইম্মানূয়েল বুঝেছিলেন এই ধরণের কাজ মৌলবাদী মুসলিম আক্রমণকারীদের কাছে প্রতীক স্বরূপ হবে। মুসলিমরা মনে করে কোরানের যে কোন অসম্মান একটি ঈশ্বর নিন্দার মত। সুতরাং তারা মনে করছিল যদি মাটিতে বাইবেল ফেলা হয় তাহলে সেটা হবে খ্রীষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করার মত। তাদের মতে এই ধরণের কাজ (বাইবেল মাটিতে ফেলা) করার মানে হবে খ্রীষ্টিয়ানগণ যা ঘোষনা যে বাইবেল ঈশ্বরের সত্যতা প্রকাশ করে তার খেলাপ হবে। তাদের মনে এই চিন্তা ছিল।

কোন সন্দেহ নাই পাষ্টর ইম্মানূয়েল বাইবেল ছুড়ে ফেলার আদেশ মেনে নিতে পারতেন এবং পরে সকলকে ব্যাখ্যা দিতে পারতেন যে

মুসলিমগণ কোরানকে যেভাবে দেখে খ্রীষ্টিয়ানগণ বাইবেলকে সেভাবে দেখে না। কিন্তু কে বলতে পারে সন্ত্রসীরা তার কাছ থেকে আরও কিছু চাওয়ার পর তাকে গুলি করত না? মনে করেন তারা তাকে গুলি করত না, কিন্তু যারা পাষ্টর ইম্মানূয়েলকে জানত তারা প্রত্যেকে বিশ্বাস করত যে তিনি বাইবেল ফেলে দিবেন না। তিনি আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেছিল কারণ তিনি চিন্তা করতে পারেন যে পৃথিবীতে তার এই অসম্মান হওয়াটাই তার কাছে মূল্যবান ছিল। তিনি ঈশ্বরের বাক্য যথেষ্ট ভালবাসতেন যা তাকে অনন্তকালীন নিশ্চয়তা দিয়েছিল। তার এই অঙ্গীকার সম্বন্ধে যেন কেউ ভ্রান্ত ধারণা নিতে না পারে ।

আপনি কি মনে করেন, এরূপ অবস্থায় আপনি কি করতেন? আপনি কি বাইবেলের প্রতি ততটা শ্রদ্ধাশীল?

একটি পুরস্কৃত অধিকার (দখল)

বাইবেলের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা আমেরিকায় বিরল যেখানে গড়ে প্রতি ঘরে, কফির টেবিলে, বুক সেলফে এবং রাতের টেবিলে অনেক কপি বাইবেল থাকে। পশ্চিমা বিশ্বাসীগণ বাইবেলকে উপভোগ করে, কুড়ির মত নানা প্রকার, কয়েকটি অনুবাদ, রং ও বাঁধানতে। আমাদের বাইবেল আছে, ছেলে-মেয়েদের জন্য, ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য, টিন-এজদের জন্য, মায়েদের ও বাবাদের জন্য, পাঠকদের জন্য বাইবেল, দৈনিক ধ্যান ধারার জন্য বাইবেল এবং আরও অনেক পছন্দের বাইবেল। বয়োজ্যেষ্ঠ খ্রীষ্টিয়ানগণ অহঙ্কার করে এক ডজন বা তার বেশী সংখ্যার বাইবেলের কথা বলতে পারে। সম্ভবতঃ এই কারণে আমরা বাইবেলকে এত সহজভাবে নিতে পারি। পাকিস্তানের মত একটা দেশে, যেখানে বাইবেল বিরল, খ্রীষ্টিয়ানগণ বাইবেল বহু মূল্যবান সম্পত্তি যত্নের সঙ্গে লালন করেন। কোন কোন দেশের যেখানে বাইবেল নিষিদ্ধ, এর পবিত্রতা অতি উচ্চে, তাদের কাছে যারা এক কপি বাইবেল রক্ষা করার জন্য ধরপাকড় বা আঘাত পাবার ঝুঁকি নিতে চায়,

প্রত্যক কপি মূল্যবান সম্পদ। একজন কোরিয়ান বিশ্বাসী এইভাবে বলতেন, তারা ভিক্ষার পর ভিক্ষা চেয়েছিল একটা বাইবেলের জন্য, কিন্তু আমি তাদের তা দিতে পারিনি। "আমি জানি খ্রীষ্টিয়ানদের বাইবেলের ভাগ দেওয়া উচিত, কিন্তু আমি এটা দিতে পারিনি"। তারপর সে তার হাত খুলেছিল এবং তার মূল্যবান সম্পদ প্রকাশ করেছিল।

"মানুষটি আরও বলেছিল, আমি সত্যি করে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি।" আপনি দেখুন, উত্তর কোরিয়ার লোকেরা আমাকে বলেছিল, তারা একটি বাইবেল পাবার জন্য ৫০ বৎসর প্রার্থনা করেছে। কিন্তু আমি আমার বাইবেলটি দিতে পারিনি কারণ আমি ২০ বৎসর ধরে প্রার্থনা করছি এবং আমি এটি সম্প্রতি একজন দক্ষিণ কোরিয়ার পাষ্টরের কাছ থেকে পেয়েছি। মানুষটি তার বাইবেলটাকে তার বুকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করেছিল। তিনি সম্প্রতি কম্যুনিস্ট জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছে এবং স্বাধীনভাবে দক্ষিণ কোরিয়ায় বাস করছে।

তা সত্ত্বেও এটা সত্য যে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা উত্তর আমেরিকার চেয়ে মুসলিমদেশ সমূহে অথবা প্রাচ্যের নিষিদ্ধ জাতির কাছে বেশী প্রকাশিত হচ্ছে। ভুল বুঝবেন না। পশ্চিমা দেশে অনেকে বাইবেলকে নিষ্টাবান ভাবে গ্রহণ করেছে এবং এর ফলে শহরে, নগরে আকাশচুম্বী গির্জ্জার চূড়া পৃথক করে রেখেছে। অথবা আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ খ্রীষ্ট ধর্মের বিশ্বাস আছে, সেখানে খ্রীষ্টিয়ানগণ বেশী নির্যাতিত হচ্ছে। বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের প্রার্থীগণের সব সময় নাটকীয় জীবন-মৃত্যুর সাক্ষ্য নাই; প্রায় তারা আপনার মত লোক।

বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের প্রার্থীগণের সব সময় নাটকীয় জীবন-মৃত্যুর সাক্ষ্য নাই; প্রায় তারা আপনার মত লোক।

কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য থামুন এবং বিবেচনা করুন, আপনি কি সেই তালিকায় আছেন? আপনি কি বাইবেলকে গুরুত্বপূর্ণভাবে নিয়েছেন?

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভালবাসা

এটি কোন মিল বা সাদৃশ্য না যে, সনাক্তকারী চিহ্ন ঐসব বিশ্বাসীদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ভালবাসা। তারা, যারা স্বর্গের ছাউনি দ্বারা আবৃত আসনের প্রতি সচেতন যা ইব্রীয় ১২ঃ১ পদে চিত্রিত আছে, তাদের মানসিকতা আছে সেই বিশ্বাসীগণের সঙ্গে, যারা দৌড় শেষ করে বসার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু বাক্যের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ঘটনা সম্প্রতি কালের না। বহুপূর্ব থেকে এটি বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের সূচনা করেছে। শত শত বৎসর ধরে বিশ্বাসীগণ বাইবেলের জন্য রক্ত ঝরিয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে।

তিমথী এবং মাওরার বিষয়ে ভাবুন। "তিমথী দয়াকরে তাকে বলুন, মাওরা তার স্বামীকে অনুনয় বিনয় করেছিলেন।" গর্ভণরকে বলুন বাইবেল কোথায় লুকান আছে এবং মুক্ত হন। আমি আর এটা সহ্য করতে পারছিনা। মোরিতানিয়ার অধিবাসী তিমথী ও মাওরা তাদের বন্দী হবার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বিয়ে করেছিল।

তিমথী গর্ভণরের আদেশ অস্বীকার করেছিল এবং মাওরা আতঙ্কের সাথে লক্ষ্য করেছিল, যখন একজন রোমীয় সৈন্য উতপ্ত লোহা দিয়ে তার (তিমথীর) চোখ পুড়িয়েছিল। এখন তিমথীকে উল্টা করে (মাথা উপরে এবং পা নীচে) ঝুলিয়েছিল এবং তার গলায় ভারী ওজন বাঁধা হয়েছিল। যখন তিমথী তার মুখ থেকে গোঁজ খোলার জন্য অপেক্ষা করেছিল, তাকে বন্দী করার জন্য তার মনে যে ভয় ঢুকেছিল তা দূর হয়ে গিয়ে একটি স্বর্গীয় প্রশান্তিতে মন ভরে উঠেছিল।

কিন্তু তারপরও, সৈন্যদের আকাঙ্খা পুরণের জন্য তার বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে এবং চার্চের বাইবেলগুলি কোথায় রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করেনি, বরং তার অল্প বয়স্কা স্ত্রীকে বকুনি দিয়েছিল, "খ্রীষ্টের জন্য তোমার যা ভালবাসা তা ছাড়িয়ে আমার প্রতি তোমার ভালবাসা না আসুক"। সে তাকে প্রভাবিত করেছে। তার স্বামীর সাহস দেখে মাওরা নিজে উজ্জ্বল জোরদার হয়েছিল। তিমথীর অস্বীকার এবং মাওরার সত্য প্রাপ্ত সাহসের জন্য রেগে গিয়ে গর্ভনর আরিয়ানাস রোম সাম্রাজ্যের আরও কঠিন অত্যাচারের শাস্তি তাদের দিয়েছিল। কিন্তু তারা ভেঙ্গে পরে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে তাদের পাশাপাশি ক্রুশে টাঙ্গানো হয়েছিল।

কয়েক শতাব্দী পরে, ১৫১৯ সালে ছয় জন পুরুষ ও একজন বিধবাকে আদালতে দাঁড় করানো হয়েছিল, চার্চের বিরুদ্ধে চরম অভিযোগ আনা হয়েছিল। তাদের দোষ, তারা তাদের সন্তানদের ইংরেজিতে প্রভুর প্রার্থনা ও দশ আজ্ঞা শিক্ষা দিয়েছিল। সেই সময়ে ইংল্যান্ডে, বাইবেলের শিক্ষার জন্য কেবল মাত্র ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার করা হত; তবুও সাধারণ লোকে ইংরেজী ভাষা বলত। বিশ্বাসীগণ কদাচিৎ বাইবেলের অংশগুলি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করতেন, এবং অনুবাদগুলি সাবধানে বাড়ী থেকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু এই বিশ্বাসীগণ ধরা পড়েছিল এবং দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এবং খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারার শাস্তি পেয়েছিল।

বিচার কাজের শেষে বিধবাকে ক্ষমা করা হয়েছিল এবং মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কেউ প্রতিবাদ করেনি কারণ তিনি একা ছিলেন এবং তার বাড়ীতে ছোট ছেলে-মেয়েরা ছিল।

যখন প্রহরী তাকে হাঁটিয়ে তার বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছিল, প্রহরী তার কোটের হাতায় খস্ খস্ শব্দ শুনেছিল। সে (প্রহরী) তার কোট থেকে ইংরেজি অনুবাদগুলি টেনে বার করেছিল। এগুলি সেই কাগজ-পত্র যার

জন্য বিশ্বাসীগণ তাদের সন্তানদের শিক্ষা দিবার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। যদিও স্ত্রীলোকটি সেই যাত্রায় মৃত্যুর সাজা থেকে রেহাই পেয়েছিল, তিনি অনুবাদগুলি দিতে অস্বীকার করেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তার ছেলে-মেয়েদের ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা জানার জন্য এগুলো প্রয়োজন আছে। অল্প সময় পরে ছয় জন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোককে কাঠের খুঁটির সঙ্গে ভালভাবে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

কয়েক বৎসর পর, ইংল্যান্ডে, উইলিয়াম টিন্‌ডেল একজন জ্ঞানী ধর্মতত্ত্ববিদ এর সঙ্গে উত্তপ্ত আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। জ্ঞানী, ধর্মে ডক্টরেট প্রাপ্ত ঠাট্টা করে বলেছিল, "মাস্টার (মিঃ হওয়া উচিত কিন্তু ছোট বেলায়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের মাস্টার বলে) টিলডেন, আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, চার্চের নিয়ম কানুনে মানুষেরা বাইবেলে ঈশ্বরের নিয়মের চেয়ে আরও ভাল বুঝবে"।

টিনডেল শক্তভাবে উত্তর দিয়েছিল, "আমি পালকদের এবং তাদের নিয়ম কানুন প্রকাশ্যে বিরোধিতা করি! যদি ঈশ্বর আমাকে বাঁচার যোগ্য মনে করেন, আর বেশীদূরে নাই, যখন যে কোন বালক, যে চাষাবাদ করে সেও এখন যা জানে তার থেকেও ভালভাবে বাইবেল জানবে। এই মন্তব্য টিনডেল ও প্রতিষ্ঠিত চার্চকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। তিনি শীঘ্র ইংল্যান্ড থেকে ইউরোপে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি ইংরেজিতে নতুন নিয়মের আইন বিরোধী অনুবাদ তৈরী করেছিলেন। তারপর, বৎসরের পর বৎসর এই ছোট নতুন নিয়ম জার্মানীর জাহাজে তুলার গাঁটরীর মধ্যে বিদেশে চোরা পথে চালান হত এবং অন্য কোন জায়গায়, কিন্তু কদাচিৎ ইংল্যান্ড আসতে পারত। ক্রমে, টিনডেল তার এক "বন্ধুর" বিশ্বাস ঘাতকতার দ্বারা প্রতারিত হয়ে তা বিরুদ্ধ মতবাদের জন্য বিচারিত হয়েছিল।

জেলখানায় বন্দী এবং মৃত্যুদণ্ডের জন্য যখন অপেক্ষা করছিলেন, টিলডেল পুরাতন নিয়মের অনেক অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। অক্টোবর ১৫৩৬ সালে খুঁটিতে বেঁধে আগুনে পুড়ে মরার আগে তার শেষ কথা ছিল, "ঈশ্বর রাজার চোখ খুলে দেন"।

ঈশ্বর করেছিলেন। টিনডেলের শহীদ হবার এক বৎসর পর সর্বোচ্চ শাসক গোষ্ঠি ইংরেজী বাইবেলকে আইনানুগ ছাপার জন্য অনুমতি দিয়েছিল। ৭৪ বৎসর পর রাজা জেমসের "অথোরাইজড ভারসন" প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্তমানের বাইবেল কিং জেমস ভারসনের সঙ্গে ট্রিগডেলের ভার্সনের শতকরা ৮৩% আক্ষরিক মিল আছে।

ঈশ্বরের বাক্যের জন্য বুভুক্ষিত (ক্ষুধিত)

তার বই এ, "পৃথিবীতে ঈশ্বর কি করছেন? (Waco, Tx: Word Publishing, 1978), ডঃ টেড ইংষ্ট্রং, ওয়ার্ল্ড ভিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট, একজন কোরিয়ান বিশ্বাসীর দ্বারা কথিত একটি গল্পের বর্ননা দিয়েছেন। ঘটনাটি তিনজন কোরিয়ান শ্রমিকদের সম্বন্ধে যারা ১৮৮০ সালে চীন দেশে কাজ পেয়েছিল। যখন চীনে ছিল তখন সুসমাচার শুনেছিল এবং প্রভুকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করেছিল। সেই তিনজনে শীঘ্র দৃঢ় সঙ্কল্প করেছেন খ্রীষ্টের সম্বন্ধে প্রচার করার একটা উপায় বার করবে। তারা জানত এটি সহজ হবেন না, কারণ কোরিয়ান গর্ভমেন্ট প্রচার নিষিদ্ধ করেছে।

যেহেতু কোরিয়ান ও চাইনিজ অক্ষরের মধ্যে মিল আছে, তারা স্থির করলো চাইনিজ বাইবেলের একটি কপি তাদের স্বদেশে (মাতৃ ভুমিতে) চোরাচালান করে নিয়ে যাবে। তারা লটারী করে দেখতে চেয়েছিল কার কোরিয়াতে সুসমাচার নিবার সুযোগ হবে। প্রথম জন

বাইবেল তার জিনিস পত্রের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল এবং পায়ে হেঁটে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। সেটা অনেক দিনের পথ ছিল। সেখানে তার জিনিস পত্র তল্লাশী করা হয়েছিল। বাইবেল পাওয়া গিয়েছিল এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। অন্যদের কাছে এই খবর পৌঁছেছিল যে তাদের বন্ধুকে মেরে ফেলা হয়েছে। দ্বিতীয় লোকটি বাইবেলের পাতাগুলি ছিঁড়ে তার সমস্ত মালপত্রের মধ্যে আলাদা আলাদা করে লুকিয়ে রেখেছিল। সেও সীমান্তে পৌঁছিতে লম্বা পথ অতিক্রম করেছিল কিন্তু তা কেবলমাত্র তল্লাশী করা ও মাথা কাটার জন্য (তার শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল)।

নির্দয় তীব্র অনুভুতিতে পূর্ণ হয়ে যা তার সহকর্মীরা পারেনি তা সফল হওয়ার পর দৃঢ় সঙ্কল্প তৃতীয় ব্যক্তি সুকৌশলে তার বাইবেল ছিঁড়ে পাতার পর পাতা আলাদা করেছিল। তারপর প্রত্যেক পাতা ভাজ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ করে এবং অংশগুলি বুনে দড়ি বানিয়েছিল। তারপর তার মালপত্র ঐ হাতে তৈরি দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল। যখন সে সীমান্তে এসেছিল প্রহরী তার জিনিসপত্র খুলতে বলেছিল। ভুল করে কিছু না পেয়ে তারা তাকে ঢুকতে দিয়েছিল।

লোকটা তার বাড়ীতে পৌঁছে, দড়ি খুলেছিল এবং প্রত্যেক পাতা (বাইবেলের) ইস্ত্রি করেছিল। সে আবার বাইবেলের পাতাগুলি একত্র করেছিল এবং যেখানে সে গিয়েছিল খ্রীষ্টকে প্রচার করেছিল।

উনিশ শতকের শেষের দিকে যখন মিশনারীদের জন্য কোরিয়ার দেশ খুলে দেওয়া হয়েছিল, তখন তারা দেখেছিল ইতিমধ্যে বীজ বুনা হয়েছে এবং এখন প্রথম ফল আসছে। আমরা অংশীদারিত্ব করছি ঈশ্বরের বাক্যের জন্য ভক্তি উত্তরাধিকারের, বাস্তবিক তীব্র অনুভুতির- এটি পড়ে, এটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করে, এর বাধ্য হয়ে, এবং অন্যদের সঙ্গে অংশীদারী হয়ে। প্রত্যেক প্রজন্মে, সেই সময় থেকে যখন যীশু শয়তানকে দ্বন্দে আহব্বান করেছিলেন মানুষের ঈশ্বরের সত্যতার,

মানুষের সহজাত ক্ষুধা (মানুষ কেবল মাত্র রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ নির্গত প্রত্যেক বাক্যে - মথি ৪:৪ পদ, বাইবেলের জন্য ক্ষুধা যা শ্রদ্ধাশীল (ভক্ত) বিশ্বাসী চিহ্নিত করেছে। বাস্তবিক প্রথম শতাব্দীতে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং এটি শিষ্য শব্দের সম-নাম।

বাস্তবিক প্রথম শতাব্দীতে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং এটি শিষ্য শব্দের সম-নাম।

প্রথম শতাব্দীর তৃষ্ণা

একজন যিহুদী চিকিৎসক যার নাম লুক, নিজে থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে যীশুর জীবনের উপর বই (লুকের লিখা সুসমাচর) এবং আদি মণ্ডলীর ইতিহাসের বই (প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী) লিখেছিলেন। তাকে প্রণোদিত করেছিল একজন রোমীয় কর্মকর্তা যার নাম জানা নেই, যিনি সম্ভবতঃ সম্প্রতি কালে গোপনীয়ভাবে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। যদিও লুক উভয় সুসমাচারে (যাতে তার নাম আছে) (লুক লিখিত সুসমাচার এবং তার পরবর্তী পুস্তক অর্থাৎ (প্রেরিত) একজনকে সম্বোধন করেছিলেন যার নাম থিওফিলাস। সম্ভবতঃ এটি সেই মানুষের নাম না। গ্রীক ভাষায় **থিয়োফিলাস** এর অর্থ "ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা", এবং খুব সম্ভবতঃ এটি কোন ছদ্মনাম, যিনি সর্বসাধারণে তার বিশ্বাস স্বীকার করতে চান নি।

যেহেতু ডাঃ লুক প্রেরিত পৌলের সাথী ছিলেন, যার জন্য তিনি বিশ্বাস যোগ্য চোখে দেখা সাক্ষ্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তিনি "থিয়োফিলাসকে" লিখেছিলেন, এই প্রিয় ভাইকে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন, তিনি আশ্চর্য কাজ ও চিহ্নের সম্বন্ধে বলেছিলেন যা যীশুর এবং প্রকাশমান মণ্ডলীর প্রচার কাজকে চিহ্নিত করেছিলেন। প্রেরিতের ২য় অধ্যায় ডাঃ লুক প্রথম যিরূশালেমের মণ্ডলীর অগ্রাধিকার ও কার্যকলাপের বর্ণনা দিয়েছেন। তারা প্রেরিতদের শিক্ষা, সহভাগিতা, রুটি ভাঙ্গাঁ (প্রভুর ভোজ) এবং প্রার্থনার প্রতি নিজেদের শ্রদ্ধাশীল

করেছিল। প্রত্যেকে ভয় ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়েছিল প্রেরিতদের দ্বারা অনেক আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন সংঘটিত হয়েছিল। সব বিশ্বাসীবর্গ একসঙ্গে থাকত এবং সব কাজ এক সঙ্গে করত। তাদের বিষয়-আশয় বিক্রী করে যাদের প্রয়োজন তাদের দিত।

প্রতিদিন তারা ধারাবাহিক ভাবে মন্দিরের প্রাঙ্গণে মিলিত হতো। তাদের ঘরে তারা রুটি ভাঙ্গত, এবং একত্রে আনন্দ ও আন্তরিকতার সঙ্গে খেত, ঈশ্বরের প্রশংসা করত এবং সমস্ত মানুষের অনুগ্রহ উপভোগ করত। এবং প্রতিদিন ঈশ্বর তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছিলেন, যারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হচ্ছিল (প্রেরিত ২ ঃ ৪২-৪৭ পদ)।

শব্দ যা পাতা থেকে লাফায় তা একান্তভাবে নিয়োজিত। এটি গ্রীক শব্দ প্রসকাটিরিও যার মানে "কিছুর প্রতি একান্ত হওয়া", "অধ্যবসায়ী হওয়া" সব সময় পরিশ্রমী হওয়া "অথবা" খুব ঘনিষ্টভাবে ধরে রাখা যদি কারও সম্বন্ধে বলা হয় শ্রদ্ধাশীল মানে নিমিত্ত বাচক দেখা বা ধর্মীয় অভ্যাসের চেয়ে বেশী। আমি বলি গভীরভাবে সমর্পণ।

এই শব্দ ডাঃ লুক পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রণোদিত হয়ে সাবধানে মনোনীত করেছিলেন, এটি প্রথম প্রজন্মের যীশুর লোকদের বর্ণনা করার জন্য। তারা একে অন্যের উপর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তারা প্রভু যীশুর উপর, পবিত্র ভোজের প্রতি সম্মান দেখিয়ে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রার্থনাশীল জীবন ধারার মধ্যে তারা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। (এই প্রার্থনা মন্দির প্রাঙ্গনে আনুষ্ঠানিক এবং একে-অন্যের ঘরে অনানুষ্ঠানিক প্রার্থনা উভয়ই ছিল)।

ডাঃ লুক প্রথমে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তারা "প্রেরিতদের শিক্ষায়" নিজেদের শ্রদ্ধাশীল করেছিল। স্পষ্টতঃ এটা যীশুর আদি অনুসারীদের প্রচার ও শিক্ষার সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এটি নিঃশ্চয় ঈশ্বরের সত্যতাকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে যা তারা যীশুর সঙ্গে তিন বৎসর

ভ্রমণের সময় ও তাঁর বাক্য শুনার সময়ে গ্রহণ করেছিল। নতুন নিয়মের চারটি সুসমাচার এর প্রমাণ। এটা নিরাপদ মনে হবে ধারণা করতে যে প্রেরিতদের শিক্ষা, পুরাতন নিয়মের টীকা অর্ন্তভুক্ত আছে যা যীশু খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়েছিলেন।

অন্যভাবে বলতে গেলে আদি-মণ্ডলী বাইবেলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এটি তাদের প্রাত্যহিক রুটি (খাদ্য) ছিল।

সবশেষে (বক্রাঘাত পূর্বক) যখন লুক যিরুশালেম মণ্ডলীর এই বর্ণনা লিখেছিলেন, খ্রীষ্ট ধর্ম, রোম সাম্রাজ্যের প্রতি হুমকি ছিল। খ্রীষ্টিয়ানদের খুঁজে বের করা হত, কারাগারে পাঠান হতো এবং মেরে ফেলা হতো। তার বাক্য একটা শান্তিপূর্ণ সময়ের কথা বলে যখন ন-খ্রীষ্টিয়ানগণ, যারা খ্রীষ্টের অনুসরণকারীদের লক্ষ্য করে ছিল এবং তারা যা দেখেছেন তা তাদের মনে রেখাপাত করেছিল। এটি প্রতীয়মান হয় যে, ডাঃ লূক যে কারণে অত সহজেই অত্যাচারিত হবার পূর্বের মণ্ডলীর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বর্ণনা দিয়েছিলেন কারণ ঐ সব বিশ্বাসের জন্য এখন লোকেরা অত্যাচারিত হচ্ছে। বিশ্বাস যা অবিরত ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সহভাগিতা, প্রভুর ভোজ এবং প্রার্থনার মধ্যে ছিল।

দম বন্ধ হওয়ার সময়ে নিঃশ্বাস নেওয়া

পরীক্ষা এবং কষ্ট, বাইবেলের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধশীল কাউকে দূর্বল করে দেয় না। যীশুকে যেমন প্রান্তরে সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যখন আমরা আরাম বা আরামদায়ক অনুভব করি, আমরা বুঝতে পারি আমাদের খাদ্য যা কেবল মাত্র ঈশ্বরের বাক্য থেকে আসতে পারে। যখন আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের স্পর্শের জন্য তৃষ্ণার্ত হই, তখন বাইবেল একটা মরুদ্যানের মত যা তাঁর শক্তির অনুভূতিতে আমাদের প্লাবিত করে। এটি সজীবতার মত এবং আমাদের অভিজ্ঞতাকে শ্রদ্ধাশীল করে যখন আমরা তরঙ্গায়িত জল-প্রপাতের নীচে দাঁড়াই।

অন্যভাবে বলতে গেলে যাদের জীবন ঈশ্বরের বাক্যের ভালবাসার দ্বারা চিহ্নিত হয়, তাদের অন্তরের ব্যথা। সংগ্রামের সময়, তারা আবিষ্কার করে এই বাক্য কতটা আরামদায়ক ও অপরিহার্য। তারা যে নিঃশ্বাস নেয়, তার মত হয়। এর ফলে যখন প্রান্তর পুষ্পিত তৃণভুমি অথবা সুন্দর আলপাইন দৃশ্যপথে পরিণত হয়, তখন তারা বাইবেলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

একজন সহকারীর অপ্রত্যাশিত করুণ মৃত্যুতে, মেরী বারনেট নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে তার নিদারুণ দুঃখ প্রকাশ করেছিল। তার ভগ্ন হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণ হতে আরম্ভ করেছিল, এবং সে এটা জানার আগে তিনি তার স্বর্গীয় পিতার কাছে, একটি স্বতঃস্ফুর্ত ভক্তির গানের মধ্যে নিবেদন করছিলেন। এই গান প্রভু ও তাঁর বাক্যের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল। মেরীর পক্ষে যেটা ধারণ করা সম্ভব ছিল। পবিত্র আত্মার মধ্যদিয়ে তাঁর উপস্থিতি ও বাইবেল তার দম বন্ধ হওয়া হৃদয়ে অক্সিজেনের মত ছিল।

১৯৯৫ সালে মেরী প্রথম "শ্বাস-প্রশ্বাস" গান করার পর, পৃথিবীর চারিদিকের খ্রীষ্টিয়ানগণ তার ঈশ্বরের উপস্থিতি ও বাক্যের প্রতি ভালবাসার ধ্বনি তুলেছিল। প্রত্যেক সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ লোক এখনও তাদের এই গান দিয়ে উচ্চস্বর তোলে, প্রার্থনা সহকারে তাঁর পবিত্র উপস্থিতি শনাক্ত করে- যে বাতাস তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে নেয় ও ঈশ্বরের বাক্য প্রত্যেক দিনের খাবারের সঙ্গে আহার করে। এবং গানের সুপরিচিতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঈশ্বর এবং সত্যকে নিরস্ত করে এবং যা আমরা তাঁকে ছাড়া একেবারে হারিয়ে ফেলি।

একজন বীর যার নাম "হল বার্নেস"

হল বার্নেস যে চার্চে যোগ দিত সেখানে মেরী বারনেটের কোরাস গান গাওয়া হত না। কিন্তু সে তার গানের সত্যতা হলফ করেছিল।

আমরা সাধারণতঃ যেভাবে ঈশ্বরের বাক্য চিন্তা করি, হল বার্নেস সেভাবে অত্যাচারিত হয়নি। কিন্তু এটা মাটিতে নামিয়ে দেওয়ার জ্বালা সে জানত, অনেকবার যা সে মনে করতে পারে। যারা তার ত্রাণকর্তা বা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি তার মুগ্ধতা বুঝেনি, তারা তাকে ভুল বুঝেছিল।

জন ১৯১৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার গানের প্রতি প্রবণতা ও যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার জন্য ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্রবেশ করতে পেরেছিল। তিনি কয়েক বৎসর সংগ্রাম করেছিলেন যাতে তিনি তার বড় ভাই যিনি আর্ন্তজাতিক পরিচিতি মনীষি (খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তি), একজন পন্ডিত ও আবিষ্কারক ছিলেন তার দৃষ্টিগোচরে পড়েন। হলের জন্য তার জীবন সুখের ছিল না কারণ তিনি তার ভাই এর মত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন না এবং জিনিসপত্র বিক্রয় করার চাকরী পেয়েছিলেন। এতে তিনি ভাল করে, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তার চার্চে উপস্থিতির সঙ্গে যীশুর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মিল ছিল না। তার তিনটি ড্রয়ার সম্বলিত টেবিলের ফাইলগুলির মধ্যে একটি চার্চের ফাইল ছিল যা তিনি সপ্তাহে একবার বার করতেন।

কিন্তু ৪০ বৎসর বয়সে নাটকীয়ভাবে তার জীবনে পরিবর্তন এসেছিল। তার স্ত্রী জনিটার সঙ্গে যখন তিনি টেলিভিশনের বিলিগ্রাহামের ক্রুশেড দেখছিলেন, তিনি একজন ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ও তার স্ত্রী শিকাগোর শহরতলীতে 'দেস প্লেনস বাইবেল চার্চ'এ যোগ দিয়েছিলেন। হল ঈশ্বরের বাক্য মুখস্থ করতে আরম্ভ করেছিল।

তার মেয়ে চাণ্ডলার মনে করে "তার ব্যবসায়ের সফরের মধ্যে বাবা তার মোটর গাড়ীর মধ্য সময়, তার খরিদ্দারদের ফোনে ডাকার মধ্যে বাইবেলের এক গোছা অংশ মুখস্থ করতো। সে একটি ছোট কাগজে বাঁধানো বাইবেল রাখত যা তার শার্টের পকেটে ফিট্ করত।

সহজে ঈশ্বরের সত্যতায় পৌঁছান যায়, হল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গীতরচকের আদেশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অক্ষরে অক্ষরে তার অন্তরে ঈশ্বরের বাক্য সঞ্চয় করেছিলেন। যদিও তার ব্যবসায়ের সহযোগীরা মনে করেছিল তার এই অভ্যাস কিছু অসঙ্গতিপূর্ণ এবং তাকে "হালেল্লিয়া হল" বলে ডাকতে শুরু করেছিল, তিনি তাদের দেওয়া কটুক্তি এক লাফে পার হয়েছিলেন অন্যরা যা বলেছে তা হল'কে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারেনি। ঈশ্বরের বাক্যে, তিনি ঈশ্বরের শর্তহীন ভালবাসার স্বীকৃতির নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন। তার পূর্বে "নিজেকে হেয় জ্ঞান" করার বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে, হল ঈশ্বরের সুম্মুখে দাঁড়াবার সাহস লাভ করেছিলেন।

এই আশ্চর্যের মানুষ যখন তার ৮৫ বৎসর বয়সের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার নিশ্চয়তা একটি বড় অগ্নি পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিল যা সম্মুখীন তিনি কখনও হননি। ৫৯ বৎসর বয়স্কা তার স্ত্রী জনিটা, সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর এক সপ্তাহ পূর্বে মারা গিয়েছিলেন, যখন নিউইর্য়কের অধীবাসীগণ যারা সান্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হয়েছিল, তাদের তিন হাজার প্রিয়জনদের হারিয়ে দুঃখ করেছিল, হল তখন তার সবচেয়ে বড় বন্ধুর (স্ত্রীর) মৃত্যু সামলাচ্ছিলেন। কিন্তু তার (দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে) কোনা বাঁকা বাইবেল তিনি সম্পদ হিসেবে পেয়েছিলেন, যা তার বাকী জীবন একা কাটাবার জন্য প্রয়োজন ছিল।

আজ পর্যন্ত, হল বার্নেস বাইবেলের ১৭৩ অধ্যায় মুখস্থ করেছেন। আরও হৃদয়গ্রাহী, বিষয় হল, তিনি কি পরিমাণে বাইবেলের পদগুলি নিজের জীবনের মধ্যে পরিশোধিত করেছিলেন। বেশীদিন নয়, তার নাতীর ১৩ তম জন্মদিনে তিনি এক কামরা ভর্তি তার পরিবারের লোক ও বন্ধুদের সামনে দাড়িয়েছিলেন, তার চামড়ার বাঁধান বাইবেল ধরে। হল সেই বালকটিকে ঈশ্বরের বাক্যের প্রেমিক হতে আহবান করেছিলেন। "আমার নাতী এটি আমার থেকে নাও। বাইবেল তোমার জীবনকে পরিবর্ত্তিত করুক। এটি তোমার হৃদয়ে লুকিয়ে রাখ। এই বই

তোমাকে পাপ থেকে দূরে রাখবে। অথবা পাপ তোমাকে এই বই (বাইবেল) থেকে দূরে রাখবে।"

ঈশ্বরের বাক্যের পরিবর্তন করার শক্তি

যদি এই যুবকটি (নাতী) তার ঠাকুরদাদার জ্ঞানী পরামর্শ শুনে, সে উত্তরাধিকার সুত্রে বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস তৈরী করবে যা একদিন তার নাতী নাত্নীদের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে।

আপনি পারিবারিক সুত্রে কি বিশ্বাস রেখে যাবেন? আপনার ভালবাসার জন, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীরা কি জানে বাইবেল আপনার জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে? যুবকেরা সাধারণতঃ তখন প্রভাবিত হয় যখন একটা বিশেষ ধরণের বিশ্বাসের বীজ বপন করা হয়। গ্যারীলেন, VOM এর একজন কর্মী সেটা প্রথম দেখেছিল।

দুই বৎসর পূর্বে সে যখন থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই পরিদর্শন করেছিল। গ্যারী এক ডজনের বেশী সান বালককে দেখেছিল যারা ছেলে সৈন্য হিসাবে বার্মা সরকারের বিপক্ষ বাহিনীতে কাজ করেছিল। ঈশ্বরের সার্বভৌম পরিকল্পনা অনুসারে সান নেতারা, মিশনারীদের ঐ বালকদের নিয়ে চিয়াংমাই এর নিকটে একটা খ্রীষ্টিয়ান এতিমখানাতে রাখার অনুমতি দিয়েছিল। গ্যারী যেভাবে বর্ণনা দিয়েছিল, "থাইল্যান্ডে তাদের পৌছাবার ঠিক তিন সপ্তাহ পরে, ছেলেরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও প্রকৃতি উপাসক থেকে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। যখন বাইবেলের সঙ্গে তারা প্রথম পরিচিত হয়েছিল তারা ভয় পেয়েছিল।

"তুমি বলেছ, এটা ঈশ্বরের বাক্য- ঈশ্বরের বাক্য কাগজে এক বইয়ের পাতায়?" এটা ১৭ বৎসর বয়স্ক একটা ছেলে বলেছিল। তার বাদাম আকৃতির চোখ বিস্তৃতভাবে খুলে গেল যখন সে বাইবেল সম্বন্ধে আশ্চর্য জ্ঞান করল যা তাকে সেই মাত্র দান করা হয়েছিল। বালকটি

দান করা বাইবেলটি তার বুক জড়িয়ে ধরলো, এবং এমনভাবে লালন করতে লাগল, যেন তাকে একটি মূল্যবান মণি বা একটা সোনার ইট দেওয়া হয়েছে।

এতিমখানার কর্মীরা একটা আশ্চর্য বিষয় দেখেছে, যখন থেকে তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে, তখন থেকে সান ছেলেদের জীবনে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। পূর্বের বালক সৈন্যরা যারা চিৎকার করত, ঝগড়াটে, উদাসীন এবং প্রায় হিংস্র স্বভাবের ছিল, তারা এখন নম্র, ভালবাসাপূর্ণ এবং যত্নবান যুবক। যেহেতু তারা ঈশ্বরের বাক্য শ্রদ্ধা ও ভয়ের দৃষ্টিতে দেখে এবং যেহেতু তারা ঈশ্বরের বাক্যের সত্যিকারের প্রেমিক, সেহেতু তারা নিয়মিত এটি পড়ে, অনুসরণ করার জন্য সংগ্রাম করে, প্রভুর বাধ্যতায় চলে- তারা প্রভুতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাদের জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে সেসব সাক্ষ্য দিচ্ছে- তারা যে খ্রীষ্টে। পূর্বের বালক সান সৈন্যরা, যারা যুদ্ধ করে মানুষ মারতে শিক্ষা পেয়েছিল, এখন যীশুর মত হাঁটছে। রিচার্ড ওর্য়ামব্রাণ্ড, VOM এর প্রতিষ্ঠাতা, ২০০১ সালে তার মৃত্যুর পূর্বে , অত্যাচারিত মণ্ডলীর সেবা করতে, তাঁর জীবনের অনেক মাইল পার করেছিলেন। ৪০ বৎসর লৌহ যবনিকার আড়ালে থেকে, যখন চীনদেশ, বহিরাগতদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল, তিনি, দুঃখ কষ্টের ও অত্যাচারের মধ্যে প্রতিনিধিত্বকারী মণ্ডলীর বৃদ্ধির জন্য আনন্দিত হয়েছিলেন। যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে কম্যুনিজম ভেঙ্গে পড়েছিল- তিনি, ঈশ্বর তার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন বলে, তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তবু অগণিত চাইনিজ ও রাশিয়ান খ্রীষ্টানের কষ্ট চলতেছিল। তাদের অনেকে জেলখানায় নির্জীব হয়েছিল এবং হচ্ছিল। অনেকে সাক্ষ্যমর হয়েছিল। পাষ্টর ওর্য়ামব্রাণ্ড কয়েক বৎসর পূর্বে তার বই "Alone With God"এ লিখেছিলেন, যিনি একজন শান্ত স্মারক হিসাবে আমাদের আহ্বান করেছেন, সেইসব ভাই-বোনদের জন্য প্রার্থনা করতে যারা তাদের বিশ্বাসের জন্য অত্যাচারিত হচ্ছে, এবং ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা প্রণোদিত ও শ্রদ্ধাশীল হয়েছে।

চুংকিং-এ একসময় বাইবেল ও অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ান বই প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হ'চ্ছিল। সে সব দেখার জন্য খ্রীষ্টিয়ানদের জোর করা হতো। কিন্তু বাইবেল মোটা বই এবং আস্তে আস্তে জ্বলত। এক হাজার পাতাওয়ালা বই এর পাতার মধ্যে অক্সিজেনের অসুবিধা ছিল। একজন দর্শক এই সুযোগ নিয়েছিল এবং নিজেই একটি জলন্ত বাইবেল থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে নিয়েছিল। তারপর বহু বৎসর সে যে গোপন দলে ছিল সেইদল বাইবেলের একটি মাত্র পাতা থেকে তাদের বিশ্বাসের লালন করেছিল। তারপর যা ঘটছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তারা চোরা পথে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। "আমরা বাইবেলের এই একটা পাতা থেকে শিখেছিলাম, আরও ভাল খ্রীষ্টিয়ান হবার চেষ্টা করাটা ভুল। তারা আরও বলেছিল খ্রীষ্ট ভাল খ্রীষ্টিয়ান চান না, কিন্তু তিনি চান খ্রীষ্টিয়ানরা তাঁর মত হোক।"

এই বিষয়ে শুনে, আমরা জানতে চেষ্টা করেছিলাম বাইবেলের কোন্ পাতা তাদের কাছে আছে। এই পাতায় বাইবেলের মথি ১৬ঃ১৮ পদটি আছে, "আর আমি তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরই আমি আমার মণ্ডলী তৈরী করব"। এই রকমের এক প্রতিজ্ঞা থেকে একজন বাঁচতে পারে।

কি পৃথক করেছে?

পাষ্টর ইম্মানূয়েল, তিমথী, মাওরা, সাহসী বিধবা, উইলিয়াম টিনডেল, কোরিয়ান কর্মীগণ, অগণিত অন্যেরা ঈশ্বরের বাক্য রক্ষা করতে, অনুবাদ করতে এবং ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কেন জীবন দিয়েছিলেন? এটা মূল প্রশ্ন কারণ কিভাবে আমরা বিশ্বাসে বাস করি তার সুগভীর অর্থ এ মধ্যে নিহিত আছে।

উত্তর ঃ এই সকল মানুষ ও স্ত্রীলোকগণ- তারা বাইবেল বিশ্বাস করত বলে বাইবেলকে ভালবাসত না, তারা বাইবেল ভালবাসত কারণ তারা জানত সেটা সত্যিকার ঈশ্বরের বাক্য এবং তারা তাতে বাস

করছিল। বাইবেল বা তার অংশ যা তাদের কাছে ছিল, সেটা কাগজের উপর জড়ো করা অক্ষরের চেয়ে বেশী কিছু ছিল, তা হল ঈশ্বরের সত্যতা। তাদের কাজের ফল, তাদের অনুভূতির নয় কিন্তু বাধ্যতার উপর ভিত্তি করেছিল। আমরা যেখানেই বাস করি না কেন, ঈশ্বরের বাধ্যতায় চলা একটা অভিযানের মত। যে পর্যন্ত না আমরা আমাদের প্রতিটি অংশ ঈশ্বরের বাক্য শোষণ করছি, এই অভিযান আমাদের ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে।

যেহেতু VOM পৃথিবীর কঠিন জায়গায় কাজ করে, বাইবেলের এই পদটা প্রায়ই চিন্তার বা বক্তৃতার বিষয় হয়- রোমীয় ৮ঃ৩৯ পদ। এটা বলে, "কিছুই বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে পৃথক করতে পারে না।"

সুদানে পাষ্টর অব্রাহাম, তার লোকদের কষ্ট স্বচক্ষে দেখেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন। তার দেশে বাইবেল বিরল ছিল, সত্যি বলতে কি তার মণ্ডলীর ৪০০ জনের মধ্যে একটি মাত্র বাইবেল ছিল। তিনি দেখেছিলেন সেই ছোট বাইবেলের জন্য লোকে জীবন দিয়েছে। সুদানের বিশ্বাসীগণ অত্যাচারিত, অনাহারে ক্লিষ্ট এমনকি হত হয়েছে, কারণ তারা ইসলাম গ্রহণ করতে (মুসলমান হতে) রাজী হননি।

যখন VOM সুদানে গিয়েছিলেন এবং পাষ্টর অব্রাহামকে তার মণ্ডলীর জন্য শত শত বাইবেল দিয়েছিলেন, তিনি (অব্রাহাম) VOM কর্মীদের তার ছেঁড়া ও ক্ষয়ে যাওয়া বাইবেল দিয়েছিলেন। পাতাগুলি খুলে খুলে পড়ছিল (অনেক কষ্টে একত্রে রাখা হয়েছিল) এবং একটি পাতা বিশেষভাবে ক্ষয়ে গিয়েছিল- যা রোমীয় ৮ অধ্যায়। চিন্তা করুন, কতবার পাষ্টর অব্রাহাম তার নিজের শক্তির জন্য এই পদ ধ্যান (চিন্তা) করেছিলেন এবং কতবার তার মণ্ডলীর লোকদের উৎসাহ দিতে তিনি এটা ব্যবহার করেছিলেন- যখন তারা যুদ্ধ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে

একত্রে দাড়িয়েছিল। সম্ভবতঃ তিনি সেই একটি পাতা বাড়ী থেকে বাড়ীতে সরবরাহ করেছিলেন।

এই বিষয়ের সত্যতা সাধারণভাবে এটি ঃ বাইবেলের মূল শিক্ষা মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসার গন্ধ এবং তিনি তার নিজের পুত্রকে আমাদের পাপের জন্য মরতে পাঠিয়েছিলেন। কিছুই আমাদের ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে পৃথক করতে পারে না।

বিশ্বাসের বীরগণ তাদের শক্তির এই উৎস ছিল- ঈশ্বরের ভালবাসা তাদের হৃদয়ে ছিল। তারা জানত তারা ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে কখন আলাদা থাকতে পারে না। এবং তারা কখনও তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর বাক্যের সত্যতা থেকে তাদের আলাদা করে নি। VOM টিম, পাষ্টর অব্রাহামের সঙ্গে দেখা করার পরে উত্তর সুদানের মৌলবাদী মুসলিম সৈন্যরা তাকে (আব্রাহামকে) গুলি করে মেরেছিল। যদি আমরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসী জীবন যাপন না করি, আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি উপলব্দি করতে আমাদের কষ্ট হবে যা অনেক অত্যাচারিত বিশ্বাসীবর্গের জীবনের নিয়মিত অংশ ছিল। তার জন্য ডাঃ লুকের বাক্য এখনও লেখা হচ্ছে।

আপনি কি ঈশ্বরের বাক্য ভালবাসেন? আপনার সাপ্তাহিক কর্মসূচীতে কি বাইবেল অধ্যয়ন একটি নিয়মিত অংশ? যখন আপনি বাইবেল এবং ঈশ্বর কি করতে চান, বুঝেন, আপনি কি তার বাধ্য? বাইবেল পাঠ, অধ্যয়ন, প্রয়োগ, ধ্যান এবং মুখস্থ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

কি করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয় তা শিক্ষা করা

- যদি সাম্প্রতিক দিন সমুহে, বাইবেলের প্রতি আপনার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হ্রাস পায় সুযোগ আছে আপনি উন্নতি ও আর্শীবাদ উপভোগ করেছেন যা প্রারম্ভে একটি মালভুমির মত বিশ্বাসের ফল প্রসূত।

ঈশ্বরের বাক্যের জন্য ক্ষুধা জাগ্রত করার একটি উপায় আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে কোন্ পর্যায়ে আছেন তার প্রতি খাঁটিভাবে দৃষ্টিপাত করা। সুতরাং আপনি কোথায় আছেন? আপনার কর্মসূচী পরীক্ষা করলে এবং একটি ভাল আধা ঘন্টা তাঁর সামনে আসার জন্য ব্যকুল হন। ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সময় আরম্ভে করেন, এই মুহূর্তে তাঁকে ধন্যবাদ দিন, আপনার জীবনে যা কিছু ভাল আছে, তাঁর জন্য। পরবর্তীতে ঈশ্বরের কাছে চান আপনার মনে সেইসব মূল্য এবং আচার ব্যবহার আনতে, যা থেকে পতিত হতে আরম্ভ করেছেন যেভাবে আপনি তার আশীবাদ পেয়েছিলেন।

আপনার বাইবেল কোথায় আছে? নিয়মিত বাইবেল অধ্যয়ন কর্মসূচী আরম্ভ করার জন্য আপনি কি পদক্ষেপ নিবেন?

- অল্প পানি ঢেলে কুয়ার পাম্প চালু করার মত কিছু নাই। যখন কোন টিউবওয়েলে পানি উঠে না তখন অল্প পানি ঢেলে পাম্প করলে পুনরায় পানি উঠে। যে সব পদ আপনি আগে দাগিয়েছেন বা সম্পন্ন করেছেন, তার মধ্যে আপনি ডুব দেন। সেগুলি পড়েন এবং একটি বিশেষ পদ, যা আপনি আগে দাগ দিয়েছিলেন, সেই পদের সত্যতা পুনরায় আবিস্কার করেন। প্রত্যেক পদ, জিজ্ঞাসা করুন "এমন কি?" অন্যভাবে বলতে গেলে, বিশেষ উপায়গুলি লিখেন যা আপনি আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

- হালেলুয়া হলের উদাহরণ অনুসরণ করেন এবং বাইবেলের বড় অংশ মুখস্থ করেন। আপনি যে সব বাইবেল পদ মুখস্থ করেছেন তা লিখেন। প্রতি সপ্তাহে একটি পদ মুখস্থ করেন এবং সর্বমোট কত পদ তা শুনেন।

- অন্য একদিন, একাদিক্রমে গীতসংহিতা ১১৯ অধ্যায় পাঠ করেন। গীতরচক কতবার, "প্রভুর নিয়ম" (ঈশ্বরের বাক্য) এই শব্দ লিখেছেন তা টুকে রাখেন। এটি জ্ঞান, আশীর্বাদ অথবা অন্য কোন গুণ, যা আপনি ইচ্ছা করেন, এসবের উৎস। তারপর ঈশ্বরকে তাঁর বাক্যের জন্য ধন্যবাদ দিন এবং ঈশ্বরের কাছে চান যেন এর (বাক্যের) জন্য আপনার মধ্যে ক্ষুধা সৃষ্টি করেন।

আপনার দৈনিক কর্মসূচীর মধ্যে, ঈশ্বরের বাক্য, পাঠ, অধ্যয়ন ও প্রয়োগ একটি নিয়মিত অংশ করেন।

অধ্যায়- ৪

সাহস

দ্বিতীয় চিন্তা ব্যতিরেকে

বীরগণ চঞ্চল হন না অথবা পিছিয়ে যান না
যখন ভয়ের আঙ্গুল তাদের বাহুতে চিমটি কাটে
অথবা তাদের থুঁতনিতে ঘুষি মারে
অথবা তাদের চোখে খোঁচা দেয়
তারা সাহসী হতে চেষ্টা করে না,
তার যে রকম সে রকম থাকে।
বীরগণ অপমানিত হন
সামান্যতম অনুতাপ থাকে না।
অন্যেরা কি চিন্তা করে তাতে তারা অস্থির হন না,
তারা যা করা উচিত মনে করেন তা করেন
এ বিষয়ে তারা দ্বিতীয় বার চিন্তা করেন না।
ভয় শূন্যভাবে তারা নাট্যমঞ্চ গ্রহণ করেন।
ঈশ্বর তাদের জন্য যা প্রতিজ্ঞা করেছেন।
এবং সংলাপ গ্রহণ করেন,
তিনি নিজেই নাট্যকার হিসাবে।
বীরগণ সাহসের সঙ্গে কাজ করেন।

-গ্রেগ আসিমাকোপৌলুস

এটিকে সাহস বলুন। তার খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস পালন করার অপরাধে "টমাস"কে (তার আসল নাম না) জোর করে তার পরিবার, ঘর, সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং পূর্ব ইউরোপের একটি জেলখানায় পাঠান হয়েছিল।

এক সময়ে জেলের জন্য এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পালক পিছনে ফিরে তাকাতে অস্বীকার করেছিলেন। নিশ্চিত সে তার পরিবারের অভাব বেশী করে অনুভব করেছিল। কিন্তু যে কোন অভাব তাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। কেবলমাত্র ঈশ্বরের বিধান তাকে মুক্ত করতে পারত। তিনি এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং জেলখানায় তার সঙ্গে বসবাসকারীদের মধ্যে প্রচার শুরু করেছিলেন।

এক রবিবার যখন তিনি তার প্রচার আরম্ভ করেছিলেন, একজন জেলগার্ড হঠাৎ কামরার মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং টমাসকে ধরে বলল, "আমরা তোমাকে বলেছি, প্রচার নিষিদ্ধ এবং ক'জন ইউনিফরম পড়া খুনী গুণ্ডা গর্জন করে উঠেছিল, "শাস্তি পাবার জন্য প্রস্তুত হও"।

গার্ড টমাসকে তার সেল থেকে হলঘরের মধ্য দিয়ে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল। কয়েদীরা জানত তারপর কি হবে। তাদের নতুন বন্ধুকে "মারার ঘরে" নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দরজা হঠাৎ সজোরে বন্ধ হবার শব্দ তারা শুনেছিল, তার চাপা গলার শব্দ, চিৎকার এবং কান্না শুনেছিল। ঘুষি মারার থলির মত তাকে উপুর্যপরি ঘুষি মারা হচ্ছিল।

এক ঘন্টা পর গার্ডেরা টমাসকে তার সেলে ফেরত এনেছিল। তার শরীর রক্তাক্ত ছিল, স্পষ্টতঃ কালশিটে পড়ার দাগ ছিল। তার মুখমণ্ডল বিকৃত হয়েছিল কিন্তু আশ্চর্যভাবে তার চোখ উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ ছিল। যখন তিনি বৃহৎ "সেলব্লকের" দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তিনি বলেছিলেন, "ভায়েরা আমরা কোথায় থেমেছিলাম, কোন্ পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম, যখন আমরা প্রচন্ডভাবে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছিলাম"। টমাস তার

প্রচারের বাকী অংশ ক্ষুধার্ত হৃদয়ের মণ্ডলীতে প্রচারে অগ্রসর হয়েছিল। হ্যাঁ, একে সাহস বলে। টমাস কেবলমাত্র একা কয়েদ প্রাপ্ত মেষপালক ছিলেন না যিনি প্রহৃত (আঘাত প্রাপ্ত) হবার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন তার কয়েদ প্রাপ্ত মেষদের জন্য।

এই সব পালকদের অনেকের কোন ধর্মীয় শিক্ষা ছিল না। তাদের পালকীয় অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিল। তবু তাদের প্রচার করার দৃঢ় সংকল্প ছিল। একজন কয়েদ প্রাপ্ত প্রচারক এইভাবে বলেছেন, "আমরা প্রচার করি এবং তারা মারে। এটাই ছিল সুবিচার বলে বিবেচিত। আমরা প্রচার করে আনন্দিত এবং তারা মেরে আনন্দিত। প্রত্যেকেই খুশি"।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণীকে সক্রিয় করা

সমকালীন ইতিহাসের নাট্যমঞ্চে নিয়মিত যা করা হয় তা নাটক বৈ কিছুই নয়। অত্যাচারিত মণ্ডলীর যে বিপদ একটি সত্যিকার জীবন নাটকে যা বাইবেলের পাতার মত পান্ডুলিপি আকারে লেখা হয়েছে। আপনি কি কখনও এটা ভেবেছেন, এটি সত্য যে নতুন নিয়মে "প্রেরিত" একমাত্র বই যা এখনও লেখা হচ্ছে। যখন সীজারের রাজকীয় গোপন সাধুদের বিষয়ে ডাঃ লুক তার ২য় খণ্ড লিখেছিলেন তার মধ্যে এমন কিছু নিহিত আছে যা পাঠকেরা ধরতে পারে না। সুমাচারের মত ডাঃ লূক, প্রেরিত বইটি সঠিকভাবে শেষ করে তার যবনিকা টানেন নি। ২৮ অধ্যায়ের শেষ পদে অত্যাচারিত পৌলের ছবি এঁকেছেন। হ্যাঁ তিনি গৃহবন্ধী ছিলেন তবুও সেটা বন্দী ছাড়া কিছুই না। আমরা দেখেছি তিনি সাহসীভাবে, কোন বাঁধা ছাড়া, ঈশ্বরের রাজত্বের বিষয়ে প্রচার করেছেন। পৌলের নিহিতার্থক হচ্ছে প্রেরিতদের কার্যবিবরণী "প্রেরিত" পর্যবেক্ষনীয়ভাবে চলবে। এইভাবে, আমরা আশা করি প্রথম শিষ্যদের সম্বন্ধে যা সত্য বর্তমানে যারা যীশুকে অনুসরণ করেন তাদের জন্যও তা সত্য।

এটা নিশ্চিত সত্য যে কতগুলি অ-সনাক্তকারী পূর্ব ইউরোপের দেশের জেলখানার দৃশ্যগুলি নতুন নিয়মের ঘটনা পড়ার মত।

পাষ্টর টমাসকে যে সাহস সমপৃক্ত করেছিল এটা একটা আয়নার ছবি যা পিতর এবং যোহনকে যিরূশালেমের যিহুদীদের ধর্মীয় নেতাদের সামনে দাঁড় করিয়েছিল। এই উভয়ই একই ধরণের সাহস। উভয় ক্ষেত্রে, তীব্র ভৎসনা বা আঘাত, যারা প্রচার করেছিলেন তাদের থামিয়ে দিতে পারেনি। সেইরূপে প্রত্যেক চলচিত্রের দৃশ্যাবলীর সাহস তাদের জন্য আরোপিত না যারা এটি দেখিয়েছিলেন এবং আস্থাবান ছিলেন।

VOM এর একজন মিশনারী নিম্নলিখিত রির্পোটটি দেখেছিলেন।

পবিত্র আত্মার মধ্যদিয়ে সত্যিকারের সাহস আসে। প্রেরিত ৪ অধ্যায়ের বর্ণিত যিহুদী সমাজ বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যে পিতর এবং যোহন অশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না; আমাদের সভ্যগণ আর্শ্চান্বিত এবং জেনেছিল তারা যীশুর সঙ্গে ছিলেন। সমাজের লোকেরা খ্রীষ্টের শক্তিকে উপলব্দি করেছিল। এটা আজকের অত্যাচারিত মণ্ডলীর কথা আমাকে মনে করিয়ে দেয়। পশ্চিমা বিশ্বাসীদের আজকে যা আছে তাদের মত এইসব বিশ্বাসীদের সেমিনারীতে প্রবেশের সুযোগ ছিলনা, এবং বড় ধরণের খ্রীষ্টিয়ান লিটারেচার ও শিক্ষার বিষয়ের কাগজ-পত্রের ব্যবস্থাও তাদের ছিল না। তাদের খুব কম জ্ঞান ছিল, কারো কারো কেবল মাত্র যোহন ৩ঃ১৬ পদের জ্ঞান ছিল। তারা জানত খ্রীষ্ট তাদের পাপের জন্য মরেছেন এবং এই জ্ঞানই যথেষ্ট ছিল তাদের দেশের হারানো লোকদের কাছে সম্পুর্ণভাবে প্রচার কাজ চালাবার জন্য। তাদের সেই "এক ইঞ্চি" জ্ঞানের জন্য তারা অত্যাচারিত হতে এমনকি মরতে প্রস্তুত ছিল।

পশ্চিমা খ্রীষ্টিয়ানদের কত পুরাদস্তর বৈসাদৃশ্য (অমিল)। তাদের একটা খ্রীষ্ট ধর্মের আচরণ ব্যবহার যেটা তারা অনুভব করত তাদের গভীর ধর্মীয় জ্ঞান প্রয়োজন অথবা কোন বিশেষ জীবনের অভিজ্ঞতা-

তাদের বিশ্বাসের অংশীদার করার পূর্বে ঝুঁকি নিতে, এই ঝুঁকি অত্যাচারিত চার্চের সহিত যুক্ত অথবা বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হবার ঝুঁকি অথবা এমনকি চাকুরীচ্যুত হবার ঝুঁকি বাস্তবিক পক্ষে কোন অতিরিক্ত ধর্মীয় জ্ঞান অথবা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই; কেবলমাত্র সাহস এবং এটি ঈশ্বরের আত্মার মধ্যে পাওয়া যায়, যদি আমরা বিশ্বাসের পদক্ষেপে চলি এটা মনে রেখে, বিশ্বাসী বীরগণের শতকরা মণ্ডলীতে বৃদ্ধি পাওয়া নির্ভর করছে প্রত্যেক সভ্য-সভ্যার ইচ্ছার একতার উপর।

কল্পিত এবং বাস্তব ঘটনা

বীরগণ যাদের আমরা এই বই-এ বিবেচনা করছি, তারা সকলেই রক্ত মাংসে গড়া মানুষ, যারা প্রতিদ্বন্দ্বীতার সন্মুখীন হয়েছিলেন বা হচ্ছেন, আমরাও যেমন হয়েছি একই প্রকার সীমাবদ্ধতায় আমরা যেমন দেখেছি, টমাসকে, বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের নাটক করার জন্য ডাকা হয়েছে, তাদের নাটকের মঞ্চ দুঃখ কষ্টপূর্ণ এবং কঠোর অত্যাচারের। কিন্তু সকলে না।

যখন আমরা একটা বিশেষ বিজ্ঞাপনের সাড়া দিচ্ছি যা এইভাবে পড়া হয় "আধ্যাত্মিক বীর চাই যারা তাদের চরম বিশ্বাসের দ্বারা পরিচিত" আপনার জেলখানার রেকর্ড (বিবরণী) অথবা যারা মার্কসপন্থী গার্ড, অথবা ইসলামিক সন্ত্রাসীদের দ্বারা মারা হয়েছে। সকলেই যোগ্যতা সম্পন্ন এবং দরখাস্ত করতে পারেন।

যে সব বীর আমাদের মনে আছে তারা সকলেই বিশেষ গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। বাস্তবিক পক্ষে যাদের আপনি পরিচিত করেছেন তারা সাধারণ, যেমনভাবে তারা এসেছে।

এক সময়, নিশ্চয় কারাবন্দী, চুরি করে বন্দী করা অথবা লুকিয়ে থাকার প্রয়োজনে বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস, তাদের পরিবার, ভালবাসার মানুষ এবং মণ্ডলী থেকে তাদের পৃথক করেছে। কিন্তু এই পৃথকীকরণ তাদের ঈশ্বরোচিত জীবন ধারণের জন্য

পূর্বে আবশ্যকীয় ছিল না। যে কোন ধরণের বীর হতে হলে, আপনাকে সাহসের ব্যজ পড়তে হবে।

যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, যাহোক, সাহস এবং নির্ভীকতা একসঙ্গে বিশ্বাসীর ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে প্রবাহিত হয়, এটা কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য না, যা জন্ম থেকে লাভ করা যায়। সাহস কোন দক্ষতা না, যা যে কেউ বায়ো-ডাটার মধ্যে রেখে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী মনে করবে। এটা কোন শব্দ না, যা দিয়ে আমরা নিজেদের বর্ণনা করতে পারি। যদিও সাহস, যাদের বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাদের বিষয়ে নিশ্চিত সংজ্ঞা দেয়, এটি একটি দান কাউকে দিবার নয়। প্রায় সাহস দেখা যায় কোন বাস্তব ঘটনার পর।

সাহসের রূপ রেখা (জীবনালেখ্য, জীবন কথা)

দক্ষিণ-পূর্ব লুজিয়ানার ইয়ুথ ফর ক্রাইষ্ট এর ক্যাম্পাস লাইফ মিনিষ্ট্রিতে যোগ দেওয়ার ঠিক পূর্বে মাইক ও হারা আবিষ্কার করেছিলেন তার কাঁধে ক্যানসারের ফোঁড়া আছে। কিন্তু তিনি অনুভব করেছিলেন ঈশ্বর তাকে যুব মিনিষ্ট্রিতে আহব্বান করেছেন; তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে প্রার্থনা করে ষ্টাফ হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আগ্রাসী ক্যানসারের বিরুদ্ধে রেডিও থেরাপী গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অব্রামসন হাই স্কুলে ক্যাম্পাস লাইফের কাজ আরম্ভ করেছিলেন সেই সময় এটা নিউ অলিয়েন্সে সবচেয়ে বড় পাবলিক স্কুল ছিল। শীঘ্র তিনি কেমোথেরাপী আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু তিনি মণ্ডলী গাঁথার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন ক্যানসার মাইকের ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়েছিল, হিউষ্টোনে তার কতগুলি অস্ত্রপাচার হয়েছিল তার টিউমারগুলি কেটে বাদ দিবার জন্য। তিনি ঐ সব সফর সময়সূচী ক্লাবের সভা অথবা তার মিনিষ্ট্রির ঘটনা সময় স্থির করতেন, অর্থাৎ এসব কাজে যখন যেতেন তখন অপারেশনগুলি করতেন। প্রত্যেক সপ্তাহে, যখন তার শক্তি থাকত, তিনি হাইস্কুল ক্যাম্পাসে যেতেন, হলের মধ্যে হাঁটতেন,

ক্রীড়াবিদদের অনুশীলন লক্ষ্য করতেন এবং ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলতেন।

যদিও কেমোথেরাপী মাইককে পুরোপুরি টাকমাথা করেছিল কিন্তু চেহারা তার প্রচারের কাজে, তাকে নিরুৎসাহিত করতে পারে নি। বেশীর ভাগ যুবকর্মী স্বীকার করে যে তাদের প্রচার কার্য্যের সবচেয়ে কঠিন বিষয় "ঠান্ডা সংযোগ", ছাত্রদের জগতে গিয়ে বন্ধুত্ব করা। এটি স্কুলের লাঞ্চ খাবার জায়গা হোক বা কাছের কোন প্রদর্শনী তারা মনে করত তারা যেন পার্টিতে হেঁটে যাচ্ছেন যেখানে তাদের নিমন্ত্রণ করা হয়নি। এইভাবে তারা চিন্তিত ছিল- তারা কি রকম দেখতে, কেমন করে তারা হাঁটবে এবং দাঁড়াবে এবং কি কথা তারা বলবে। যদিও তার মাথায় চুল ছিলনা এবং রোগা ছিল, এবং তার শরীর তার ক্যানসারের বিরুদ্ধে তার কষ্টের যুদ্ধের ফল দেখায়, তবুও মাইক বিশ্বস্তভাবে ক্যাম্পাস দেখত, হলের মধ্যে হাঁটত, আগের মত ছিল। সময় সময় বাচ্চারা যারা তাকে জানত না, মাইক এর চেহারার জন্য শ্লেষাত্বক (ঠাট্টা করে) মন্তব্য করত কোন রকম সঙ্কোচ বা চিন্তা না করে। সে দাঁত বার করে হাসত এবং বলে ওহে এটা ঠিক আমার ক্যানসার হয়েছে কিন্তু আমি তার মোকাবেলা করতে পারি।

মিনিষ্ট্রির দুই বৎসর মাইক সাহসিকতার সঙ্গে খ্রীষ্টের জন্য বাচ্চাদের ভালবেসেছিল। তার কষ্ট, তার চেহারা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মাইক তার মিশন ক্ষেত্রে গিয়েছিল এবং নিজেকে এবং সুসমাচার প্রচার করেছিল। মাইক জানত ঈশ্বর তাকে আহব্বান করেছেন নিউ অলিয়েন্সের, বিশেষ করে অব্রাহাম হাইস্কুল এর টিন এজারদের (১৩-১৯ বৎসর বয়স্ক) কাছে পৌঁছাতে যেন তাদের খ্রীষ্টের জন্য জয় করতে পারে। যতদিন তার প্রাণ থাকবে, কিছুই তাকে থামাতে পারবে না।

মাইকের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে, তার ঘনিষ্ট হাইস্কুল বন্ধুদের কেউ কেউ তার ক্লাবের বাচ্চারা সবাই মিলে তাদের পতিত বীরের স্মরণে সভা করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

তারা নিশ্চত হতে চেয়েছিল যেন তাদের সহপাঠীরা মাইকের প্রচার বুঝতে পারে এই যুবক মিশনারীকে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মিটিং এর সময় কামরা পরিপূর্ণ হয়েছিল। সভা একটি স্লাইড প্রদর্শনের মধ্যে শুরু হয়েছিল- যাতে মাইকের কাজ দেখান হচ্ছিল- ক্যাম্পাসে তার হাঁটা, ক্যাম্পাসের লাইফ সভায় খেলা পরিচালনা করছেন এবং বাচ্চাদের সঙ্গে থাকছেন। পরবর্তীতে, কয়েকজন ছাত্র বলেছিল মাইক কিভাবে তাদের জীবনকে স্পর্শ করেছিল। তারপর সকলকে মাইকের স্মৃতি বলার জন্য নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল। এক ডজন গল্পের পর হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল দাড়িয়ে কথা বলেছিলেন। তার গাল বেয়ে জল পড়েছিল, তিনি বলেন কিভাবে মাইকের সাহস এবং আত্মোৎসর্গ তাকে সাড়া দিয়েছে।

মাইক ও'হারা খ্রীষ্টকে জেনেছিলেন এবং ঈশ্বর তাকে কি করতে আহব্বান করেছেন। তিনি খ্রীষ্টিয়ান সাহসের একটি শক্তিশালী উদাহরণ।

চিন্তা করুন আপনি মাইকের জায়গায় বসে আছেন এবং আপনার বিশ্বাসের জন্য টমাসের মত জেলে আছেন অথবা অন্যদের মত যাদের গল্প আপনি এই বই-এ পড়েছেন। আপনি কি ভাববেন আপনি কি করেছেন? ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করতে কি করতে হবে?

সাহসের সংক্রামক শক্তি

মাইক ও'হারার সাহস প্রমাণ করে যখন আমরা আমাদের সবকিছু ঈশ্বরের সর্বোচ্চ বেষ্টনকারী যত্নের কাছে সর্মপণ করি। সেই ঈশ্বর

আমাদের দক্ষতা দেন তাঁর সকল ভালবাসার উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করতে, এমনকি সেই দক্ষতা, আমাদের সাধারণভাবে, যা আমরা মনে করি, তার বাইরে হয় এই ধরণের গল্প আমাদের প্রণোদিত করে। যখন আমরা শুনি বা পড়ি, কিভাবে একজন খ্রীষ্টিয়ান দেওয়ালের বিপরীতে পিঠ ফিরিয়েছে (গুলি করে মারার জন্য), আমাদের কান উৎসাহ ব্যঞ্জক হয়ে উঠে। আমাদের চোখ পিট্‌পিট্ করতে অস্বীকার করে। যখন সেই একই খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের আশ্চর্য করুণার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, আমরা যে গল্প দুই হাত দিয়ে আলিঙ্গন করি। যখন আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়, ঈশ্বরের উপর সাধারণ বিশ্বাস দ্বারা বীরোচিত ফল লাভ করা যায়। আমাদের বিশ্বাসের পেশী ফুলে যায়।

জঙ্গলে যেমন পচা কাঠের গুড়ি থেকে নতুন গাছ বেড়িয়ে আসে তেমনি দূর্দশার মধ্যে যার জন্য অন্যদের মাশুল দিতে হয়েছে, সাহস বেড়ে উঠে। এটি প্রেরিত পৌলের জীবনে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তার লম্বা ঘটনাপঞ্জির সার বস্তু যা জীবনের ইতিহাসের চেয়ে বেশী; এটি একজন অত্যাচারিত সাধুর জীবনালেখ্য। জাহাজ ডুবি, প্রস্তরাঘাত, কুৎসা, বেত্রাঘাত, কারাবন্দী। পরিশেষে পৌল তার শরীরে সাক্ষ্যমরের চিহ্ন নিয়ে মারা গিয়েছিলেন।

জেলখানায় বন্দী থাকা অবস্থায় পৌল ফিলিপীয় খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তার দুঃখভোগ অন্যান্যদের জীবনে বেড়ে উঠা সাহসের উৎস, যারা তার দুর্ভোগ দেখেছেন। ফিলিপীয় ১ঃ ১২-১৪ পদে লেখা আছে, "ভাইয়েরা, আমি চাই যেন তোমরা জানতে পার যে আমার উপর যা ঘটেছে তার ফলে সুখবর প্রচারের কাজ আরও এগিয়ে গেছে। আর তাতে এখানকার রাজবাড়ীর সৈন্যদল ও অন্য সকলে জানতে পেরেছে যে খ্রীষ্টের জন্যই আমি বন্দী অবস্থায় আছি। এছাড়া আমার এই বন্দী অবস্থায় থাকবার দরুণ

যখন আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়, ঈশ্বরের উপর সাধারণ বিশ্বাস দ্বারা বীরোচিত ফল লাভ করা যায়। আমাদের বিশ্বাসের পেশী ফুলে যায়।

বেশীরভাগ ভাইয়েরা প্রভূর উপর আরও বেশী করে নির্ভর করতে শিখেছে এবং সেই জন্যই তারা নির্ভয়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে আরও সাহসী হয়েছে।"

দুঃখ কষ্টের মধ্যে অন্য একজন বিশ্বাসীর সাহস আমাদের প্রণোদিত করতে এমন কি বৃদ্ধি পেতে, সেই সাহস যা ঈশ্বর আমাদের জন্য দিয়েছেন। VOM এর ভিডিও "আগুনের মধ্যে বিশ্বাস" লিন দাও এর সম্বন্ধে বলে, যিনি একজন ভিয়েতনামী মেয়ে, যার বাবা একজন গোপন আস্থানার পালক, তার বিশ্বাসের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছিল। ১০ বৎসর বয়স্কা লিন, তার মা এবং তার ছোট বোন তাদের বাবার অভাব ভীষণভাবে অনুভব করত।

প্রতিদিন লিন তার বুককেসে একটা দাগ দিত তার বাবা কবে গিয়েছে তার হিসাবে রাখতে। তার বাবা জেলে যাবার আগে সে কেবলমাত্র শিশু ছিল এবং শিশুর মতই তার আচরণ ছিল, তার বেশী না। তার কোন কিছুর জন্য চিন্তা ভাবনা ছিল না।

কিন্তু তার জীবনে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন এসেছিল তখন যখন তার বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। লিন মনে করে "আমি দিন-রাত্রি প্রার্থনা করতাম। আমার বিশ্বাস খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পেয়েছিল"।

আমি জানতাম, একটি জিনিসের উপর আমার পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে, তা হচ্ছে বাইবেল থেকে শিক্ষা পাবার জন্য সময় ব্যয় করা। সুতরাং আমি যখন বড় হব আমি আমার বাবার মত হতে পারি, অংশীদারী হওয়া এবং প্রচার করা। একদিন লীন স্কুল থেকে ঘরে ফিরে সে তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সেখানে তার বাবা ছিলেন, সুস্থ এবং মুক্ত। এটা ছিল সবচেয়ে অবিশ্বাস্য চমক যা তার কখনও হয়নি। "আমি দৌঁড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলাম" লিন বলে, আমরা খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। আমি তীক্ষ্ণভাবে চিৎকার

করতে চেয়েছিলাম এবং পৃথিবীর সকলকে জানাতে চেয়েছিলাম- "আমি কোন কিছুতে ভয় পাইনা কারণ আমি জীবনে যা পদক্ষেপ নিই- ঈশ্বর প্রতি পদক্ষেপে আমাকে সর্বদা রক্ষা করেন।"

কোন কিছুর জন্য ভয় না? একজন যুবতী মেয়ের জন্য এটা একটা বড় কথা। এবং সেইসব সাহসী বাক্য তার জানার বহু পূর্বে বলা হয়েছে, সেই সাহস পরবর্তী সময়ে যা প্রদর্শন করবার জন্য তাকে আহ্বান করা হয়েছে। লীন স্থানীয় চার্চের একজন যুব নেতা হয়েছিল। নেতা হিসাবে তাকে ১০ থেকে ২০ বার থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একবার কর্তৃপক্ষ তাকে সারাদিন (সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত) জেরা করেছিল, এবং এটা পরপর ৫ দিন ধরে। তাকে কোন খাবার দেওয়া হয়নি এবং স্কুলে যেতে দেওয়া হয় নি। তারা তার কাছে যুব দলের লোকদের নাম, তাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে জানার জন্য দাবী করেছিল।

লীন, আমরা যেভাবে আশা করতে পারি সেইভাবে কাজ করেছিল। সে নির্ভিক ছিল। তার বাবা জেলখানায় থাকাকালীন পবিত্র আত্মা তার বাবাকে যে ধরণের সাহস যুগিয়ে ছিলেন- তার সেইরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে তার বিশ্বাস শক্তিশালী ছিল। সবুজ ডালপালা তার বাবার কষ্টের গুড়ি থেকে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

লীন পুলিশ অফিসারকে বলেছিল, "কেন আপনি সময় নষ্ট করছেন? আপনি জানেন আমরা কি করি। আমরা ভাল কাজ করি। আমরা যুবকদের মাদকাসক্ত হতে বা অপরাধ করতে শিক্ষা দিই না।"

ঈশ্বর এই ধরণের সাহস প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে দিতে চান, কেবলমাত্র তাদের নয় যারা ভিয়েতনামে আছে। যারা ঈশ্বরের সত্যকে সম্মান দিতে চান তাদের জন্য প্রত্যেক দেশে যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, এবং আধ্যাত্মিক প্রতিরোধ আছে।

খাড়া হ'য়ে দাঁড়াবার (প্রতিরোধ করার) সাহস

রিচার্ড ওর্য়ামব্রাণ্ড একটা গল্প বলত, যখন রুমানিয়ায় তার বয়স ১৪ বৎসর ছিল। একজন বন্ধু তাকে শহরের নিষিদ্ধ এলাকায় নিয়ে গিয়েছিল। যুবক ওর্য়ামব্রাণ্ড এত লজ্জিত হয়েছিল ও ভয় পেয়েছিল যে সে যত জোরে পারে দৌড়ে পালিয়েছিল। সে জানত যে সে একটা বিপদের জায়গায় আছে। যখন সে অনেক বৎসর সুবিধাজনক স্থান থেকে দৃষ্টি ফিরায়, তার নিজের অরক্ষিত ছায়ামুর্তির যা তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে, সে আশ্চর্য হতো কেন কোন পুরোহিত, পালক বা খ্রীষ্টিয়ান সাধারণ মানুষ এ সব পাপের ঘরগুলিতে প্রবেশ করতে বাঁধা দিচ্ছে না, কেন সাহসী খ্রীষ্টিয়ানরা সাহস করে রুখে দাঁড়াতে পারছে না কেন। প্রত্যেক টিন এজারদের থামান না এবং তাদের কেন আত্মিক জীবনের বিপদের কথা বলছে না?

তার বই, "Alone With God"এ পাষ্টর ওর্য়ামব্রাণ্ড লিখেছেনঃ মুক্ত জগতে, হরতালের সময় এটা একটা সাধারণ প্রথা কারখানার ভিতরে প্রবেশে বাঁধা দেয় তারা শ্রমিকদের, যারা হরতাল সমর্থন করে না, তাদের কারখানায় প্রবেশের বিপরীতে অনেক সময় হিংস্র আচরণ করে। এইভাবে আমরা খ্রীষ্টিয়ানরা নিশ্চয় নরক বর্জ্জন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিব, দৃঢ় প্রতিজ্ঞের মত প্রবেশের বাঁধা দিব.....।

আমরা নিশ্চয় বাঁধা দিতে শিখব। আমরা নিশ্চয় নরককে ঘিরে রাখব এবং কমিউনিষ্টদের তার মধ্যে ঢুকতে দিবো না। তারা যদি জেদ করে তবে তারা আমাদের মৃতদেহ পাড়িয়ে অতল গহব্বরে প্রবেশ করতে পারবে। আমাদের বাঁধাদান শুধুমাত্র ততটা শক্তিশালী হবে। আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি তবে ঈশ্বর নরককে উচ্ছেদ করবেন না। যদি তাঁর কেউ না থাকে, তাঁর আজ্ঞার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। কিন্তু সম্ভবতঃ এটি (নরক) খালি থাকবেনা (পৃষ্ঠা- ৭৬)।

এমনকি যদিও পবিত্র আত্মা আমাদের সাহসে সজ্জিত করে এবং এমনকি যদিও যে সাহস তিনি আমাদের দেন সেটা প্রজ্জ্বলিত হয় সেইসব সাহসের উদাহরণ দ্বারা যা আমরা দেখি তাদের জীবনে, যারা দুঃখ কষ্টের মধ্যে সাহস করে দাঁড়ান, সাহস স্বয়ংক্রিয় না। আমরা যদি আমাদের জীবনে কারও সাহস অবলোকন করি, আমরা তার জন্য কৃতিত্ব নিতে পারি না। অথবা এটি স্বতঃসিদ্ধ বলতে পারিনা। সাহস একটি অনৈচ্ছিক সাড়া না। আমাদের এটি ইচ্ছাকৃত ভাবে মুক্ত করতে হয়। এটার মানে এই না যে যখন সাহসের প্রয়োজন তখন পিছিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া।

এটা দুঃখের বিষয় অনেক খ্রীষ্টিয়ান প্রচারক শুধুমাত্র দর্শক হিসাবে থাকতে চান, খ্রীষ্টের জন্য পাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান না। আমাদের এটি উপলব্ধি করতে হবে পাপাচারকে বাড়তে দেওয়া আমাদের পরিত্রাণ কর্তার প্রতি আক্রমণ তুল্য।

যখন সম্প্রতি, আপনি সত্যের পক্ষে এবং আপনি যা ঠিক বলে জানেন, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অনিচ্ছুক? কি আপনাকে বিরত রাখে?

একটা ছোট শিশু তাদের নেতৃত্ব দিবে (পরিচালিত করবে)

রুমানিয়তে কমিউনিষ্ট শাসনের সময়ে, একজন খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোক এবং তার স্কুলে পড়া মেয়েকে জেলে পুরা হয়েছিল কারণ তারা তাদের পালককে বন্দী করার প্রতিবাদ করেছিল। সমস্ত কয়েদীরা ছোট মেয়ের কারারুদ্ধের অবস্থা দেখে বিচলিত হয়েছিল। এই অস্বাভাবিক দৃশ্যে জেলখানার ডাইরেক্টরের মনে কষ্ট হয়েছিল। "তোমার মেয়ের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে"। সে স্ত্রীলোকটিকে বলল, "খ্রীষ্টিয়ান হওয়া পরিত্যাগ করুন, তাহলে আমি আপনাকে ও আপনার মেয়েকে মুক্তি দিব"।

এই প্রস্তাবে স্ত্রীলোকটির মনে অর্ন্তদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। তিনি তার প্রভুকে ভালবাসতেন, তার মেয়েকেও ভালবাসতেন। তার নিষ্পাপ মেয়ের জন্য কি অপেক্ষা করছে তা তার মনে ঘুরে ফিরে আসতে লাগল। তার মেয়ের কষ্ট যদি বন্ধ হয় এটা ভেবে তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে জেলের পরিচালককে ডেকে তার বিশ্বাস অস্বীকার করার বিষয়ে রাজী হয়েছিল। তাদের দুজনকে মুক্ত করা হয়েছিল। দুই সপ্তাহের মধ্যে কমিউনিষ্টরা একটি আনুষ্ঠানিক দাবী পরিত্যাগ করা উৎসব করেছিল। স্টেজে হাজার লোকের সামনে স্ত্রীলোকটিকে জোর করে চিৎকার করে বলান হয়েছিল, "আমি আর খ্রীষ্টিয়ান নই"।

যখন তারা সেই লোকদের সমাবেশ ছেড়ে গেল, ছোট মেয়েটা তার মায়ের কোটে হেঁচকা টান মেরে বলল, "মা আমার মনে হয় না, যীশু আজকে তোমার কথায় খুশী হয়েছেন।" মেয়েটার কথা তার হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছিল। স্ত্রীলোকটি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল- তার সেই কাজ ভালবাসার মধ্যে নিহিত আছে। তার মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে এই ছোট মেয়ে জ্ঞান এবং সাহস দেখিয়েছিল যা কেবলমাত্র স্বর্গস্থ পিতার নিকট থেকে এসেছিল। সে মেয়েটি বলল, "আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি যদি আবার যীশুর জন্য জেলখানায় যাই, আমি কাঁদব না"।

মা তার আবেগ ধরে রাখতে পারেনি। তিনি আনন্দ ও গর্বের অভিভূত হয়েছিল এবং তার কাপুরোষিত দূর্বলতার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল। তার অক্ষমতার জন্য যা তার নিজের শক্তির বর্হিভূত ছিল, তিনি জেলখানার ডাইরেক্টরের নিকট ফিরে গিয়েছিল এবং তার অস্বীকার প্রত্যাহার করেছিল। দুরুদুরু বক্ষে কিন্তু অবিচলিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "আপনি আমাকে বুঝিয়ে ছিলেন আমার মেয়ের জন্য আমার বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে, কিন্তু আমার চেয়ে তার বেশী সাহস আছে"।

মা এবং মেয়ে উভয়ে কারাগারে ফিরে গিয়েছিল এবং যেমন সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, ছোট মেয়েটি আর কখনও ভেঙ্গে পড়েনি।

আমাদের ভয়কে মোকাবেলা করতে রুখে দাঁড়ান

ভীতির অনুপস্থিতি, সাহস না। এটি ভয় পাওয়া তবু যা করা উচিত তা করা- ঈশ্বর আমাদের যা করতে ডেকেছেন। সাহস আছে মানে নির্ভয় না, এটা কাজ করতে বিশ্বস্ত হওয়া, ইচ্ছুক হওয়া, আমাদের ভয় থাকা সত্ত্বেও। এটি ঈশ্বরোচিত সাহসের চিহ্ন। চীন দেশে ভ্রমন করার পর, VOM এর প্রতিনিধি কয়েকজন বিশ্বাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। কেবল একজন ভয় পাবার বিষয় স্বীকার করেছিলঃ একজন ২৬ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক, যিনি তার ঘরে অবৈধ খ্রীষ্টিয়ান সভা করেছিল। সভা করার অনুমতি দেবার জন্য তিনি গ্রেফতার হতে পারতেন এবং তার বাড়ীও হারাতে পারতেন, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে বিশ্বস্তভাবে তার ঘরের দরজা খুলে দিতেন।

যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি কখনও ভয় পেয়েছেন কিনা। তিনি উত্তর দিয়েছিল, "খুব সামান্য"। তারপর যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যদি তাকে আবিষ্কার করা হতো তিনি কি করতেন? তিনি বললেন, "আমরা এমনকি সে সম্বন্ধে চিন্তাও করতে চাইতাম না"। তবুও সভা ক্রমাগত চলছিল। সেখানকার গৃহকর্তা ব্যাখ্যা করেছিলেন- স্ত্রীলোকটি ভয় পেত কারণ সে তখন পর্যন্ত গ্রেফতার হন নি। সে আরও বলেছিল যখন সে গ্রেফতার হয়েছিল এবং ঈশ্বর বিশ্বস্ত, তার বিপদের সময়, তারপর সে আর ভয় পেত না। তার বক্তব্য ছিল- এই স্ত্রীলোক, তার অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের পদক্ষেপের জন্য, সাহস সঞ্চয় করেছিল, যা অন্যান্য বিশ্বাসীদের জীবনে প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে গ্রেফতার হয়েছে, পুলিশের দ্বারা প্রশ্ন করা হয়েছিল, এমন কি জেলখানায় বন্দী হয়েছিল। সেইসব কঠিন সময়ে তারা ঈশ্বরকে বিশ্বস্ত পেয়েছিল। এই জন্য তারা সাক্ষ্য দিবার সময় সাহসী ছিল।

সাহসী হয়ে খ্রীষ্টিয়ানগণ ঈশ্বর যা চান, সেইভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন, মূল্য অথবা আমাদের অনুভূতির কথা বিবেচনা না করে। পরবর্তীতে প্রার্থনা করা- ঈশ্বরের কাছে তার পরিচালনা ও শক্তি কামনা করা। তারপর যখন আমরা বিশ্বাসে পদক্ষেপ নিই, এমনকি অপেক্ষাকৃতভাবে ছোট বিরোধে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং শক্তি অনুভব করব। এটি আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে।

সাহসী খ্রীষ্টিয়ানগণ বিশ্বাসে কাজ করেন, তাদের আহ্বান জেনে ঈশ্বরের উপর এবং তাঁর ভালবাসায় নির্ভর করে এবং তাঁর আত্মায় শক্তিশালী হয়ে। আপনি এই সমস্ত বীরদের সঙ্গে যোগ দিবেন?

সাহসের বীজ বপন করা

- সেই সময়ের কথা চিন্তা করুন যখন আপনি সিদ্ধান্তের একটা পরিমাপ ও সাহস প্রদর্শন করেছিলেন, আপনি কোন্ বিপদ সমূহের সম্মুখীন হয়েছিলেন? পিছনে চিন্তা করুন আপনি কি অনুভব করছিলেন? আপনি ঈশ্বরের বিশ্বাসের কি সাক্ষ্য প্রমাণ দেখেছিলেন?

- এখন আপনি কি ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছেন যার মধ্যে আপনি জানেন যে খ্রীষ্টের জন্য আপনাকে সাহসীভাবে দাঁড়াতে হবে? আপনি কার সঙ্গে এই ঘটনার বিশদ অংশীদারী হতে পারেন, তাকে আপনার জন্য প্রার্থনা করতে বলেন এবং আপনাকে জবাব দিহি হতে বলেন?

- "টমাসের" ক্ষেত্রে কয়েদ প্রাপ্ত পালক, তার ধৈর্যশীলতার মধ্য দিয়ে তার সাহস দেখিয়েছিলেন। মার খাওয়া থেকে ফিরে এসে সে তার প্রচার অব্যাহত রেখেছিল। যা খ্রীষ্টিয়ান কারণ দেখায় আপনি কি এক সময় নিজেকে বিনিয়োগ

করেছেন যার জন্য ঈশ্বর আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন? আপনার ইচ্ছা দেখাতে কাকে আপনি আজ ডাকতে পারেন?

- অন্যদের সাহসীকতা প্রদর্শন এর মধ্যদিয়ে সাহসের বৃদ্ধি হয়। এই সপ্তাহে প্রেরিত পড়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প নেন। ঈশ্বরের কাছে চান যেন তিনি আপনাকে শুচী কল্পনা দেন, যাতে আপনি প্রেরিতদের প্রতিনিধি হিসাবে অনুভব করেন। সেখানে থেমে থাকবেন না। অন্যান্য দেশে তাদের জন্য প্রার্থনা করেন, যা আপনি বাইবেলে পড়েছেন, প্রথম বারের মত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

- ঈশ্বর সাহসী খ্রীষ্টিয়ানদের খুঁজছেন যারা অত্যাচারিত মণ্ডলীর ভার বহন করবে। যদি এই বই এর গল্প গুলি আপনার বিশ্বাসকে জীবনী শক্তি যোগায় এবং আপনার সাহসের ইন্ধন যোগায়, যা আপনাকে যীশুর জন্য পৃথক করে? লিখুন, "The voice of the martyrs". P. o. box-443, Martlesville, OK- 74005, অথবা E-mail করুন .....। তারা আপনাকে বিনামূল্যে মাসিক নিউজ লেটার পাঠাবে যা আপনাকে আরও কার্যকরভাবে অত্যাচারিত খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য প্রার্থনা করতে সাহায্য করবে এবং আপনাকে ব্যবহারিক উপায়সমুহ যোগায় যা আপনাকে নিষিদ্ধ জাতির খ্রীষ্টিয়ানদের সাহায্য করতে নিজেকে জড়াতে সাহায্য করবে।

অধ্যায়- ৫

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা

লম্বাভাবে টানা

তারা বিশেষভাবে দান পায়নি।
তারা লম্বাভাবে টেনে নিয়ে যার জন্য এটা সব।
বীরগণ ছেড়ে যায় না।
তারা ম্যারাথন দৌড়বিদ,
তারা যা করতে রাজী হয়েছে
তা থেকে পালিয়ে যায় না।
তারা যা আরম্ভ করে তা শেষ করে
যদিও তাদের পা হোঁছট খায়।
যখন তারা পতিত হয়, তারা যথেষ্ট নম্র থাকে
তারা নিজেদের প্রত্যাখান করে
এবং তাদের গর্ব পুঁতে রাখে
এবং আরেক বার তাদের লম্বা পদক্ষেপ ফিরে পায়।
বীরগণ বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে
দৌড়ায় এবং তারা লম্বা লাইনের (পথ) শেষ করে
যারা তাদের উৎসাহিত করে
অনন্তজীবনের উপবিষ্ট আসন গুলি থেকে।

-গ্রেগ আসিমাকোপৌলুস

তাদের নিষ্ঠুরতা, যারা খ্রীষ্টিয়ানদের ঘৃণা করে এবং সব গ্রাস করে। পঞ্চাশ বৎসর আগে একজন টিন এজ মেয়ে রিচার্ড এবং সাবিনা ওর্য়ামব্রাণ্ড এর সাথে রুমানিয়ার গুপ্ত মণ্ডলীতে কাজ করছিল এবং তথ্য তালাশের সম্মুখীন হয়েছিল। কমিউনিষ্ট পুলিশ আবিষ্কার করেছিল যে সে গোপনভাবে নতুন নিয়ম বিলি করছিল এবং ছেলে-মেয়েদের খ্রীষ্টের বিষয় শিক্ষা দিচ্ছিল। চিন্তা করে, তার এই ব্যবহারে তারা কিভাবে সাড়া দিবে সেই বিষয়ে তারা চিন্তা করছিল। অবশেষে তারা তাকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু সাধারণভাবে গ্রেফতার করে জেলখানায় বন্দী করাটা তার প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হবেনা ভেবে তারা একটা উপায় বের করেছিল তার শাস্তিকে যন্ত্রণাদায়কভাবে কষ্টকর করতে।

আরও তদন্তের পর তারা আবিষ্কার করলো যে মেয়েটি শীঘ্র বিয়ে করতে যাচ্ছে। হৃদয়হীনভাবে তারা সিদ্ধান্ত নিল তাদের গ্রেফতার আরও কয়েক সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে দিতে, যতদিন পর্যন্ত না বিয়ের দিন আসে। বিয়ের দিন ভোর বেলায়, কর্তৃপক্ষ তাদের গুপ্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাইল। তার ভাগ্যে কি অপেক্ষা করছে না জেনে এই যুবতী হবু-বউ খুব সুন্দর গাউন এ সজ্জিত হলো যা সে তার সমস্ত জীবনে স্বপ্ন দেখেছিল। এটি তার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ও আনন্দের দিন। হঠাৎ দরজা ঠেলা দিয়ে খুলে গেল এবং গুপ্ত পুলিশ দৌড়ে প্রবেশ করল। যখন বধু গোপন পুলিশদের দেখল, তার সাড়া দেওয়াটা বন্দীকর্তাদের আশ্চর্য করেছিল। সে তার হাত দুটি প্রসারিত করল যেন সে হ্যান্ডকাফকে স্বাগত জানাচ্ছে।

পুলিশ হাতকড়া তার কব্জীতে আলতোভাবে লাগিয়ে দিল। তার বিধ্বস্ত বরের প্রতি এক পলক দেখে সে হাতকড়াকে চুমু দিয়ে বলল, "আমি আমার স্বর্গীয় বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমার বিয়ের দিনে এই মূল্যবান উপহার আমার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিই যে আমি তাঁর জন্য কষ্টসহ্য করার যোগ্য।"

তার বিয়ের পোষাক পরা অবস্থায় তাকে টেনে হেঁচড়ে নেওয়া হলো। তার খ্রীষ্টিয়ান পরিবার এবং বন্ধুরা কাঁদছিল যখন তারা দেখল এই স্বপ্নের অগোচর ঘটনা যা তাদের সম্মুখে ঘটছিল। তারা ভগ্ন হৃদয়ে বরকে, যিনি আত্মসংবরণ করার জন্য বুঝাচ্ছিলেন, তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিল। তার উদ্বিগ্ন হবার কারণ ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সেই কমিউনিষ্ট গার্ডদের হাতে যুবতী খ্রীষ্টিয়ান মেয়ের কি হবে। সেই চরম ঘটনার ৫ বৎসর পর হবু বউ মুক্তি পেয়েছিল। আর সে সুন্দর গাউন পরা ছিল না যে অবস্থায় তাকে শেষ দেখা গিয়েছিল, সে আর তার সৌন্দর্যের অহঙ্কার করেনা, যা তার ছিল। সে তার পরিবারের সামনে দাড়িয়েছিল এবং তিরিশ বৎসরের বেশী বয়স্কা লাগছিল। তার শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল, কিন্তু ইচ্ছা বা আত্মা না। তার একটা স্বপ্ন ছিল যা ভেঙ্গে চুরমার হয়নি। তার বরেরও একই অবস্থা ছিল। সে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। সে বলেছিল কমপক্ষে এটাই সে খ্রীষ্টের জন্য করতে পারত।

ধৈর্য্য (সহিষ্ণুতা) কেবলমাত্র তখনই আসে যখন আমরা ঈশ্বরকে তাঁর করুনাময় সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা, আমাদের কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে দিই।

এই মর্মভেদী ছবি, "শোণীতের স্বাক্ষর" এই উচ্চমান সম্পন্ন অত্যাচারিত মণ্ডলীর সম্বন্ধে লেখা পুস্তক থেকে নেওয়া, যা VOM এর প্রতিষ্ঠাতা রিচার্ড ওর্য়ামব্রাণ্ডের লেখা। এই গল্পে আমরা দেখি একজন কারাবন্দী এবং একজন যে তার বউকে অস্বীকার করেছিল উভয়ের ধৈর্য দেখি। অন্য জন, নিজেকে তার বউ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল।

বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের একটি সুস্পষ্ট ফল, অদম্য আত্মা। পরিপূর্ণ সমর্পিত হৃদয়ের উর্ব্বর ভুমিতে, ধৈর্য ও অধ্যবসায় পরিপক্ক হয় এবং বাড়ে। তারা, যারা খ্রীষ্টের প্রভুত্বের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে সমর্পিত হয়েছে এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে তারা আত্মিক নৈতিক দৃঢ়তা লাভ করে।

অধ্যাবসায়ের প্রক্রিয়া

খ্রীষ্টকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তারূপে স্বীকার করার পূর্বে, মিনুসিয়াস ফেলিক্স রোম এ তৃতীয় শতকের একজন এডভোকেট ছিলেন। খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার পূর্বে ও পরে, তার অভিজ্ঞতার দিকে পিছনে তাকিয়ে, তিনি কিভাবে ধৈর্যশীল হয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ফিলিক্স লিখেছিল, "আরাম আয়েসে আমাদের মন শিথিল হয় কিন্তু মিতব্যয়িতায় এটি শক্ত হয়..."। দুঃখ অনুভব করা ও সহ্য করা কোন অপরাধ না। এটি যুদ্ধ। মনের জোর মন্দ ভাগ্যের দ্বারা শক্তিশালী হয় এবং প্রায় আমাদের সদগুণ শিক্ষা দেয় ..... সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে, ঈশ্বর যাচাই করেন, এবং এতে আমাদের স্বরূপ প্রকাশ পায় (**আদি মণ্ডলী ফাদারদের সঙ্গে দিনের পর দিন, পী বার্ড এম এ,** হেন্ড্রিকসন প্রকাশনা, ১৯৯৯, পৃ ১২৮)। যদিও কোন সন্দেহ নাই সে এটা প্রথম শিখেছে, ফিলিক্সের দাবী-আদি না। ২০০ বৎসর পূর্বে একজনের লেখার কৃতিত্ব আছে, পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে, নতুন নিয়মের বেশী অংশ, প্রতিফলিত করেছিল, কেমন করে তার নিজের দুঃখ কষ্টের ফলে ঈশ্বরীয় চরিত্র গড়ে উঠে। রোমে খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে লেখা চিঠিতে, প্রেরিত পৌল বর্ণনা করেন কিভাবে বিশ্বাসীর জীবন বেড়ে উঠে। তিনি এটাকে একটি প্রক্রিয়া বলে সনাক্ত করেছেন।

কেবলমাত্র সেটা না, কিন্তু আমরা আমাদের কষ্টের মধ্যে আনন্দ করি, কারণ আমরা জানি কষ্ট ধৈর্যকে, ধৈর্য পরীক্ষা সিদ্ধতাকে, এবং পরীক্ষা সিদ্ধতা প্রত্যাশাকে জন্ম দেয়। আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, যেহেতুক আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয় সেচিত হয়েছে। (রোমীয় ৫; ৩-৫)।

VOM এর কোনার এডওয়ার্ডস পৌলের অভিজ্ঞতা প্রমানিত করেন।

ধৈর্য কেবলমাত্র তখনই আসে যখন আমরা ঈশ্বরকে তাঁর করুণাময় সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা, আমাদের কঠিন অবস্থায় মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে দিই। ম্যারাথন দৌড়ের ট্রেনিং-এ এরকম ধৈর্যের সম্বন্ধে আমরা শুনেছি।

ধৈর্য্য কেবলমাত্র তখনই আসে, যখন আমরা ঈশ্বরকে তাঁর করুণাময়.....

যিরমিয় ১২ঃ ৫ পদে আমরা দেখি, "তুমি যদি পদাতিকদের সহিত দৌড়িয়া গিয়া থাক, আর তাহারা তোমাকে ক্লান্ত করিয়া থাকে, তবে অশ্বগণের সহিত কি করিয়া পারিয়া উঠিবে? আর যদ্যপি শান্তির দেশে নির্ভয়ে থাক, তথাপি যর্দ্দনের শোভাস্থানে কি করিবে?" এই পদ অধ্যাবসায় বুঝার চাবিকাঠি। যদি আমরা আমাদের জীবনে আজকে পরীক্ষাকে আলিঙ্গন করতে, কাজের সময়, বাড়িতে, স্কুলে এবং এইভাবে, ইচ্ছুক না হই, তাহলে আমরা আরও বড় পরীক্ষা, যা আমাদের কাছে আরও বেশী আধ্যাত্মিক মনে হয়, তা আমরা কিভাবে গ্রহণ করব? আমরা যদি আমাদের প্রতিদিনকার ভাবনা চিন্তা মোকাবেলা করতে না পারি, তবে বিদেশে মিশনারী হবার আহবান সম্পর্কে আমরা কিভাবে আচরণ করব? ঈশ্বর আমাদের উপর আরও বিশ্বাস স্থাপন করবেন এবং আমাদের সহ্য করতে ট্রেনিং দিবেন, আরও বড় পরীক্ষা যা আমরা ধৈর্যপূর্বক সহ্য করতে পারব।

কোনার ঠিক বলেছেন। একটা ম্যারাথন দৌড়ে, যে কেউ নতুন পোষাক ও উপকরণ কিনতে পারে, উৎফুল্ল হয় যখন গুলির আওয়াজ হয়, এবং দৌড় আরম্ভ করে। কিন্তু কেবল মাত্র তারাই, যারা ঠিক অবস্থায় থাকবে তারাই শেষ করতে পারবে, যারা ঠিক অবস্থায় থাকবে বা অনেক দূর দৌড়াতে পারবে। কয়েক মাইলের পর, অংশ গ্রহণকারীগণ কৃতজ্ঞ হবে যে তারা কষ্টকর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ধৈর্যের সম্ভাবনা গড়ে তুলতে পারবে। লম্বা দূরত্বের ট্রাক ও মাঠ কি পার্থক্য করে এবং শক্তভাবে বীরগণ শেষ করতে পারে- তারা তা ভালভাবে প্রস্তুত করেছে। এইভাবে সমস্ত পৃথিবীর অত্যাচারিত চার্চের সদস্যগণ

সহ্য করার ক্ষমতা গড়ে তুলেছে। যখন তারা এটিকে দুর্ভোগ দ্বারা অতিক্রম করেছে এবং দুঃখ কষ্টের অবরোধ দূর করেছে, তারা উছোট খেতে যেতে পারে, কিন্তু কখনও তাদের পদক্ষেপ হারায়নি। তাদের মর্যাদা হানিকর থুথু, মারাত্মক পাথর, এবং ভয়ঙ্কর দাগের উপর ক্রমাগতভাবে দাঁড়িয়েছে যারা তাদের উপহাস, কারাবন্দী ও অত্যাচার করেছে।

পূর্ব ইউরোপ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং প্যালেস্টাইনের আধুনিক খ্রীষ্টিয়ান বীরগণ আধ্যাত্মিকভাবে ম্যারাথন দৌড়বিদ। যদিও তারা কখনও তর্ত্তুলিয়ান নামে আদি মণ্ডলীর এক ফাদারের নাম কখনও শুনেনি, কিন্তু দুঃখের প্রকোষ্ঠ থেকে তার দর্শণে অংশ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর আমাদের চলার পথে দুঃখ কষ্ট রেখেছেন, আমরা যদি এড়িয়ে যাই তবে আমরা তাঁকে অসম্মান করি। আপনার আধ্যাত্মিক জীবনবৃত্তান্তে কখন ম্যারাথনের পরিবর্তে সীমিত দূরত্বে দৌড়েছেন? আপনার জন্য আধ্যাত্মিকভাবে আকৃতি গ্রহণ করা অথবা ধৈর্য গড়ে তোলা কোন্‌টা করবেন?

ম্যারাথনের অনুসন্ধান

যারা বিশ্বাসের জন্য অত্যাচারিত হচ্ছে তারা কেবলমাত্র একা নয় যারা বিশ্বাসের শেষ লাইন অতিক্রম করার প্রার্থী এটি একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ। কয়েক গ্রীষ্ম আগে প্রবীণ মিশনারীদের সাংস্কৃতিক সুসমাচারের পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়েছিল, প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে তাদের নিঃস্বার্থ কাজের জন্য। উৎসব পালনের অংশ হিসাবে তাদের ধাতুর অথবা চীনামাটির স্মারক উপহার দেওয়া হয়েছিল যা ঈশ্বরের আহ্বানে ম্যারাথন দৌড়ের সঙ্গে তুলনীয় যাতে সারা জীবন দৌড়াতে হয়। ক্ষোদিত জিনিসটি এইভাবে পড়া যায় ঃ

যখন ঈশ্বর ডাকেন, গুলির শব্দ শুনা যায় এবং ম্যারাথন দৌড় আরম্ভ হয়। একটা সেবার জীবন, মাপা পদক্ষেপের জীবন, যা অতিক্রম করতে হয় এবং রাস্তার ধারের খানাখন্দ হতাশা, অশ্রু, প্রত্যাখান, নিঃশেষ হওয়া, অলসতা এবং ক্ষতি। একটি ক্রুশ, আমি মনে করি, যে এটা বলেছিল। একজন যিনি প্রথমে শেষ করেছেন, এবং অন্য জন যিনি তার নিজের লম্বা দৌড়ের শেষ প্রান্তে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছে, "আমি তৃষ্ণার্ত"। এটা, যেটা যে শেষ লাইনের পরে দেখেছিল যা তাকে তার গতি পথে থাকতে আমন্ত্রণ করেছিল। একটি বিশ্বস্ত শেষ এবং তার পিতার গর্ব, "সাবাস" এটি সত্য বিরতিহীন পরিশ্রমের মূল্য আছে এবং পুরষ্কারও আছে। যখন আপনি যন্ত্রণার মধ্যে ছুটেন এবং শক্তি সঞ্চয় করেন। কিন্তু শান্ত হতে ভুলবেন না। ম্যারাথন অনুসন্ধানের এটি আরেকটি আনন্দের সম্পূর্ন তৃপ্তি আপনার পদক্ষেপকে অটল করবে একটা একনাগাড়ে বাধ্যতা। আপনার সত্য থাকার জ্ঞান যার জন্য ঈশ্বর আপনাকে ডেকেছেন এবং যার জন্য আপনিও প্রতিজ্ঞা করেছেন।

চলার পথে আপনার ধৈর্য ধরার সুযোগ হবে এবং এই প্রক্রিয়া খ্রীষ্ট এবং তাঁর রাজ্যের জন্য আপনাকে বদলে দিবে। আপনার দৃঢ় সংকল্প, পরিত্যাগ না করার, এবং এই জাতি যারা ঈশ্বরের ডাক শুনেছেন এবং দৌড়ে যোগ দিয়েছেন। আপনি ভাল পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং আপনি এখন আপনার পূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছেন। আপনি কি আপনার পাশে আমাদের দৌড়াবার অনুমতি দিবেন? অবশেষে, অভীষ্ট লক্ষ্যে আপনি যা অর্জন করেছেন তা আমরা খুঁজছি। শক্তিশালী দূর্বল না, শক্তিশালী শুকিয়ে যাওয়া নয়। জামিনে খালাস পাওয়া নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা। অধ্যাবসায়! বিরতিহীন পরিশ্রম দূরত্বে যাওয়া। ভালভাবে শেষ করা।

বিশ্বাসের বীরগণ, যাদের নাম ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাদের আমরা একই ধরণের শ্রদ্ধা ও সম্বধর্না জানাতে পারি। এই অধ্যায় আবার দেখুন। এটি ব্যক্তি বিশেষদের একটি তালিকা। ভিন্ন

জাতি, ভিন্ন পেশা এবং ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা। সকলেই অত্যাচারিত হন নি, কিন্তু সকলেই দীর্ঘ সময়ের বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। সকলেই লেগে ছিল। দূরত্বে গিয়েছিল এবং ভালভাবে শেষ করেছিল। রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড তাই করেছিলেন।

৯১ বৎসর বয়সে, অত্যাচারিত মণ্ডলীর এই বিশ্বস্ত এডভোকেট খ্রীষ্টের পক্ষে পৃথিবীতে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে স্বর্গের দ্বারের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেন। তার ভগ্ন কাঠামো, তার যুবক পালকের সময় কষ্ট সহ্য এবং ধৈর্যের সাক্ষ্য বহন করে। তার পৃথিবীর দূর্গম পথের প্রায় শেষ দিকে তিনি দূর্বল হয়েছিলেন এবং তাঁর চামড়া কুঁচকে গিয়েছিল। কিন্তু পালক ওয়ার্মব্রাণ্ড, ঈশ্বরের আর্শীবাদে, যাত্রাপথে স্থির ছিলেন এবং সেটা ভালভাবে শেষ করেছিলেন। তারজন্য স্বর্গের এই পাড়ে পৃথিবী একটা গবেষনাগারের মত যেখানে ঈশ্বর তাকে দুঃখ কষ্টের বিজ্ঞান থেকে ঈশ্বরকে একা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে শিখিয়েছেন।

ভ্রমণে আনন্দ

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, এটা একটা গবেষনাগার না যা তাদের রেকর্ড করা আছে যারা জেলে গিয়েছে অথবা তাদের পেটে চাবুকের দাগ আছে। তালিকাভুক্ত হওয়া সকলের জন্য খোলা আছে- যারা একাই ঐকান্তিকতা ও মনোযোগ নিয়ে বাস করতে চায়।

পিটার ম্যাটসন একজন সুইডেনের বহিরাগত, যিনি অনুভব করেছিলেন যে তিনি ঈশ্বর দ্বারা আহুত তার নতুন জন্মভুমি আমেরিকা ত্যাগ করে চীনদেশে সুসমাচার প্রচার করতে। ১৮৮০ সালে আমেরিকার Evangelical Covenant চার্চের অনুকুলে তিনি জাহাজে সান-ফ্রান্সিকো থেকে যাত্রা করেছিলেন। এইভাবে তিনি নিজের ম্যারাথন আরম্ভ করেছিলেন। চীনদেশের প্রধান ভুমিতে পৌছে তিনি এশিয়া দেশের লোকদের পোষাক ও কৃষ্টি গ্রহণ করেছিলেন এবং আশা

করেছিলেন যে তাদের প্রভুর কাছে আনতে পারবেন। বাঁধার সম্মুখীন হয়ে এবং তাকে ভুল বুঝে, তিনি বন্ধুত্ব গড়তে এবং তাকে জানতে শুনতে হবে এই অধিকার গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। বেশী নিরাশা উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। যুবক পিটার ম্যাটসন বৃদ্ধ ম্যাটসনে পরিণত হলেন যে পর্যন্ত তার প্রথম খ্রীষ্টিয়ান বাপ্তিস্ম দিবার সুযোগ এসেছিল। বিদেশের ভুমিতে পা রাখার ৩০ বৎসর পর বিশ্বাসের প্রতীক সফলতার সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পিটার তার দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভুত রেখেছিলেন এবং তার নিরাশা, হৃদয়ের ব্যথা এবং গৃহমুখী হবার কাতরতাকে অনুমতি দিতে ইচ্ছা করেছিল, তার ক্ষমতাকে অধ্যাবসায়ী হিসাবে গড়ে তুলতে।

সেই একই অধ্যবসায়ের ধ্যাণ ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন একজন স্বামী স্ত্রী ডেব এবং মিটজী শিনেন বেরিং সমূদ্রের দূর দ্বীপে তাদের সমস্ত বয়োবৃদ্ধ কাল কাটিয়ে ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের বাক্য পুর্বে অলিখিত ভাষায় অনুবাদ করা, যাতে আর্টিকের আদি বাসিন্দারা শুনতে পারে ঈশ্বর তাদের হৃদয়ের (মাতৃভাষা) ভাষায় কথা বলছেন। চিন্তা করুন, এই বিষয়ে অঙ্গীকার ৩০ বৎসরের বেশী সময়ের প্রয়োজন হবে। তবু একই ধরণের পূনরাবৃত্তি ঘটেছিল যেমন নিউগিনি, ইন্দোনেশিয়া এবং মেক্সিকোতে।

৩০ বৎসরের বেশী সময় পর্যন্ত, একজন জীবনী লেখক হাগষ্টিভেন, ওয়াইক্লিফ বাইবেল অনুবাদকদের সঙ্গে, একজন জীবনী লেখক হিসাবে কয়েক কুড়ি মিশনারীদের উপর গবেষণা করেন ও তাদের সাক্ষাৎকার নেন। তিনি (ষ্টিভেন) যা শিখেছিলেন তা নিয়ম মাফিক একই ধরণের যা মণ্ডলীর ইতিহাস লেখকগণ শতাব্দী ধরে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বর যা বলেছেন তা করতে এই সকল ও ধৈর্যের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই " কাজটা করা" যা পূর্ণতা আনে।

যখন তিনি অবসর নিতে যাচ্ছিলেন, ষ্টিভেন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন একটি জীবনভর শিক্ষা সাড়া জীবন ধরে যা সংগ্রহ করেছেন একজন মিশনারী ও লেখক হিসাবে শিখেছেন, একটা বইয়ের মধ্যে আনবেন যা বাইবেল অনুবাদকদের সাহায্য করবে তাদের বীরত্ব, বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার গল্প বলতে।

বই The Nature of story and Creativity (Santa Ana,CA) Self Pablished 2001. এ তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিভাবে মিশনারীদের ধৈর্য, যাদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন (এবং যা তিনি প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন)। একটি উদাহরণ দিচ্ছি একটি মূলতত্ত্বের যার সম্পর্কে তিনি লেখক হিসাবে বহুদিন থেকে অবহিত ছিলেন। ষ্টিভেন মিশন ক্ষেত্রে কার্যকারিতার একটা সমান্তরাল রেখা টেনেছিলেন, যা একটা ভাল নভেলের কার্যকারিতা।

তিনি লিখেন, "আমি বিশ্বাস করি এটা একটা ভ্রমণ, তার সব আশ্চর্য, বিপদ এবং দ্বন্দ্বের ঝুঁকি এবং পছন্দ নিয়ে যা প্রকাশ করে তা একজন ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক কথায় ভ্রমণটি গল্প, কারণ ভ্রমণ ছাড়া কোন লক্ষ্যে পৌছানো যায় না। (পৃষ্ঠা ঃ ৯১)

এই বাস্তবতা বাইবেল অনুবাদকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না যারা নতুন নিয়ম প্রকল্প শেষ করতে তাদের জীবনের ৩৫ বৎসর বিনিয়োগ করেছিল। এটা পৃথিবীর ছোট ছোট মণ্ডলীর পালকদের জন্য প্রযোজ্য যারা, যখন তারা দৌড়ায়, যার জন্য ঈশ্বর তাদের আহব্বান করেছিলেন, শেষ লাইনের কাছে এসেছিল তারা লম্বা লম্বা পদক্ষেপ বজায় রেখেছিল। তদুপরি শ্রমিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী- প্রশাসনিক কর্তা এবং বাড়ি নির্মাতাগণ, আবিষ্কার করেছিল যে ভ্রমণের আনন্দ এবং ব্যক্তিগত গর্ব যা অধ্যাবসায়ে পাওয়া যায়। রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড ১৪ বৎসর জেলে থেকে যে আদর্শ দেখিয়েছেন তা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে প্রভাবিত করার জন্য উপযোগী। আমাদের কি পেশা বা আমরা কোন্ জাতি,

তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা প্রত্যেকে শক্তিশালীভাবে শেষ করতে পারি। কিন্তু এর জন্য আমাদের প্রয়োজন, অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

পৌল তার দৌড় শেষ করার জন্য ফিলিপীয়তে লিখেছেন। ফিলিপীয় ৩ঃ১৩(খ)-১৪ পদ "কিন্তু একটি কাজ করি, পশ্চাৎস্থিত বিষয় সকল ভুলিয়া গিয়া সম্মুখস্থ বিষয়ের চেষ্টায় একাগ্র হইয়া লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়িতে দৌড়িতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের উর্দ্ধদিকস্থ আহ্বানে পথ পাইবার জন্য যত্ন করিতেছি"।

ম্যারাথন দৌড়ে, দৌড়বিদ যারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত এবং হতাশ হতে পারে। ফুস্‌ফুস্‌ ফেটে যাবার মত এবং পায়ে ব্যথা ধরা, প্রত্যেক লম্বা পদক্ষেপ একটা সংগ্রামের মত এবং তারা দৌড় পরিত্যাগ করার কথা বিবেচনা করে। কিন্তু যারা লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে, তারা ঠেলা দিতে উৎসাহ এবং শক্তি পায়, তাদের যা আছে সব দিবার জন্য। তারা শক্তভাবে শেষ করে।

আপনি যখন আপনার জীবনের দৌড়ের কথা বিবেচনা করেন, কি আপনাকে ভয় দেখায় ও শেষ লাইনের প্রতি দৌড়ের দৃষ্টিপাতে বিলম্বিত করে, "ঈশ্বরের উপহার" পাবার লক্ষ্য থেকে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করে? খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে যখন পৌল রোমের বিশ্বাসীদের লিখেছিল সঠিকভাবে তাদের আদর্শের নিচ অবস্থাকে ব্যাখা দিতে। রোমীয় ৫ অধ্যায়ে, তিনি সাধারণ শিষ্যদের লিখেছিলেন, যাদের কোন ধর্মের শিক্ষা অথবা উচ্চ শিক্ষা ছিল না। তারা ঠিক আমাদের মত মানুষ। একজন স্ত্রীলোকের মত যার নাম ইষ্টার পালমার।

পথ দেখান (দিক নিদর্শণ)

ইষ্টার, তার বাড়ি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায়, একটি উচ্চ মাধ্যমিক প্রেসবেটিরিয়ান মণ্ডলীতে যোগ দিত। এটি একটি সম্মৃদ্ধশালী মণ্ডলী ছিল যেখানে সুসমাচার প্রচারিত হত এবং বাজেটের ৫০% মিশন সমুহেকে সাহায্য করত। পালমার দুই পুত্রের জন্য এখানে একটা বড় যুব কর্মসূচী ছিল।

ইষ্টার খুব সাংঘাতিকভাবে তার বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল। সে প্রাপ্ত বয়স্কদের সান্ডেস্কুলে ও প্রতিবেশীদের বাইবেল অধ্যয়নে যোগ দিতে পছন্দ করত। একটি মণ্ডলীতে কতগুলি মিশনের কমিটিতে সেবা করে সে আনন্দিত হত। পৃথিবীর খ্রীষ্ট ধর্মের তার পালকীয় হৃৎস্পন্দনের সদগুণের প্রভাবে, ইষ্টার অত্যাচারিত মণ্ডলীর বিপদের কথা শিখেছিল। সে বিশ্রামহীন ধৈর্য যা বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের প্রতীক, সে সম্বন্ধে সচেতন ছিল। সে অল্পই বুঝেছিল। যে তার জীবন শেষ হবার পূর্বে, সেও কষ্ট সহ্য করার ধৈর্য্যের সম্মুখীন হবে, যা প্রভুর উপর একই প্রকারের নির্ভরতার প্রদর্শন করে।

যখন ইষ্টারের বয়স ৩০ বৎসর সে বাতজ্বরে কষ্ট পাচ্ছিল। যখন রোগটা তার সারা শরীরে প্রকাশ পেয়েছিল, খুব সাংঘাতিকভাবে রোগ লক্ষণগুলি বেড়েছিল। প্রত্যেক দিন তার জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। ইষ্টারের এক বন্ধু এইভাবে বলেছিল, সে ইঞ্চি ইঞ্চি করে মারা যাচ্ছে। সে মণ্ডলীর বন্ধুদের মধ্যে পবিত্র স্থান খুঁজেছিল, কিন্তু সেখানে যাওয়া তার পক্ষে প্রতিযোগিতামুলক হলো। তার শরীর শক্ত হচ্ছিল। তার ক্ষিপ্রতা দূরীভুত হয়েছিল। তার আঙ্গুলগুলি স্থায়ীভাবে বেঁকে গিয়েছিল এবং তার হাঁটু স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘাড় বাঁকা করতে পারছিল না। উপরিভাগের সমস্ত অংশ অনড় হয়েছিল, তার শরীর তীব্র যন্ত্রণাদায়ক তার শরীর একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল।

প্রথমে ইষ্টার তার নিজের জন্য দুঃখ অনুভব করতো। সে প্রতিদিন দয়ার পার্টি দিত, কিন্তু সাধারণতঃ সে কেবল উপস্থিত থাকত। তার বাইবেল পাঠের দলের, তার ঘনিষ্ট বন্ধু স্বামী-স্ত্রীর উৎসাহের দ্বারা সে তার অসুবিধা তার জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বলে গ্রহণ করতে মনস্থির করলো, সাক্ষ্যমরের মত প্রায় একভাবে যা সে মণ্ডলীতে শুনেছিল। ক্রুশের সৈন্যের মত সে ধৈর্যপূর্বক কষ্টসহ্য করেছিল। ইষ্টার তার প্রতিদিনের ভক্তিমুলক প্রার্থনা শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। যেহেতু তার স্বামী তার নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিল, সে প্রায় অনুভব করত, সে তার ধৈর্যের পরীক্ষায় একা। তার পূর্বের যন্ত্রণার উপর গড়ে উঠা প্রমাণ করেছিল যে সে সহ্য করতে পারে।

আশ্চর্যজনকভাবে, ইষ্টারের ডান হাতের তর্জনী অন্যগুলির মত তালুর দিকে বাঁকা হয় নি। এটা শক্ত ছিল এবং তা দিয়ে সে ফোনের বোতাম চাপ দিতে পারত। এবং ইষ্টার সেই সোজা আঙ্গুল ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহার করতে পারত। মণ্ডলীর শরণার্থী পূর্ণবাসন কমিটির সদস্যা হিসাবে, সে স্বেচ্ছাকৃতভাবে চেয়ারপারসন হয়েছিল। সেই এক আঙ্গুল দিয়ে এজেন্সিদের কাছে অনুরোধ করতে পারত। আসবাবপত্র, পোষাক এবং গৃহস্থালীর জিনিসপত্র দান করার জন্য। সে এমন কি কমিটির সভার ব্যবস্থা করতে পারত। ইষ্টার আবিস্কার করেছিল, তার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তার মূল্য আছে। সে বুঝেছিল, যদিও তার শরীর প্রায় মৃত, দৌড়ে সামিল হবার জন্য তার মাত্র একটা তর্জনী আঙ্গুল প্রয়োজন। এবং যীশুর উপর লক্ষ্য রেখে মারা যাবার দিন পর্যন্ত "অধ্যবসায়ের সঙ্গে ধৈর্যপূর্বক দৌড়েছিলেন" (ইব্রীয় ১২ঃ১ পদ)।

যদি আপনি কখনও একজন বিশ্বাসীর দেখা পান যিনি একজন খ্রীষ্টিয়ান অথবা খ্রীষ্টিয়ান হয়ে কষ্ট সহ্য করছেন, আপনি তার সম্বন্ধে চিন্তা-কর্ষক কিছু আবিষ্কার করবেন। যেই ব্যক্তি শারিরীক দাগগুলি, সম্মানের ব্যাজ যা তিনি অহঙ্কারের সঙ্গে পড়েন। কারণ এই, "ভ্রমণের আনন্দ" যা সেই ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় পেয়েছেন যার জন্য অদৃশ্য ঈশ্বরের

উপস্থিতিকে ধন্যবাদ। একটি উপস্থিতি যাতে তারা উপস্থিত হন যারা সহ্য করেন তা যে কোন মূল্যে। টো ডিন ট্রং এবং লিডেক্সিযানকে জিজ্ঞাসা করেন।

ধৈর্য্যের পর্যবেক্ষণ

খ্রীষ্টে বিশ্বাসের জন্য, ৬ মাসের মেয়াদে টো ডিন ট্রংকে জেলে পাঠান হয়েছিল। বাড়িতে তার স্ত্রী এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ছিল। জেলখানার ভিতরে তিনি অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে তার বিশ্বাস বিনিময় করেছিলেন (খ্রীষ্টকে প্রচার করেছিলেন) এবং দেখেছিলেন কয়েকজন খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে। তার তিন মাস শাস্তির মধ্যে VOM তার নামও ঠিকানা প্রকাশ করেছিল। এর ফলে হাজার হাজার চিঠি গর্ভনরের কাছে পাঠান হয়েছিল। জেল থেকে তার মুক্তির জন্য জোর দেওয়া হয়েছিল। এই সাধারণ আদিবাসীর জন্য এই রকম আর্ন্তজাতিক ঢেলে পড়া সমর্থনে আশ্চর্য হয়ে কর্তৃপক্ষ তাকে মুক্তি দিল। তারা আরও আশ্চর্য হলো টো ডিন ট্রং এই মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে ছাড়া পাওয়া অস্বীকার করলো- সে দেখেছিল জেলখানার অনেক লোক খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে। সে আশ্চর্য হয়ে ভেবেছিল যে, যদি তার চলে যেতে হয় তবে কে এইসব নতুন বিশ্বাসীদের শিষ্য করবে? তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে এটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ, তাদের সাহায্য করা এবং তাদের বিশ্বাস গভীরভাবে গ্রথিত করা, তার বাড়ির আরাম আয়েশ এবং তার পরিবারের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হওয়ার চেয়ে। সুতরাং তিনি তার শাস্তির মেয়াদের বাকী তিন মাস আনন্দের সঙ্গে সহ্য করেছিলেন যাতে আরও ভালভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে পারেন এবং তার মণ্ডলী গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারেন।

এর্মনকি যখন এইসব কথা লিখা হচ্ছে, আরেকজন সাহসী খ্রীষ্টিয়ান, পাষ্টর লী ডেক্সিয়ান চীনদেশে বন্দী হয়েছিল। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাকে কতবার গ্রেফতার করা হয়েছে, তিনি

সাধারণভাবে কাঁধ ঝাকিয়েছিলেন- এটা এতবার যে তিনি গণনা করতে ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু তার মুখের হাসি তার অনুভুতি প্রকাশ করেছিল। তিনি গ্রেফতার হওয়া গুনছেন না; খ্রীষ্টকে গুনছেন। তিনি পুলিশের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন না। তিনি খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্বাসে পরিপক্ক হবার বিষয়ে বেশী সচেতন। তিনি গ্রেফতারের বিষয়ে আলোচনা করতে চান না, তিনি ঈশ্বরের আর্শীবাদের বিষয় বেশি আলোচনা করতে চান, তিনি বলেন, অত্যাচার একটি রাজার আর্শীবাদ, যখন আমরা খ্রীষ্টের নিকট আসি, তিনি আমাদের নতুন জীবন দেন। অত্যাচার সেই নূতন জীবনের একটি অংশ। পাষ্টর লী এবং অন্যান্য বিশ্বাসীগণ যারা নির্যাতিত হয়েছেন তারা নির্যাতন সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন না। তারা এটাকে ভয় করেনা, তারা এটা প্রকাশও করেনা। তারা সাধারণভাবে সংগ্রাম এবং কষ্টকে গ্রহণ করে। যেন এটা নতুন জীবনের অংশ যার জন্য খ্রীষ্ট তার রক্ত দিয়ে দিয়েছেন। প্রতি দৌড় প্রতিযোগিতার দৌড়ান থেকে আসে।

লী খুব সহজে নির্যাতন এড়াতে পারতেন। তিনি একটি ভিন্ন শহরে চলে যেতে পারতেন। সেখানকার পুলিশরা তাকে ভালভাবে চিনে না। তিনি মণ্ডলীর নেতৃত্ব অন্যদের হাতে তুলে দিতে পারতেন এবং কম দৃষ্টি আকর্ষক ভুমিকা নিতে পারতেন। তিনি সম্ভবতঃ চীন দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারতেন কারণ চীনা কর্তৃপক্ষ তার মত সমস্যা সৃষ্টিকারী বন্দী "মুক্তি পেলে বেশী খুশি হতো"।

কিন্তু লী লেগে ছিল। কর্তৃপক্ষ তার বিশ্বাসীদের বড় সমাবেশ বন্ধ করে দিয়েছিল। মনে করেছিল তাতে কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারা একটা বড় গির্জা, বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু এর জায়গায় ৪০টি ছোট গৃহ মণ্ডলী গজিয়ে উঠেছিল।

লী প্রায় এসব ছোট মণ্ডলী দেখতে যেতেন। বিশ্বাসীদের লেগে থাকতে উৎসাহ দিতেন এবং বিশ্বাসে ধৈর্য রাখতে বলতেন। তার প্রচার সাধারণ। আমি যা করি তোমরা তা কর।

খ্রীষ্টের সেবা কর, যে কোন মূল্যে, মানুষে তোমার প্রতি যা কিছুই করুক না কেন। যখন গ্রেফতার আসবে ঈশ্বরের প্রশংসা কর, নতুন মানুষদের, যাদের ঈশ্বরের ভালবাসা দিয়ে, তাঁর কাছে আনতে পারবেন।

যদি আমরা ধৈর্য চাই, আমরা কেবল মাত্র আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তন করতে পারি না এবং প্রত্যেকবার এটা আরও অসুবিধাজনক হয়। আমেরিকা এবং অন্যান্য মুক্ত দেশে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অনেক সময় পরিবর্তন করা সোজা হয়, এটা আমাদের নিজের চেষ্টা এবং কোন কিছু নিয়ে কাজ করার চেয়ে। কিন্তু মাঝে মাঝে ঈশ্বর আমাদের কোন স্থানে থেকে তার জন্য কাজ করতে আহবান করেন। এটা সোজা অথবা আরামদায়ক, যা কোনটা না হ'তে পারে। ধৈর্যশক্তি জাদু নয়, এটা উচ্চমূল্য বা বড় কোন পুরস্কার দেয় না। অলিম্পিকের ১০০ মিটার দ্রুত দৌড়ের চ্যাম্পিয়ান, ম্যারাথনের বিজয়ীদের চেয়ে আরও বেশী পরিচিত। একজনকে বলা হয় পৃথিবীর "দ্রুততম". অন্যদিকে অন্যদের ম্যারাথন যাতে কদাচিৎ খেলার পাতায় আসে।

আমাদের চারিদিকে যারা আছে তারা প্রায় ছেড়ে দিবার জন্য উৎসাহ দেয়, এগিয়ে যেতে বলে অথবা নৈসর্গিক শোভা বদল করতে বলে। শক্ত পার্শ্ববর্তী এলাকা ছেড়ে দাও যেখানে তোমার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। সেই বিবাহ পরিত্যাগ করুন যা আপনার সকল প্রয়োজন যাদুর মত পাওয়া যায় না। সেই মানুষকে সাক্ষ্য দিতে থামেন যিনি আপনার খ্রীষ্ট সম্বন্ধে কথাবার্তা অবজ্ঞা পূর্বক প্রত্যাখান করে। সেই বন্ধুকে মণ্ডলীর সম্বন্ধে কিছু বলবেন না যিনি আপনার নিমন্ত্রণ ঠেলে ফেলে দেয়। অন্যেরা বলে পরিত্যাগ করো, ঈশ্বর বলেন করতে থাক। ধৈর্য ধরা কোন দান নয় যে কোন ব্যক্তি একদিনে বা এক ঋতুতে লাভ করতে পারে। আপনি এক সকালে ঘুম থেকে উঠে ঐ অবস্থায় অনিশ্চিতভাবে থাকতে পারেন না। না, কিন্তু ধৈর্য হচ্ছে

অন্যেরা বলে পরিত্যাগ করে, ঈশ্বর বলেন করতে থাক।

সারা জীবনের বাধ্যতার ফসল। আপনার খ্রীষ্টিয় জীবনের কয়েক বৎসর পিছনে তাকান। আপনার ধৈর্য শক্তি গড়ে তুলতে আপনি কি করছেন? ঈশ্বর তার জন্য বাড়িতে, আপনার সমাজে অথবা কর্মক্ষেত্রে কি "করতে থাক" বলেছেন?

ঘাসের চাপড়ার সঙ্গে এটি আসে

পৌল, আমাদের ধৈর্যের প্রবীন শিক্ষক, খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন "যারা যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে ধার্মিক জীবন যাপন করতে চান, তারা প্রত্যেকে নির্যাতিত হবেন" (২য় তীমথিয় ৩ঃ১২ পদ)। পৌল এই কথাগুলো জেলখানা থেকে লিখেছিলেন, যখন তিনি হত হবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পৃথিবীতে তার দৌড় শেষ হয়ে যাচ্ছে জেনে, তিনি গভীর ও মর্মভেদী উপদেশ দিচ্ছেন, যখন এই বয়স্ক প্রেরিত তার হৃদয় তার খুব অনুগ্রহভাজন তীমথির জন্য বহন করছেন, তিনি তার শর্তসাপেক্ষে প্রোগ্রামগুলি মধুমাখা করেননি যা প্রয়োজন হবে তাদের জন্য যারা বিশ্বাসের ম্যারাথন শেষ করবেন।

বিশ্ব বিখ্যাত বোষ্টন ম্যারাথন দৌড়বিদেরা জানেন কি আশা করতে হবে। ২৬ মাইল দৌড়ের শেষের দিকে তারা কুখ্যাত ১৯ মাইল এর মুখোমুখী হয়। কোর্সের এই বিস্তারটি বিশেষভাবে কঠিন কারণ এটি দৌড়বিদের খাড়া ঢাল বেয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠতে হয়। যারা দৌড়ের গতিপথ জানে তারা বুঝে কি আসছে। তারা প্রচন্ড বেগে দৌড়াতে পারে। যদি আমরা বুঝি আমাদের নিজেদেরকে ১৯ মাইল সম্মুখীন হতে হবে, আমরা প্রত্যাশা করবো এবং ধৈর্যের বাঁধ ধরবো এবং আমাদের প্রস্তুত করব।

যুবক তীমথি তার দৌড়ের জুতার ফিতা কোন রকমে বাঁধা আরম্ভ করেছে যখন পৌল তাকে ডেকেছিলেন, সেখান থেকে শিক্ষা করার জন্য যা তিনি ইতিমধ্যে শেষ করেছেন। তিনি তাকে সাবধান করে

দিয়েছিলেন যে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে তাকে আশা পরিত্যাগ করতে হবে, কিন্তু তাকে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করার জন্য তাকে এবং আমাদেরও নিমন্ত্রণ দিয়েছেন।

"কিন্তু তুমি আমার শিক্ষা, আচার ব্যবহার, সংকল্প, বিশ্বাস, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, প্রেম, ধৈর্য, নানাবিধ তাড়না ও দুঃখভোগের অনুসরণ করিয়াছ; আর সেই সমস্ত হইতে প্রভু আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। আর যত লোক ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই সকলের প্রতি তাড়না ঘটিবে। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা ও বঞ্চকেরা পরের ভ্রান্তি জন্মাইয়া ও আপনারা ভ্রান্ত হইয়া, উত্তর উত্তর কুপথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু তুমি সাহস কর যাহা শিখিয়াছ ও যাহার প্রমাণ জ্ঞাত হইয়াছ, তাহাতেই স্থির থাক; তুমি ত জান যে, কাহাদের কাছে শিখিয়াছ (২য় তীমথিয় ৩ঃ১০-১৪ পদ)।

পৌল আরও ভালভাবে জানত তীমথির কাছে আশা করা তার উদাহরণ একাকী অথবা তার শিক্ষা তার দ্বারা প্রনোদিত হবে। ধৈর্য, সাহসের মত, মানুষের আবিষ্কারের ফল না। অন্য একজনের মত হওয়ার জন্য প্রকৃতপক্ষে কঠোরভাবে চেষ্টা করা, অথবা আপনার যা ভাল আছে তার সব দিয়ে দেওয়া, নির্যাতনের পরীক্ষায় উত্তীর্ন হবার জন্য যথেষ্ট না। এবং পৌলের মত কোনরকম না থেমে, কালির দোয়াতে তার কলম ডুবাতে ক্রমাগত লিখেছেন, "তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্র কলাপ জ্ঞাত আছ, যে সব খ্রীষ্ট যীশুর সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে। ঈশ্বর নিঃশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্র লিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়।" (২য় তীমথিয় ৩ঃ১৫-১৭ পদ)।

বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের গল্পের মত উদ্বুদ্ধ বা প্রনোদিত হওয়া অন্যদের জন্য উদাহরণ স্বরূপ হতে পারে। কিন্তু এইসব পরিশেষে আমাদের যে

সব নির্যাতন আসবে তা সহ্য করতে অনুমতি দেয় না। এটা আমরা দুই অধ্যায় আগে আবিষ্কার করেছি। কোন কিছুই ঈশ্বরের বাক্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। শিক্ষকগণ সঙ্কটাপন্ন, কিন্তু শর্তসাপেক্ষের পুস্তিকা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ফিরে যান এবং মানুষ ও স্ত্রীলোক, যারা ভয়ঙ্কর বন্দীদশা, তাদের গল্পগুলি পর্যালোচনা করেন। আপনি দেখবেন তারা কতটা বাইবেলের উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরের নিঃশ্বাস নিঃশ্বসিত বাক্য তাদের আধ্যাত্মিক উদ্যম হয়েছিল।

ধৈর্য গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ দৌড় দৌড়াতে এবং প্রবলভাবে শেষ করতে কি দরকার হয়? আমরা দেখেছি এটা শর্ত দিয়ে আরম্ভ হয়, ছোট প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং ঈশ্বরের বাক্য খাবার দ্বারা। আমাদের পূর্বে যারা দৌড়েছেন, যখন আমরা তাদের উদাহরণ অনুসরণ করি এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে, এবং আমরা সঠিক ভুমিকা, আদর্শ ও বিজ্ঞ পরামর্শের মধ্যে খুঁজে পাই। এটি বিজয়ের সঙ্গে শেষ হয় যখন আমরা শেষ লাইন, আমাদের লক্ষ্য ও ঈশ্বরের পুরস্কারের উপর আমাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভুত রাখি।

আধ্যাত্মিক ম্যারাথন দৌড়বিদদের জন্য শর্ত সাপেক্ষ পরামর্শ

- ধৈর্য একটি প্রক্রিয়া। আমরা বর্দ্ধিত উদ্যম লাভ করি সেইসব অবস্থা থেকে যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের নিয়ে যেতে অনুমতি দেন। পৌল যেমন রোমীয়দের লিখেছেন, একজন আরেকজনকে গেঁথে তুল। আপনার পূর্বের জীবন চিন্তা করুন। আপনার সাময়িকী রেকর্ড আপনার কর্মক্ষমতা, কঠিন অবস্থায় আপনার ধৈর্য শক্তি যা আপনার পরীক্ষার মধ্যে পাওয়া যায় যা আপনার টেপরেকর্ডের অংশ।

- দুই বা তিনটি প্রতিযোগিতামুলক অবস্থার তালিকা করুন যা আপনার এখন করতে হবে যার জন্য আপনার অধ্যবসায় প্রয়োজন। তার সম্বন্ধে চিন্তা করুন যিনি এইসব প্রতিযোগিতার জবাবদিহি নিবেন। কল্পনা করুন যেই ব্যক্তি আপনার নিজের আধ্যাত্মিক (ট্রেনার) শিক্ষক।

- আপনাকে যদি বন্দী করে রাখা হয় তবে স্মরণ শক্তি থেকে আপনি কি গান করতে পারবেন? আপনার গান এবং উপসনার গান কি ব্যাপক (বিস্তৃত)? একটা উপায় আপনার বাইবেল এবং গান ধরে রাখা (মনে রাখা) বাড়ান বাইবেলের গানের CD কিনুন। আপনি যখন কাজের জন্য গাড়ীতে যাবেন অথবা বাড়িতে কাজ করবেন সেগুলি বাজান। এটা আশ্চর্যজনক গানের মধ্যে যে সব কথা আছে তা মুখস্থ করতে কত সোজা।

- আপনার উনিশ মাইল কি হবে আপনি আশা করেন? (উদাহরণ স্বরূপ স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা, আত্মীয়তার দ্বন্দ্ব এবং আরও অনেক কিছু) আপনি এখন কি আরম্ভ করতে পারেন যা আপনি সফলতার সঙ্গে দৌড় শেষ করতে পারেন।

- খুব সম্ভব আপনি এখন একটা বড় বাঁধা প্রতিরোধের অভিজ্ঞতা লাভ করছেন (উদহারণ স্বরূপ, বিয়েতে আপনার অসুবিধা, টিন এজাদের সঙ্গে সংঘাত অথবা কাজের মধ্যে নৈতিক উভয় সঙ্কট)। খুব সম্ভবত আপনার বিশ্বাসের জন্য এটা প্রকাশ্যে নির্যাতন না, কিন্তু আপনার সহ্য শক্তিকে এটা প্রতিরোধ করেছে। এটা একা মোকাবেলা করার চেষ্টা করবেন না। যদি আপনার কেউ না থাকে যার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন বা প্রার্থনা করতে পারেন, আপনি নিজেকে একাকী বন্দী করে রাখবেন না। কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করে

এবং তার বন্ধুত্বপূর্ণ প্রার্থনা এবং সাহায্য যাচঞা করেন। এটা করার জন্য আপনি কাকে চাইবেন?

অধ্যায়- ৬

বাধ্যতা

জীবনের একটি পথ

বীরগণ করেন
ঈশ্বর তাদের যা করতে বলেন,
তিনি (ঈশ্বর) যা দাবী করেন
তারা সেই মত করে,
এর কারণ আছে
বীরদের জন্য বাধ্যতা
কোন অসময় না।
এটি জীবনের একটি পথ (উপায়)
পিতার কাজের জন্য তারা
সব সময় দাঁড়ায়
একজন ভাববাদী যেমন বলেছিলেন
একজন দেখেও দেখেন না এরূপ বৃদ্ধ রাজাকে।
"কি সবচেয়ে সুন্দরভাবে গান করে
ব্যাঃ ব্যাঃ ডাকা ভেড়ার ডাক নয় কি
যাকে উৎসর্গ করা হচ্ছে,
কিন্তু এটা জীবন যা দ্রুত বাধ্যতা পালন করে।

-গ্রেগ আসিমাকোপৌলুস

ঈশ্বর কি চেয়েছিলেন তা বিশ্বাস করে সম্পূর্নভাবে পালন করতে একজন স্ত্রীলোকের সিদ্ধান্ত ছাড়া, The voice of Martys মিনিষ্ট্রি সম্ভবতঃ কখনও আরম্ভ হত না। তাঁর মুখপাত্র হিসাবে ঈশ্বর যাকে মনোনীত করেছেন, অত্যাচারিত মণ্ডলীর জন্য, কোন সময় হয়ত কথা বলত না। রিচার্ড ওর্য়ামব্রাণ্ড তাঁর স্বর পাবার জন্য তার স্ত্রীকে স্বীকৃতি দেন।

রুমানিয়াতে লুথারেন পালক এবং তার স্ত্রী সাবিনা, "Congress of Cults" সভায় যোগ দিয়েছিলেন। চার হাজার পালক ও মিনিষ্টার, কাল্পনিক ডিনো মিনেসনের ১৯৪৫ সনে জমা হয়েছিল। জোসেফ ষ্ট্যালিনকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে, প্রতিনিধি মঞ্চে অগ্রসর হয়ে ঘোষণা দিয়েছিল, খ্রীষ্ট ধর্ম ও কম্যুনিজম এর চিন্তাধারা এক, এবং তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। সাধারণ প্রচার ছিল পরস্পর একত্রে অবস্থান করা। "আমরা সকলে পাশাপাশি চলতে পারি। সাবিনা ভিতর ভিতর আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছিল"। সে তার স্বামীকে বলল, "এইসব মানুষ যীশুর মুখে থুথু দিচ্ছে"। "যাও, তাঁর মুখ থেকে লজ্জা ধুয়ে ফেল।" রির্চাড মনে উপলব্ধি করেছিল, যদি সে এর বিরুদ্ধে কথা বলে তবে সেই সভায় লোকদের অনুভুতি কি হবে। সে তার স্ত্রীকে চুপি চুপি বলেছিল, আমি যদি কম্যুনিজমের বিপরীতে কথা বলি, তুমি তোমার স্বামীকে হারাবে।

ইস্পাত কঠিন চোখে সে তার স্বামীর দিকে চেয়ে রইল এবং বলল, "আমার এরূপ কাপুরুষ স্বামী থাকুক এ আমি চাই না"।

তার স্ত্রীর মন্তব্যে সে আশ্চর্য হয়ে গেল- কিন্তু এই কথা রিচার্ড ওর্য়ামব্রাণ্ডকে মনে করিয়ে দিবার প্রয়োজন ছিল- তার ত্রাণকর্তার কাছে বাধ্যতার মূল্য হিসাবে। তার আসন থেকে উঠে সে কনভেনসন হলের সামনে গেল এবং চার হাজার প্রতিনিধিদের সম্বোধন করে তাদের কথার প্রতিবাদ করল, যা ছিল কম্যুনিজমের প্রতি অসম্মান দেখান।

বাধ্যতার এই কাজকে মহামূল্য দিতে হয়েছিল। সেই দিন পাষ্টর ওর্য়ামব্রাণ্ডকে- অকল্পনীয় নির্যাতনের প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং তার সর্বমোট চৌদ্দ বৎসরের জেল হয়েছিল। কিন্তু রিচার্ড ও সাবিনা উভয়ে জানত তাদের অন্য কোন পছন্দ ছিল না। যখন ঈশ্বর বিহীন লোকেরা (যারা ঈশ্বরকে জানেনা) আইন তৈরী করে, সেই আইন ভাঙ্গার জন্য তৈরী করে। যখন ধার্মিকতাকে শত্রুর লাইনের পিছনে জিম্মি করে রাখা হয় তাকে মুক্ত করতে যা কিছু প্রয়োজন করুন।

যখন ধার্মিকতাকে শত্রুর লাইনের পিছনে জিম্মি করে রাখা হয় তাকে মুক্ত করতে যা কিছু প্রয়োজন করুন।

এমন কি দায় সারা ভাবে বাইবেল পড়া, *বাধ্যতা এবং বাধ্য* হওয়া শব্দ একটা বিশিষ্টরূপ নেয় ঃ

- আর আমি অদ্য তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিতেছি, তোমরা যদি যত্নপূর্বক তাহা শুনিয়া তোমাদের সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভূকে প্রেম ও তাঁহার সেবা কর, তবে আমি যথাসময়ে অর্থাৎ প্রথম ও শেষ বর্ষায় তোমাদের দেশে বৃষ্টি দান করিব, তাহাতে তুমি আপন শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈল সংগ্রহ করিতে পারিবে। আর আমি তোমার পশু ধনের জন্য তোমার ক্ষেত্রে তৃণ দিব, এবং তুমি ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইবে (দ্বিতীয় বিবরণ ১১ঃ১৩-১৫ পদ)।

- তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুরই অনুগামী হও, তাঁহাকেই ভয় কর, তাঁহারই আজ্ঞা পালন কর, তাঁহারই রবে অবধান কর, তাঁহারই সেবা কর ও তাঁহাতেই আসক্ত থাক (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩ঃ৪ পদ)।

- দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাপালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা অবধান করা উত্তম (১ম শমূয়েল ১৫ঃ২২ পদ)।

- কিন্তু সদাপ্রভুর দয়া, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের উপরে অনাদিকাল অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত থাকে; এবং তাঁহার ধর্ম্মশীলতা পুত্র পৌত্রদের প্রতি বর্ত্তে, তাহাদের প্রতি, যাহারা তাঁহার নিয়ম রক্ষা করে, ও তাঁহার বিধি পালনার্থে স্মরণ করে (গীতসংহিতা ১০৩ঃ১৭-১৮ পদ)।

- অতএব এখন তোমরা আপন আপন পথ ও ক্রিয়া শুদ্ধ কর, আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান কর; তাহা হইলে সদাপ্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন তাহা করিতে ক্ষান্ত হইবেন (যিরমিয় ২৬ঃ১৩ পদ)।

- সদাপ্রভু নিজ সৈন্য সামন্তের অগ্রে আপন রব শুনাইতেছেন; কারণ তাঁহার শিবির অতি মহৎ কেননা তাঁহার বাক্য অধিক বলবান, কেননা সদাপ্রভু দিন মহৎ ও অতি ভয়ানক আর কে তাহা সহ্য করিতে পারে? (যোয়েল ২ঃ১১ পদ)

- তিনি (যীশু) কহিলেন, সত্য, কিন্তু বরং ধন্য তাহারাই, যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে। (লুক ১১ঃ২৮ পদ)

- তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। (যোহন ১৪ঃ১৫ পদ)

- কারণ যাহারা ব্যবস্থা শুনে, তাহারা যে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক এমন নয়, কিন্তু যাহারা ব্যবস্থা পালন করে তাহারাই ধার্মিক গণিত হইবে। (রোমীয় ২ঃ১৩ পদ)

- অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতর রূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য উভয়ের সাধনকারী। (ফিলিপীয় ২ঃ ১২-১৩ পদ)

- আজ্ঞাবহতার সন্তান বলিয়া তোমরা তোমাদের পুর্বকার অজ্ঞানতাকালের অভিলাষের অনুরূপ হইও না, কিন্তু যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও; কেননা লেখা আছে "তোমরা পবিত্র হইবে কারণ আমি পবিত্র"। (১ম পিতর ১ঃ ১৪-১৬ পদ)

- আমরা ইহাতেই জানিতে পারি যে তাঁহাকে জানি, যদি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি। (১ম যোহন ২ঃ৩ পদ)

স্পষ্টভাবে, তাঁর সন্তানদের প্রতি ঈশ্বরের উদ্দীপিত ডাক আজ্ঞাবহতা । তিনি কি চান, তা আমরা বুঝি; তারপর তিনি চান যেন সেটা আমরা করি। এটা সেটার মত সাধারণ। যাদের বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস আছে তারা গুরুত্বপূর্ণভাবে ঈশ্বরকে গ্রহণ করে এবং তিনি যা বলেন তা করেন।

বাধ্যতা (আজ্ঞাবহতা) কোন দান না অথবা ঈশ্বর প্রণোদিত কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য না। এটা একটি পছন্দ যা আমরা প্রতিদিন সম্পন্ন করব। বাধ্যতার কোন "যদি" নাই। ("যদি" এটি হয় তবে আমি পালন করব) যখন বাধ্যতা কোন বিপত্তি আনে, একজন বীরের বিশ্বাস আছে ও জানে কে তাকে সেই বিপদের মধ্যে পরিচালনা দিবে। বিশ্বাসে বীর

খ্রীষ্টিয়ানদের সাহসী বা ভয় শূন্য না হলেও চলে; তাদের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই বিশ্বাসের উপর বাধ্য হয়ে কাজ করতে হবে এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে।

ঈশ্বর কি চান

ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা আমাদের জীবনের সকল দিকের শক্তিশালী নিহিত অর্থ আছে। ঈশ্বর তার নৈতিক নিয়মের (দশ আজ্ঞার) মধ্যে আমাদের কাছে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, যা দশ আজ্ঞার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যীশু আজ্ঞা সংক্ষিপ্ত এবং এই কথা বলে এর গুরুত্ব সমুন্নত করেছেন, "তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে" এটি প্রথম ও সবচেয়ে বড় আদেশ। এবং দ্বিতীয়টি এরূপ, "তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করিবে"। সব আজ্ঞা ও ভাববাদীগণ এই দুটি আজ্ঞার উপর মনোযোগ দিয়েছেন। (মথি ২২ঃ৩৭-৪০ পদ)

তারপর ঠিক স্বর্গে ফিরে যাবার পূর্বে, যীশু তাঁর শিষ্যদের এই উপদেশপূর্ণ বক্তব্য রেখে গিয়েছেন, বলিলেন (যীশু), "স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি"। (মথি ২৮ঃ ১৮-২০ পদ)

সুতরাং আমরা যদি ঈশ্বরের বাধ্য হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই, আমরা নিশ্চয় ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করব, "আমার কাজগুলি কি ঈশ্বর এবং আমার প্রতিবেশীদের কাছে ভালবাসা প্রকাশ করছে? "এবং" আমি কিভাবে অন্যদের কাছে তাদের শিষ্য করতে সুসমাচার প্রচার করব?"

এইভাবে বীর বিশ্বাসীগণ, প্রত্যেক দেশে তাদের বিশ্বাসের জন্য জীবন যাপন করেন। বাস্তবিক পক্ষে, তারা যারা নির্যাতিত, অত্যাচারিত, এবং নিহত; আক্রান্ত হচ্ছে কারণ তারা কিভাবে জীবন যাপন করে, কারণ ফল যা হোক চিন্তা না করে তারা ঈশ্বরের বাধ্য।

বাধ্যতার ঢোলের শব্দ

ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা রিচার্ড ও সাবিনা ওর্য়ামব্রাণ্ডের কাছে একটা সঙ্গীতালয়ের মত যাতে তারা মার্চ করেছিল। তাদের সমস্ত জীবনে তারা একটা উচ্চ আদালতে উত্তর দিয়েছিল যা সর্ব সাধারণের মত অথবা ঈশ্বর ভক্তি বিহীন নিয়ম কানুনের মত ছিল না। অনেকবার পশ্চিমের খ্রীষ্টিয়ানগণ পাষ্টর ওর্য়ামব্রাণ্ডকে দোষী করেছিল। বন্ধ বর্ডার দিয়ে বাইবেল পাচার করার কারণে। এই মানুষটি যিনি নিজেকে একজন বিশ্বাসী বীর বলে পৃথক করেছিলেন বাধ্যতার ব্যক্তির দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা, বিবেকে কোন অশান্তি বোধ করেননি, কোন কোন দেশের যেখানে বাইবেল বিলি করা নিষিদ্ধ ছিল, আইনের প্রতি অবাধ্য হযে সেখানে বাইবেল বিলি করে।

ভালবাসা এবং যুদ্ধের প্রতি ভাল হয়ে পাষ্টর ওর্য়ামব্রাণ্ড নিজেকে বাস্তবিক প্রকাশ করেছিলেন। ঈশ্বরের ভালবাসার সবচেয়ে বড় কর্তৃত্ব, এবং যারা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তারা তাদের বলতে পারে না যারা ঈশ্বরের বাধ্য, তারা কি করতে পারে আর কি করতে পারে না। একটা বই যার নাম, "যেখানে খ্রীষ্ট এখনও কষ্ট ভোগ করেছেন" (গেন্সভিল, ফ্লোরিডা; ব্রীজ লগস প্রকাশনা ১৯৮৪), রিচার্ড লিখেছিলেন, "সাধারণ মানুষের মাপকাঠিতে যা অতিমাত্রায় অনৈতিক যদি এটা মানুষের পরিত্রাণ আনে, তবে এটা ভালবাসার কাজ। যদি এই উদ্দেশ্যে তাঁর পূত্রকে দেন, তবে সাধারণ খ্রীষ্টিয়ানদের আদর্শকে পাশ কাটানো আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। আমি সেই সমস্ত লোকদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য (বাইবেল) পাচার করি যারা তার জন্য ক্ষুধার্ত যাতে অন্যান্য দেশের

লোকেরা স্বর্গে প্রবেশ করতে পারে। কেউ কেউ বলে এটা করা বেশী অনৈতিক। আমরা বিবেচনা করি এটা অনৈতিক, যখন আত্মাগণ ঈশ্বরের বাক্য ছাড়া। যেহেতু গর্ভমেন্ট নিষেধ করেছে এই কারণে, বুভুক্ষু সন্তানদের সাহায্য করা অনৈতিক, আপনি কি এটা বিবেচনা করেন? আত্মার জন্য খাবার কি শরীরের জন্য খাবারের মত গুরুত্বপূর্ণ না "?

অবাধ্য শিষ্যগণ

লোকদের জন্য যারা নৈতিকভাবে যা ঠিক করার জন্য ইচ্ছায় নিঃশেষিত হয়েছে। সিভিল আইন অমান্য করার প্রয়োজন হয়- পবিত্র আইনের উর্দ্ধতন নির্দেশ পূর্ণ করার জন্য। প্রেরিত চার অধ্যায় আমরা পিতর ও যোহনের সাহসী আচরণে তা দেখেছি। যখন যিহুদীদের নেতৃবৃন্দ তাদের গ্রেফতার করেছিল এবং যীশুর পুনরুত্থানের সম্বন্ধে প্রচার পরিত্যাগ করতে বলেছিল, এক জনও পিছিয়ে যায়নি। তারা দাড়িযে উঠে বলেছিল, "ঈশ্বরের কথা অপেক্ষা আপনাদের কথা শুনা ঈশ্বরের সাক্ষাতে বিহিত কিনা, আপনারা বিচার করুন, কারণ আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা না বলে থাকিতে পারি না" (প্রেরিত ৪ঃ১৯-২০ পদ)।

ঠিক পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখি অন্যান্যরা পিতর ও যোহনের কাছে পথ নির্দেশনা নিচ্ছে। প্রভু শক্তিশালীভাবে সমস্ত আত্মায় শক্তিশালী শিষ্যদের সাধারণ মানুষের জীবনে ব্যবহার করছেন। অনেকে সুস্থ হচ্ছিল এবং ঈশ্বরের বাক্য প্রচারিত হচ্ছিল, অসাধারণ ফল দিচ্ছিল। ডাঃ লুক তার সুসমাচারের উত্তর ভাগে যেমন দেখিয়েছিলেন, প্রেরিতদের কার্য বিবরণী যীশুর জীবনের পরিবর্তনকারী মিনিষ্ট্রির অনুবর্তন যা তিনি তাঁর স্বর্গরোহণের পূর্বে আরম্ভ করেছিলেন, "হে থিয়ফিল, প্রথম প্রবন্ধটি আমি সেই সকল বিষয় লইয়া রচনা করিয়াছি, যাহা যীশু সেই দিন পর্যন্ত সাধন করিতে ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যে দিনে তিনি আপনার মনোনীত প্রেরিতদিগকে পবিত্র

আত্মা দ্বারা আজ্ঞা দিয়া উর্দ্ধে নীত হন"। (প্রেরিত ১ঃ১-২ পদ)। কারণ যারা, শিষ্যরা, যা দিয়েছিল তারা গ্রহণ করেছিল, এটা বাস্তবিক মনে হচ্ছিল যেন যীশু নিজেই তাদের মধ্য দিয়ে তখনও প্রচার করেছেন। পবিত্র আত্মার মধ্যে দিয়ে যীশু তখনও কাজ করেছেন।

প্রেরিতদের সুনামের জন্য যিহুদীদের প্রধান ধর্মযাজক যীশুর শিষ্যদের গ্রেফতার করিয়েছিল। যেহেতু তাদের মুখ বন্ধ করতে নাসারতের রব্বি সম্বন্ধে তার আদেশ পালন করেনি (চতুর্থ অধ্যায়ে পরিষ্কার বলা হয়েছে), তাদের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু এখানে এটা চিত্তাকর্ষক হ'য়েছিল। ঈশ্বর জেলখানার তালা খুলবার জন্য স্বর্গদূত পাঠিয়েছিলেন শিষ্যদের মুক্ত করতে। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ স্বর্গদূত দিয়েছিল, "তোমরা যাও ধর্মধামে দাঁড়াইয়া লোকদিগকে জীবনের কথা বল" (প্রেরিত ৫ঃ২০ পদ)।

স্পষ্টতঃই এই পদটি খ্রীষ্টিয়ানদের কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হওয়ার অধিকার দিচ্ছে, যেন ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হওয়া যায়। আমরা প্রেরিত পাঁচ অধ্যায়ে আরও অগ্রসর হলে, দেখতে পাই শিষ্যরা যিহুদী নেতাদের বাধ্য না হয়ে ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে শহরের রাস্তায় এবং ধর্মধামে, ফিরে গিয়েছিল। তাদের যখন দ্বিতীয় বারের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল, তখন তাদের কার্পেটের উপর দিয়ে (সান হেড্রিন) মহাসভার সম্মুখে ডাকা হয়েছিল। যদিও তাদের আবার জেল হয়নি, তবে মুক্তি দেবার আগে বেত মারা হয়েছিল। কিন্তু তারা কি যিহুদীদের আইন মেনে নিয়েছিল? মোটেই না, ডাঃ লুকের বর্ণনা অতুলনীয়, "তখন তাহারা মহাসভার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। আনন্দ করিতে করিতে গেলেন, কারণ তাহারা সেই নামের জন্য অপমানিত হইবার যোগ্যপাত্র গণিত হইয়াছিলেন। আর তাহারা প্রতিদিন ধর্মধামে ও বাটীতে উপদেশ দিতেন, এবং যীশু যে খ্রীষ্ট এই সুসমাচার প্রচার করিতেন, ক্ষান্ত হইতেন না" (প্রেরিত ৫ঃ ৪১-৪২ পদ)।

খ্রীষ্টিয়ানগণ প্রায় জিজ্ঞাসা করেন তারা কিভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি দৃঢ় সঙ্কল্প হতে পারেন। এটা নিশ্চয় একান্ত যোগ্য অনুকরণ, কারণ আমি তাঁর (যীশুর) ইচ্ছার বাইরে বাস করতে চাই না। যখন আমরা জানব ঈশ্বর কি চান এবং আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কে তাঁর ইচ্ছা কি তখন আমাদের জীবন যাপন করাটা বেশি সমস্যাজনক হবে। আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন নাই যদি কর্তৃপক্ষ আমাদের নির্যাতন করে বা জেলখানায় বন্দী করে। দুঃখের বিষয়, আমরা ঈশ্বরের স্পষ্ট আদেশ অসম্মান করতে যুক্তি খাড়া করি এবং এটা সোজা মনে করি। "ঈশ্বরকে ভালবাস-তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস- জগতকে বল"..... আর বেশী স্পষ্ট হতে পারি না।

বহু দূরত্বপূর্ণ বাধ্যতা

প্রেরিত ৫ম অধ্যায় যে ঘটনা বর্ণিত আছে তার পঞ্চাশ বছর পরে যোহন একজন যীশুর যুবক শিষ্যের সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ পেয়েছিল যার নাম পলিকার্প। যুবক লোকটি সম্ভাবনাময় বুঝে, বয়স্ক প্রেরিত তাকে তার মন-প্রাণ উজাড় করে দিয়েছিল। পলিকার্প পরে স্মুর্ণার (এখন এই জায়গার নাম ইজমুর, তুরস্ক) বিশপ হয়েছিল। যোহন যে সম্ভাবনা দেখেছিলেন তা বড় কার্যকারিতার মধ্যে পূর্ণ হয়েছিল। পলিকার্পের একাকী মনোযোগ এবং অসাধারণ বিশ্বাসে রোম সাম্রাজ্যের চারিদিকের বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল তার বক্তৃতা ও পত্রের মাধ্যমে।

অনেক বিশ্বাসীর মত না, যারা তাদের বিশ্বাসের জন্য জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে অকাল মৃত্যু বরণ করেছে, পলিকার্প নিজেকে ভয়ভীতি থেকে এড়িয়ে নিতে পেরেছিল। হৃদয়গ্রাহী পলিকার্প, ৮৬ বৎসর বয়সেও তার বিশ্বাসকে সমর্থন করছিল। বিশপ একটি দূরের শহরে যাত্রা করেছিলেন যখন কয়েকজন যুবক ছেলে তাকে চিনেছিল এবং বাসকারী রোমীয় সৈন্যদের জানাবার জন্য অগ্রসর হয়েছিল। তখন

সৈন্যরা দেখল পলিকার্প আনন্দের সঙ্গে তার খাবার খাচ্ছেন, এবং তাদেরকে তার সঙ্গে খেতে বলেছিলেন।

এক সঙ্গে খাবার পর সৈন্যরা চেয়েছিল বৃদ্ধ লোকটি যেন তাদের সঙ্গে যায়। পলিকার্প একঘন্টা প্রার্থনা করার জন্য তাদের কাছে দয়া চেয়েছিল। তাতে সৈন্যরা রাজী হয়েছিল। পরে তারা একথা বলেছিল যে, বিশপ যখন প্রার্থনা করছিলেন তার প্রাণ উজাড় করা প্রার্থনায় তারা চেতনা পেয়েছিল যে, তাদের পাপের জন্য ঈশ্বরকে এবং খ্রীষ্টের ক্ষমা প্রয়োজন আছে।

"৮৬ বৎসর ধরে আমি তাঁর সেবা করছি। তাহলে আমি কিভাবে আমার রাজার, যিনি আমাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন তাঁর নিন্দা করব?"

অবশেষে, পলিকার্পকে রোমের গভর্নরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পলিকার্প বয়স্ক থাকা সত্ত্বেও সিজারের নিয়োগ প্রাপ্ত লোকেরা বিশপকে শহরের মাঝখানে খুঁটির সঙ্গে পুড়িয়ে মারার শাস্তি দিয়েছিল। সম্ভবতঃ তার হাস্যোজ্জল ব্যক্তিত্ব অথবা তার ক্ষীণ শারীরিক অবস্থার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে গভর্নর পলিকার্পকে সুযোগ দিয়েছিলেন তার জীবনের পরিবর্তে খ্রীষ্টের উপর তার বিশ্বাস বাদ দিবার জন্য। মৃত্যু পথযাত্রী পলিকার্প সারাজীবন বাধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ দিয়েছেন এই বলে ঃ "৮৬ বৎসর ধরে আমি তাঁর সেবা করছি। তাহলে আমি কিভাবে আমার রাজার, যিনি আমাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন তাঁর নিন্দা করব?"

প্রথাগতভাবে সৈন্যরা পলিকার্পকে একটা বড় খুঁটির সঙ্গে বেঁধেছিল এবং তার পায়ের কাছে কাঠের টুকরা জড়ো করেছিল। যখন আগুন জ্বালান হয়েছিল, আগুনের শিখা সাহসী বিশপকে গ্রাস করেছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, তার শরীরের একটা চুলও পুড়েনি। গভর্নর এই ব্যর্থতাকে অস্বীকার করে একজন সৈন্যকে আদেশ করেছিল পলিকার্পের পাজরে তরবারি ঢুকাতে। তার শরীর থেকে ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত বের

হয়েছিল তাতে তার জীবন শেষ হয়েছিল। শ্লেষের সঙ্গে বলতে গেলে আগুন নিভে গিয়েছিল (জীবন প্রদীপ নিভে গিয়েছিল)।

এই শিষ্য (পলিকার্প) একই ধরণের ভক্তি এবং ইচ্ছা পূরণ করেছিল, অদম্য প্রেরিতদের মত। যখন তিনি বুঝেছিলেন গভর্নর এর শাস্তি তার জীবনের গল্পের শেষ কথা, পলিকার্প প্রার্থনা করেছিল, "এই দিন এই দণ্ডে, আমাকে অনেক সাক্ষ্যমরের মধ্যে যোগ্য করে গ্রহণ করতে, আমি তোমার প্রশংসা করি যাতে আমি খ্রীষ্টের পেয়ালায় অংশ গ্রহণ করতে পারি, আমার আত্মার পূনরুত্থানের জন্য।"

মুক্তির যুদ্ধ শেষ হতে অনেক দেরী

পলিকার্পের গল্প সাড়া জাগানো এবং নাটকীয়, কিন্তু প্রহার, রক্তপাত এবং অত্যাচার, ধর্মের মুক্তির জন্য এখনও ঘটছে। পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশে, এমন খ্রীষ্টিয়ানগণ আছে, যারা ঈশ্বরের বাধ্য এবং তাঁকে সম্মান করে, অন্যদের হুকুম পালন না ক'রে। দুঃখের বিষয় তাদের গল্প প্রায় ক্ষেত্রে বলা হয় না বা লেখা হয় না। তাদের যতটা প্রকাশ্যে আনা হয় তারা প্রকাশ্যে লজ্জা পায় অথবা আরও বেশী। তবুও মানুষের আজ্ঞাবহ না হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সমর্পিত হতে এবং আজ্ঞাবহ হতে তাদের খুব ইচ্ছা আছে।

এই সাহসী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকগণ সেই বিষয় আবিষ্কার করেছে যা ফ্রান **কোয়েস ফেলিলোন** একজন ফরাসী খ্রীষ্টিয়ান যিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন বিশ্বাস করতেন- "সাধারণ বাধ্যতায় ছাড়া শান্তি এবং আরাম কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না"। *Let Go,* New Kensington, WA: Whitker House, 1973,P9).। এমনকি যদিও তাদের বাধ্যতার সঙ্গে কষ্ট সহ্য করা, কান্না অথবা স্বপ্ন ভাঙ্গা ছিল, ঐ সমস্ত বিশ্বাসী, যারা ঈশ্বরের কাছে জানু পেতেছিল, যে সমস্ত অবিচার, তাদের বাধ্য করা হয়েছিল সহ্য করার, তারা তাতে

মাথা নত করেনি। তাদের হৃদয়ের মধ্যে পবিত্র আত্মার বৈধতায় তারা মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে ছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুবাস তারা নিয়মিত আস্বাদন করেছিল, এমনকি তারা সেটা আছে কিনা জানত না।

যারা এই সব বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস দেখিয়েছিল, আমাদের শিক্ষা দিবার চেয়ে আরও বেশী করতে পারে, কিভাবে স্বার্থহানিকর অথবা অধার্মিক সরকারী আইন কানুন অমান্য করতে হয় যাতে ঈশ্বরের সম্মান লাগামহীন বাধ্যতায় বাস করতে পারে। তারা আমাদের আরও শিক্ষা দিতে পারে কিভাবে আমাদের সুবিধা তাড়িত হৃদয়েই মাংসিক নির্দেশনাকে "না" বলতে হয়, কারণ খুব স্পষ্ট। এটা আমাদের ইচ্ছা, নিজেকে অস্বীকার করা ক্রুশ বহন করার জন্য, যাহা ব্যাখ্যা করে, কেন তারা সেই কাজ করতে সাহস করে যা অন্যরা ভয় করে ও করতে অস্বীকার করে।

চূড়ান্ত (শেষ) উদাহরণ

বাধ্যতার সবচেয়ে বড় কাজ অনেকের অগোচরে থাকে এবং নিশ্চিত প্রচারিত হয় না। এটি মহা পরীক্ষিত হৃদয়ের কর্তব্য নিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি। যখন যীশু তাঁর প্রায়শ্চিত্তের গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। ক্রুশ তাঁর উপর মাত্র মানবীয় ভীতির কম্পমান ছায়া ফেলেছিল। কর্কশ গ্রন্থীযুক্ত মৃত জলপাই গাছের গুড়িতে হাঁটুগেড়ে, ত্রাণকর্তা তাঁর ভয় অকপটে স্বীকার করেছিলেন। তিনি রোমীয়দের ক্রুশীয় মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণাদায়ক অত্যাচার সহ্য করতে চাননি। কিন্তু এটা তার অর্দ্ধেকও না।

যীশু আলিঙ্গন করতে চাননি যা, তা কেবলমাত্র তিনি তাঁর নিষ্পাপ বাহুযুগল দিয়ে জড়িয়ে ধরতে সমর্থ ছিলেন। তিনি জানতেন সত্যিকারের ক্রুশ কি। একটা দীর্ঘ সময় নিয়ে মৃত্যুর অনেক বেশী, এটা বুঝাচ্ছে শয়তানের সঙ্গে নৃত্য করা যার ফল দাঁড়াবে- পিতার কাছ

থেকে আধ্যাত্মিক বিচ্ছেদ। যীশুর জন্য এটা কষ্টভোগ অথবা মানবীয় মৃত্যুর থেকে আরও খারাপ। সুতরাং ঈশ্বরের পুত্র সেই অকল্পনীয়, দুঃখ ভোগকে টেনে নিয়েছিলেন, যা তিনি সহ্য করেছিলেন- যখন তিনি সর্বযুগের সকলের পাপ শোষণ করেছিলেন। এমনকি আমরা কল্পনা করতে পারিনা এই ঘৃণ্য নির্যাতন যা বিকল্প দুঃখ ভোগের প্রতীক। কিন্তু যীশু এটা কল্পনা করতে সমর্থ ছিলেন। এজন্য তাঁর প্রার্থনা সব সুসমাচারে লিপিবদ্ধ রয়েছে, আমরা শুনি যীশু পিতার নিকট বিনতি করেছেন, "এই পানপাত্র আমার নিকট থেকে দূরে যাউক" (মথি ২৬ঃ৩৯ পদ)।

তাঁর কথায়, আমরা যীশুর মানবিকতা এবং অরক্ষিতা শুনি তথাপি যীশু আপোষ মীমাংসা করেননি। একটি লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে তিনি বললেন, "তথাপি আমার ইচ্ছামত না হোক, তোমার ইচ্ছামত হোক"।

স্পষ্টতঃই যীশু বুঝেছিলেন, যা ফিনিলন ১৬০০ বৎসরের আরও বেশী পরে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ফিনিলন লিখেছেন, "আমরা আমাদেরকে সেই ক্রুশের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি যা আমাদের বাঁধাকে আলোড়িত করে এবং দুঃখভোগ করতে অনিচ্ছুক হয়। এটা জীবনের বাকী অংশের একটা সাক্ষ্য.....। ক্রুশের চেয়ে ভিতর থেকে বাঁধা সহ্য করা আরও শক্ত। কিন্তু আপনি যদি ঈশ্বরের হাত চিনেন, এবং তাঁর ইচ্ছার কোন বিরোধিতা না করেন আপনার কষ্টের মধ্যে শান্তি থাকবে।" (Let Go, Page- 3)

এটা তাই! এটা তারই ব্যাখ্যা দেয়, যা আমরা এই বই এর অনেক বিশ্বাসী বীরগণের জীবনে দেখেছি। যীশু এবং ফেনিলনের মত, তারা কষ্টের (পরীক্ষার) দ্বারা অজ্ঞান হওয়া আবিষ্কার করেছেন, তাদের নিজের চেষ্টায় চলতে এবং কষ্ট ও বাধ্যতাকে বাঁধা দিতে যা প্রায় আকর্ষণ করে। আপনি যদি প্রতিদিন আপনার ক্রুশ তুলে বহন করেন এবং আপনি নিজের কাছে নিজেই মরেন, আপনার সাহসী হবার কোন

কারণ নাই, যখন একটা সমাজের মিথ্যাগুলি অমূলক বলে প্রতিপন্ন করেন অথবা একটি কৃষ্টি যা নীচু হয়ে যীশুর মুখে থুথু দেয়। ক্রুশ কাঁধে নিয়ে, আমরা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ পাই যা বোঝা বইতে কুশনের মত কাজ করে (বোঝা আরাম দায়ক হয়) এবং আমাদের আরাম দেয়।

যখন ইব্রীয় পত্রের লেখক পরামর্শ দিয়েছেন, যীশু "দুঃখ ভোগের দ্বারা আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করিলেন।" (ইব্রীয় ৫ঃ৮ পদ)। এর দ্বারা তিনি একথা বুঝাতে চাচ্ছেন না যে, যখন তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন তাঁর কিছু স্বর্গীয় জ্ঞানের অভাব ছিল। এটা স্পষ্ট, যীশুর কোন কিছু শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ন ছিল। কিন্তু জ্ঞান অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত না হলে তত্ত্বগত থেকে যায়। যেহেতু আধ্যাত্মিক আজ্ঞাবহতা এককভাবে মানুষের গুনাগুণ, কেবলমাত্র ঈশ্বরের পুত্র মানবরূপে তাঁর জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে পারেন।

যখন পত্রের লেখক পরামর্শ দিচ্ছেন যে কষ্টভোগ শিক্ষকের মত খাঁটি ছাত্রের পরীক্ষা করেছে। যীশুর হৃদয়ে কালভেরীতে ক্রুশারোপিত হবার আগে তাঁর হৃদয়ে ক্রুশারোহণ হয়েছিল। যখন যিহুদিয়ার মরুভুমিতে শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন এবং যখন গেৎশীমানী বনে প্রার্থনা করেছিলেন, যীশু তখন কষ্টভোগ করেছিলেন। বাইবেল বলে গেৎশীমানী বনে কষ্ট এত তীব্র ছিল যে তাঁর ঘাম রক্তের ফোটার মত পড়ছিল। (লূক ২২ঃ২৪ পদ)। আধ্যাত্মিক দুঃখ ভোগ ও সর্মপণ পিতার পরিকল্পনার কাছে বাধ্যতা আনে এবং আক্ষরিক ক্রুশে শারিরীক দুঃখ ভোগ আনে।

বাধ্যতা কখনও মানুষের ইচ্ছার কাজ না; এটা অনন্তকালীন দৃষ্টির সংগে সংযোগ যা আমরা ১ম অধ্যায়ে দেখেছি। বাধ্যতা বিশ্বাসে গ্রথিত, ঈশ্বরের ধার্মিকতায় এবং আমাদের পার্থিব যাত্রার শেষ গন্তব্য স্থল। মনে করুন ইব্রীয় ১২ঃ২ পদে কি বলছে? এটা আনন্দ যা যীশু জানতেন, স্বর্গে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে এবং তাঁর ক্ষণিক সন্দেহের দিকে

একপলক তাকিয়ে পিতার ইচ্ছা পালন করেন। তিনি জেনেছিলেন শেষে পরিণামের আনন্দ একটা ইচ্ছার অংশ যা কেবল মাত্র আশ্চর্য্যজনক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে হান্না হুয়াটন স্মিথ দুঃখভোগ থেকে মুক্ত ছিল না। তার কাঁধে দৈনিক ক্রুশের ধাতব টুকরা ঢুকে আছে তবু যেমন একজন যিনি বাধ্যতাকে একটা প্রয়োজনীয় কাজ হিসাবে পেয়েছেন, তিনি লিখেছেন, "একজন ভাল ঈশ্বরের ইচ্ছা, ভাল না হয়ে যায় না।" সত্যি বলতে কি এটা হবে নিখুঁত এবং যখন আমরা এটা জানতে পারি; আমরা সব সময় এটি গ্রহণযোগ্য হিসাবে পাই, তা হচ্ছে আমরা এটা ভালবাসি। আমি বুঝতে পারি ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্ম সমর্পণের মধ্যে সমস্ত অসুবিধা অদৃশ্য হবে, যদি একবার আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পারতাম যে তাঁর ইচ্ছা ভাল। আমরা বৃথা সংগ্রামের পর সংগ্রাম করি। একটা ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করি যা আমরা বিশ্বাস করিনা ভাল, কিন্তু যখন আমরা দেখি সেটা প্রকৃতপক্ষে ভাল, তখন আমরা আনন্দের সঙ্গে সেটাতে সমর্পন করি। আমরা চাই এটা সুসম্পন্ন হোক। আমাদের বীরগণ দেখা করতে লাফিয়ে বার হয়ে আসবে। আমাদের হৃদয় সাক্ষাৎ করতে লাফিয়ে উঠবে। *(The God of All Comfort,* New Kensington, PA: Whitaker House, 1997, P,79)

আমি বুঝতে পারি ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্ম সমর্পণের মধ্যে সমস্ত অসুবিধা অদৃশ্য হবে, যদি একবার আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পারতাম যে তাঁর ইচ্ছা ভাল।

সুতরাং হতে পারে, বা মনে হয়, এই কারণে আমরা ঈশ্বরের বাধ্য হতে অনিচ্ছুক হই। সম্ভবতঃ আমরা প্রকৃতভাবে বুঝিনা তিনি ভাল এবং তাঁর পথ সব চেয়ে ভাল। এই উভয় সঙ্কটের একমাত্র সমাধান হল ঈশ্বর পূর্বে কি করেছিলেন তা কাছের থেকে দেখা। তাঁর মানুষের জন্য তিনি কত মহান কাজ করেছেন বাইবেল থেকে তা দেখুন। যারা তাঁকে অনুসরণ করে তাদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিজ্ঞার তালিকা করুন। এবং আবার তাঁর পুত্রের (যীশুর) দিকে এক দৃষ্টে চান যিনি

স্বর্গের গৌরব ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে ঠেলে দিয়ে তাঁর সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র কণার মত হয়েছিলেন, মানুষের মত প্রলোভিত ও পরীক্ষিত জীবন যাপন করেছিলেন এবং আপনার জন্য অচিন্তনীয় অত্যাচার ও যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তারপরে আপনি দেখবেন ঈশ্বর ভাল এবং তাঁকে বিশ্বাস করা যায়।

বাধ্যতা (আজ্ঞাবহতা) যা মৃত্যু নীরব করতে পারে না

সম্ভবতঃ ডায়েট্রিচ বনহোফারের চেয়ে বেশী কোন ব্যক্তি গুপ্ত মণ্ডলীর প্রতিদ্বন্দীতার আহ্বানের জন্য তার লেখনী ব্যবহার করেন নাই। ঐশ্বরিক বাধ্যতার এবং প্রশাসনিক অবাধ্যতার জন্য তার আহ্বানে নিশ্চয় তাকে যোগ্য করে তুলেছে একটি ব্যক্তি হিসাবে যার কাছ থেকে আমরা বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস শিখতে পারি। ওয়ার্মব্রাণ্ডের মত ডায়েট্রিচ বনহোফার একজন লুথারেন পালক ছিলেন যাকে ঈশ্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক আশ্চর্যভাবে ব্যবহার করেছেন। এই দান প্রাপ্ত যোগাযোগকারী প্রায় "The cost of Discipleship" নামক বই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, যা তিনি ১৯৪০ সালের দিকে লিখেছিলেন। যারা তার গল্প জানে, তারা এই সত্যকে প্রমাণিত করবে যে তার সেই মূল্যের সরাসরি জ্ঞান ছিল এবং বাধ্যতার মুদ্রা দিয়ে পরিশোধ করতে ইচ্ছুক ছিল।

যখন তার বয়স মাত্র ১৪ বৎসর ডায়েট্রিচ একজন পালক হতে তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তার ধনী এবং প্রভাবশালী পিতা সেই ধারণাকে হাস্যকর মনে করেছিল। যতদূর সম্ভব বনহফারের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, মণ্ডলীর কাছে তা ছিল স্বপক্ষত্যাগী। যুব ডায়েট্রিচ বলেছিল, এটা মণ্ডলীকে সংস্কার করতে সোচ্চার হবেন। যখন তার বয়স মাত্র ২১ বৎসর, যুব বনহফার তার ধর্মীয় থিসিস "The communion of saints" শেষ করেছিল। এর পাঠকরা এটার প্রশংসা করেছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সে পড়াশুনা করেছিল,

সেখানে যারা শিক্ষা দেয় তাদের থেকেও বেশী। তিনি সংস্কার করার রাস্তায় পৌঁছেছিলেন যেটা তার বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে এটা তাকে প্রভাবিত করবে।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এডলফ হিটলার জার্মানীতে ক্ষমতায় আসেন। হিটলার লুথারেন মণ্ডলীর উপবিধিতে একটা ধারা গ্রহণ করিয়েছিলেন যা ইহুদী বংশদ্ভুতকে অভিষিক্ত পালক হতে বাঁধা দিবে। রিচার্ড ওর্য়ামব্রাণ্ডের মত বনহফার কেবলমাত্র একা এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছিল। যখন সে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছিল, তখন যেভাবে করেছিল, বনহফার প্রতিজ্ঞা করেছিল মণ্ডলীর মধ্যে পরিত্রাণের সহায়ক হবেন। পাস্টর ওর্য়ামব্রাণ্ড যা করেছিলেন, তিনি তাই করেছিলেন, এবং একটি গোপন মণ্ডলীর বীজ বপন করেছিলেন।

তার ধর্মীয় উপদেশ, লেখালেখি এবং প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীর মার্টিন লুথার কাপুরুষিত বিবাদ মীমাংসা যা তিনি তার সহকর্মীদের মধ্যে দেখেছিলেন তা ত্যাগ করেন। তিনি (বনহফার) সাহসিকতার সঙ্গে দুষ্ট নাৎসীদের বাঁধা দিয়েছিলেন এবং তার স্বর উচ্চ করতে চেষ্টা করেছিলেন তাদের পক্ষে যারা হিটলারের চতুর পরিকল্পনা কৌশলের, একটি অতি উত্তম জাতি তৈরী করতে, শিকার হয়েছিল।

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে, বনহফারের সংস্কার দেখান হয়েছিল যখন তাকে বার্লিনে স্বশস্ত্র বাহিনীর নাশকতামূলক তৎপরতার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল। মণ্ডলী এবং সমাজে পাপের বিরোধিতা করতে, তার ঈশ্বরের আহ্বানের বাধ্য হওয়া লাইন চ্যুত হয়নি। তিনি হয়ত শিকের পিছনে ছিলেন, কিন্ত তার শাস্তির মানে এই না যে প্রতিরোধযোগ্য চিন্তাধারা তার কলম দিয়ে প্রবাহিত হবে না। কেবল তার জীবন হারানোই নয় বরং যাদের চিৎকার করা উচিত ছিল কিন্তু চিৎকার করেন নি তাদেরকে ভৎসনা করতেও তিনি নিবৃত্ত হন নি।

দুই বৎসর জেল খাটার পর, বনহফারকে ফ্লেসেনবার্গ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে তাকে ১৯৪৫ সালের ৯ই এপ্রিল ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র ২ সপ্তাহ পর মিত্র বাহিনী সুবিধা উন্মুক্ত করেছিল যেখানে বাধ্য পাষ্টর তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। যদিও এটা মনে হতে পারে একটা নিষ্ঠুর তামাসা যে বনহফার মুক্তি অস্বীকার করেছিলেন কেবলমাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে, তার সাক্ষ্যমরতা একদল সাহসী খ্রীষ্টিয়ানদের প্রণোদিত করেছিল, শিষ্যত্বের মূল্য দিতে, সম্ভবতঃ তার জীবন কালে যা হয়েছিল তার থেকে এটি বেশী।

ফ্লোসেনবার্গের ক্যাম্পের ডাক্তার বনহফারের মৃত্যুর পুর্বে কয়েক মুহূর্তে দেখেছিলেন পরবর্তীতে একটি জীবন দৃশ্য বর্ণনা করতেন। পাষ্টর নম্রভাবে তার ভাগ্যকে ত্যাগ করেছিল, কিন্তু প্রার্থনাকে এড়াননি, ফাঁসী কাঠের দিকে তাকে নিবার পূর্বে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। এই নাম না জানা চিকিৎসকের কথায় (মত অনুসারে), তিনি কদাচিৎ একজন মানুষকে মরে যেতে দেখেছেন যে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসর্মপণ করেছে।

যারা ঈশ্বরের বাধ্য হতে স্থির করে এবং ত্রাণকর্তাকে অনুসরণ করে ক্রুশ কাঁধে নিয়েছে তারা জানে, ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং তাঁর জীবন্ত পথ হচ্ছে একমাত্র পথ।

ক্রুশ বহন করার পূর্বশর্ত

- ঈশ্বরের উত্তমতার সাক্ষ্য প্রমাণ আপনার কি আছে (বাইবেলে, অন্যদের সাক্ষ্য থেকে এবং আরও)? আপনার নিজের প্রমাণ কি আছে? কি আপনাকে তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হতে বাধা দেয়?

- সাবিনা ওর্য়ামব্রাণ্ড একজন ছিলেন যিনি প্রভুর বাধ্য হতে এবং তাঁর ক্রুশ তুলে নিতে রিচার্ডকে আহ্বান করেছিলেন। (এমনকি এর জন্য যদি জেলে যেতে হয়)। কারা আপনার জীবনে ক্ষমতা অর্জন করেছে, আপনাকে নির্দেশ দিতে, ক্রুশ তুলে নিতে যখন দেখে এক কোণে পড়ে ধূলার মধ্যে পরে আছেন? তাদেরকে বলুন আপনার সঙ্গে বসতে এবং আপনার প্রকাশ্য বাধ্যতার ভাগফলের মূল্যায়ন করতে।

- আপনি যখন আপনার ব্যক্তিগত বাধ্যতার ভাগফলের কাছে আসেন, আপনার মত আর কেউ আপনার অগ্রগতির অর্জিত নম্বর ঠিক করতে পারে না। এখনই আপনি কি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর আপনাকে করতে বলেছেন? তিনি আপনাকে বলতে পারেন একটা ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে ফিরতে, একজন থেকে ফিরতে, একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসমাচারের অংশ গ্রহণ করতে অথবা কাউকে ভুলভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তার প্রতিরক্ষার্থে এগিয়ে আসতে অথবা আপনার স্ত্রীকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করতে। তাঁর প্রতি বাধ্য হতে আপনি কি করবেন (আপনার বাধ্য বাধকতার পরিকল্পনা)?

- ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া এড়িয়ে যেতে আপনি নিজেকে কি কৈফিয়ত দিবেন? কাছেই একটা তালিকা মনে করিয়ে দিবার জন্য রাখুন যেন কোন কৈফিয়ত দিতে না হয়।

- আপনি যদি পলিকার্পের বয়সের দিকে অগ্রসর হন, আপনার প্রত্যেক নাতী-নাত্নীদের একটা করে লম্বা চিঠি লিখেন। এর মধ্যে বর্ণনা করুন আপনি কিভাবে একজন নিবেদিত খ্রীষ্টের অনুসারী হয়েছেন। প্রলোভন প্রতিরোধ করার উপদেশ তাদের দেন। তাদের জীবনের জন্য আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

অধ্যায়- ৭

আত্ম-সংযম

চলার মূল্য

তারা জানে এটার মানে কি
তাদের বীরদের ধরে রাখা
অথবা তাদের জিহ্বা (কথা)
অথবা তাদের ভুমিকে (কারণ?) ধরে রাখা
যখন তারা দাবী করে তাদের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হয়েছে
পোড়াবার জন্য, ধার্মিকতার জন্য
এটা বোকার উক্তি (কথা) মনে হয়
জনতার কাছে।
বীরগণ যে কোন মূল্য দেয়
যা চলার পথে দরকার হয়।
তাদের চাকরি হারান
তাদের সম্মান হারান
তাদের জীবন হারান
কিন্তু বীরগণ কি আত্ম সমর্পণ করে
তারা দিয়ে ইচ্ছুক।
এজন্য একে আত্মোৎসর্গ বলে।

-গ্রেগ আসিমাকোপৌলুস

এটি সেইদিন, যখন অত্যাচারিত বিদেশী মণ্ডলীর দুরাবস্থার কথা আমেরিকায় পৌছেছিল। একটি সাধারণ প্রশ্নের পর, আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এই সাধারণ প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক উত্তরে একজন টিন এজার বন্দুকের গুলিতে মারা গিয়েছিল। এই অন্ধকার এপ্রিল মাসের দিনে যখন পৃথিবী মিলযুক্ত পদ্য লিখতে চায়নি, একজন পালক তার জার্নালে অযত্নে নিম্ন লিখিত কথাগুলি লিখেছিলেন- একটা দুঃখার্ত জাতির অনুভূতি, কাগজে প্রকাশ করার জন্য।

একটা শহর যেটি খুব ছোট নয়, যা রকি পর্বতের সম্মুখে অবস্থিত ছিল, একটি কামরা যা শিখার জন্য ছিল তা বন্দুকের দ্বারা সমাধিতে পরিণত হয়েছিল। সেখানে বুলেট ছিল, রক্ত ছিল এবং ত্রাসের রাজত্ব ছিল যা ভয়ের বন্যার রূপ নিয়েছিল তাদের নিরাপত্তাহীন লুকাবার জন্য কাল ট্রেঞ্চ কোট পরাছিল, দুই জন ছেলে বড় মানুষের মৃতদেহের পাশে বাস করেছিল- যাদের মনের মধ্যে বিভীষিকা ছিল। এটা একটা দুঃস্বপ্নের মত রাগে এবং দুঃখে অন্ধ করেছিল এবং যারা তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছিল তাদের জন্য কোন কষ্টের লাঘব ছিল না। এটা সেই ধরণের দুঃখের সংবাদ, যা আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারি না আমাদের নিজেদের উঠানে আঘাত করবে। কিভাবে এবং কেন এটা ঘটেছে তা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না, কিন্তু আমরা নিশ্চয় চেষ্টা করব এর কারণ কি। যখন আমরা বিষয়টি একজন প্রেমী ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিব যিনি আমাদের সঙ্গে কাঁদছেন এবং সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। যখন জোরে ধাক্কা দিয়েছিল, বুলেট উড়ে এবং ছেলেরা মরে। এবং যখন অন্তর ভাঙ্গে, আমরা ব্যথা অনুভব করি এবং যারা একাকী ও পরিত্যাক্ত তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছায়।

দিনটি ছিল ২০শে এপ্রিল ১৯৯৯ সাল। কলারাডোর লিটিল টনের কলাম্বাইন হাই স্কুলের ১২ জন ছাত্র এবং তাদের প্রিয় শিক্ষক বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েছিল। কম করে তিন জন নিহত ছাত্র পরিত্রাণপ্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ান ছিল। তাদের স্পষ্টবাদী সাক্ষ্যের জন্য দুইজন টিন-এজ

সন্ত্রাসীর কাছে তারা লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল তাদের নাম এরিক হারিস এবং ডাইলান ক্লিবোল্ড, যারা তাদের জীবন নিয়েছিল।

যখন সি এন এন নিয়মিত টেলিভিশন প্রোগ্রাম আরম্ভ করেছিল, লক্ষ লক্ষ অবিশ্বাসী আমেরিকান অকল্পনীয় ভীতির মধ্যে আসতে চেষ্টা করেছিল পিতা-মাতা বাস্তবের মুখোমুখী হয়েছিল যে তাদের ছেলে-মেয়েদের নিকটবর্তী কোন স্কুলে পাঠান নিরাপত্তার কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। এই বিষয়ে খাপ খাওয়াবার জন্য তারা নিজেদের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করেছিল। তারা বুঝেছিল এক উপায় বার করতে হবে তাদের নিজেদের ছেলে-মেয়েদের আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন এই শোকাবহ ঘটনার ব্যাখ্যা দিবার জন্য।

মৃত্যুর মূল্য

১৭ বৎসর বয়স্কা রাচেল স্কট তার ৭ঃ২০ মিঃ এর ক্লাসের জন্য সেই মঙ্গলবার সকালে সময়মত কলাম্বাইন স্কুলে পৌঁছেছিল। সে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী ক্লান্ত ছিল কারণ সোমবার বিশেষ দিন ছিল। স্কুলের পর স্থানীয় সাবওয়ের স্যান্ডউইজ দোকানে কাজ করার পর সে মণ্ডলীর ইউথ গ্রুপে যোগ দিয়েছিল। তবুও রাচেল আশা করেছিল সেই দিন একটা বৈশিষ্ট্যসূচক দিন হবে।

এই সুন্দর ছিমছাম হাই স্কুলের জুনিয়ারেরা তাদের স্কুলকে একটা শিক্ষার স্থানের চেয়ে আরও বেশী কিছু ভাবত। এটা একটা জায়গা, যেখানে তার বন্ধু ও বড়দের সঙ্গে ঈশ্বরে বিশ্বাসের অংশ গ্রহণ করার জন্য তাকিয়ে থাকত। র‍্যাচেল যুবতী ছিল কিন্তু খ্রীষ্টের সঙ্গে তার সম্পর্ক গম্ভীর ছিল। তার জার্নালে সে নিয়মিত বোধগম্যভাবে তার বিশ্বাস প্রকাশের ইচ্ছা লিপিবদ্ধ করে রাখত।

এরূপ একটা লেখাতে তার নিরাশা প্রকাশ করা হয়েছিল কারণ যে লোককে সে খ্রীষ্টের জন্য জয় করতে চেয়েছিল- সে দূরে সরে গিয়েছিল। "আমি স্কুলে আমার সব বন্ধুকে হারিয়েছি। এখন যখন আমি আমার কথা আরম্ভ করি, তারা আমাকে নিয়ে তামাশা করে..... আমি যীশুর নামে কথা বলতে কোন ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাচ্ছি না..... আমি এটি গ্রহণ করব। আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু যীশুর জন্য আমার বন্ধুরা যদি আমার শত্রু হয়, এটা আমার জন্য চমৎকার। তুমি জান আমি সর্বদা জানতাম, একজন খ্রীষ্টিয়ান হওয়া মানে শত্রু পাওয়া, কিন্তু আমি কখনও মনে করিনি আমার বন্ধুরা আমার শত্রু হবে।" (Rachle's Tears, Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 2000, pp.96-97)

র‍্যাচেল ক্রমাগত তার সহপাঠীদের জয় করার চেষ্টা করত, তার খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি তারা বুঝতে পারত না। "Rachle's Tears" নামক বই-এ তার বাবা-মা, ডারেল ও বেথ তাদের বীরকন্যা সম্বন্ধে লিখেছেন, "র‍্যচেল ঈশ্বরকে ভালবাসত এবং তার পরিচিত সবাইকে সেই ভালবাসা জানানোর জন্য প্রবল পীড়াপীড়ি করত। সে বাইবেল দিয়ে মাথায় আঘাত করত না বা কখনও কাউকে বিশ্বাসে বাধ্য করত না। বরং সে বিশ্বাসী জীবন যাপন করে তার বিশ্বাসকে অন্যদের জানাত, প্রার্থনা করত যেন অন্যরা স্বর্গীয় আলো যা তার হৃদয়ে উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে, তারা যেন সেই আলো দেখতে পায়"। তার মৃত্যুর ঠিক এক বৎসর পূর্বে সে তার জার্নালে লিখেছে যেখানে সে স্বীকার করেছে ঈশ্বরের লোক হবার জন্য তার আপোসহীন অঙ্গীকার, যেখানে সে থাকুক, যা কিছুই ঘটুক না কেন! "ঈশ্বর আমাকে যে আলো দিয়েছেন আমি সেটা লুকাতে যাচ্ছিনা। যদি আমাকে সব কিছু উৎসর্গ করতে হয় আমি করবই"। (পৃষ্ঠা- ৯৭)।

"সে বিশ্বাসী জীবন যাপন করে তার বিশ্বাসকে অন্যদের জানাত, প্রার্থনা করত যেন অন্যরা স্বর্গীয় আলো যা তার হৃদয়ে উজ্জ্বল ভাবে জ্বলছে, তারা যেন সেই আলো দেখতে পায়"

তার সাক্ষ্যমর হবার একমাস পূর্বে সে স্বীকারোক্তি করেছিল, যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, র‍্যাচেলের অকম্পিত বিশ্বাস সাক্ষ্য দেয়, যখন সে লিখেছিল সে সাহস করে বিশ্বাস করতে, "দয়া ও অনুকম্পার কাজের মধ্যদিয়ে একটা সাড়ামুলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়"। (পৃষ্ঠা-১৬৯)। যখন সন্ত্রাসীর বন্দুকের নলের সম্মুখীন হয়েছিল, র‍্যাচেল পিছিয়ে যায়নি। যখন তাকে তার প্রভুকে অস্বীকার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল সে তাতে রাজী হয়নি। তার জগতে খ্রীষ্টিয়ান অঙ্গীকারের সাড়ামূলক প্রতিক্রিয়াতে কি করা প্রয়োজন তা জেনে, তার অনিবার্য ভয়ের চাপে ভেঙ্গে পড়েনি।

একজন আত্ম-সংযমী মানুষ তার ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করতে নিজেকে উৎসর্গ করবে। একজন ক্রীড়াবিদ মাঠে ভাল করার জন্য ভীষণভাবে অনুশীলন করে। একজন সৈন্য যুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য তার মূল ট্রেনিং এর ব্যাপক প্রস্তুতি সহ্য করে। একজন চিত্র শিল্পী তার দক্ষতাকে ঘষে মেঝে তৈরী করতে অনেক বৎসর ব্যয় করে। একজন বীর খ্রীষ্টিয়ান প্রভুর বাধ্য হওয়ার জন্য বাইরের সব কিছু থেকে জীবনকে মুক্ত রাখে। খ্রীষ্টের জন্য জীবন যাপন করতে র‍্যাচেল প্রয়োজনে সব কিছু উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক ছিল। এক মুহূর্ত চিন্তা করুন, আপনার বিশ্বাসের জন্য আপনি কি মূল্য দিয়েছেন? আপনার জানামতে এমন কোন উৎসর্গ কি আছে যা আপনি করেন নি। আপনার এবং ত্রাণকর্তার মধ্যে যে বাধা আছে তার জন্য আপনি কি ত্যাগ করবেন?

র‍্যাচেল স্কট প্রয়োজনীয় মূল্য দিতে নিজেকে বেছে নিয়েছিলেন। সেই রকম উত্তর ভিয়েতনামের একজন ২২ বৎসরের দূর্বল মহিলা করেছিলেন যিনি ট্রেনে হো চি মিন্ শহরে ভ্রমণ করেছিল।

বেঁচে থাকার মূল্য

তার দুই দশকে জীবনের যে সব কষ্ট সে সহ্য করেছিল, তার এক সময়ের যুবতীচিত চেহারা আড়াল (ঢেকে দিয়েছিল) করেছিল। কষ্টকর পরিস্থিতির চাপ ও কঠিন পরিশ্রম তাদের মাশুল দিয়েছিল। কিন্তু এই আশ্চর্যজনক আলাদা এক ব্যক্তি যা সুসম্পন্ন করেছিল, বেশীরভাগ লোক তার তিনগুণ বয়সে তা করতে পারে না। যখন সে এক নাগাড়ে তিন দিন সোজা হয়ে শক্ত কাঠের নীচে বসেছিল সে নম্রভাবে স্মরণ করেছিল ঈশ্বর তাঁর রাজ্যের জন্য তাকে অনুমতি দিয়েছিল তা করার জন্য। একাকীভাবে তিনটি আলাদা খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিল। তার এলাকায় সেই একমাত্র বিশ্বাসী হওয়ায়, একের পর এক লোককে যীশুর জন্য জয় করেছিল, কেবলমাত্র তাঁর গল্প বলে এবং ব্যক্তিগত অঙ্গীকারের আহ্বান জানিয়ে। এই যুবতী স্ত্রীলোকের মোটরগাড়ী অথবা একটা সাইকেলও ছিল না, কিন্তু তার শক্তিশালী পা ও হাত ছিল। তার জন্য তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পেরেছিলেন। লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সে অনেক দূর হাটতে পারত অথবা একটা ছোট কাঠের নৌকা প্যাডেল করে চার্চ মিটিং-এ যোগ দিতে পারত। কিন্তু তার শক্তিশালী হাত ও পা বিরতিহীন প্রচার কাজের (মিনিষ্ট্রি) জন্য ক্লান্ত হত। তার সমস্ত শরীর নিঃশেষিত হত। যদিও সে তার সীটে শুতে পারত না সে তার সীটে বসে থাকার সময় নাড়াচাড়া করত। এটা সম্ভব ছিল যখন সে ঘুমাত, সে অমানবিক গালিগালাজ, যা তাকে করা হতো, তার স্বপ্ন দেখত। স্থানীয় পুলিশ রুটিন মাফিক তাকে ভয় দেখাত।

অন্যরা তাকে হয়রানি করত। এমনকি তার বাবা-মা তার কাজের বিরোধিতা করত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে তারা বুঝতে পারত না কেন তাদের মেয়ে যীশুর সম্বন্ধে কথা বলা ও উপাসনা করার জন্য এত অনুরাগী। এটাতে হয়ত তার তিনটি মণ্ডলীর সেইসব লোকদের স্বপ্ন দেখত যারা বাইবেলের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য তার কাছে অনুরোধ করত। যীশুর সম্বন্ধে আরও জানার জন্য তারা ক্ষুধার্ত ছিল।

যখন ট্রেনটি দক্ষিণ মুখী হয়ে অ-মসৃন পথে চলছিল, দুর্বল এবং ক্লান্ত এই যাত্রীটি অনিয়মিত ধাক্কাধাক্কির ফলে জেগে উঠেছিল। তিনি উদ্ভিগ্ন ছিলেন তার সুদীর্ঘ আট'শ মাইল দূর্গম পথের যাত্রার শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে এবং আশা করেছিলেন তার এই ভ্রমণ সফল হবে এবং সে তার মেষদের জন্য আধ্যাত্মিক পুষ্টির খাদ্য (বাইবেল) পাবে যা তাদের বেপরোয়াভাবে প্রয়োজন এবং চাচ্ছিল।

শহরে, (যার আগের নাম সায়গন) পৌঁছে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এই যুবতী মহিলা আশা করেছিলেন তিনি হয়ত একজন বিশ্বাসী পাবেন যে তাকে সাহায্য করতে পারবে। সেই শহর খুব বড় ছিল এবং তিনি নিজেকে কিছুটা নিরাপত্তাহীন ভাবছিলেন।

তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাচ্ছিলেন এটা মনে করে যে তার মণ্ডলীগুলি তার নিরাপত্তা ও সফলতার জন্য প্রার্থনা করেছে। তাদের প্রার্থনার উত্তর পেয়েছিল। এই মহিলা পালককে পশ্চিমা দেশ থেকে আগত খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে নেওয়া হয়েছিল, যারা হো চিন মিন শহরে অনেক বাইবেল নিয়ে পৌঁছেছিল যা তার প্রয়োজন ছিল। তারা একটা সাইকেলও তাকে কিনে দিয়েছিল যেন তিনি মণ্ডলীগুলিতে কম কষ্টে যাতায়াত করতে পারেন। তার হৃদয় আনন্দে অভিভূত হয়েছিল। ট্রেন ষ্টেশনে তাকে বিদায় জানাবার সময় খ্রীষ্টিয়ান "ট্যুরিষ্ট" এই প্রিয় বোনের চারিদিকে জড় হয়েছিল তার প্রচার কাজে ঈশ্বরের আর্শীবাদের জন্য প্রার্থনা করেছিল। যখন সে তার রেলগাড়ীতে চড়েছিল বাঁশি বেজেছিল এবং ট্রেনটি ষ্টেশনে থেকে যাত্রা করেছিল। নতুন বন্ধুরা পরস্পর হাত নেড়েছিল, বন্ধুরা যারা অনুভব করেছিল, বাস্তবিক পক্ষে এরা ছিল অনন্তকালীন পরিবারের সভ্য-সভ্যা। এই লম্বা একক যাত্রা, যা আরও তিন দিন লাগবে, তা আর একাকী মনে হচ্ছিল না।

দুই জন যুবতী স্ত্রীলোক। দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনা কিন্তু একই সুত্রে বাঁধা। উভয়েই তাদের জীবনের বিপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল,

অনিচ্ছাকৃতভাবে না। উভয়ে বেশী করে অবস্থার নিয়ন্ত্রণে ছিল যার ফলশ্রুতি জীবনপাত অথবা যৌবন নিঃশেষ হওয়া। র‍্যাচেল স্কট এবং অজানা ভিয়েতনামী মণ্ডলী প্রতিষ্ঠাতা, উভয়েই তাদের চোখ খোলা রেখে সেই সুযোগের মধ্যে হেঁটে গিয়েছিল যা ঈশ্বর তাদের দিয়েছেন।

আত্ম-সংযম মানে ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা যা আপনি জানেন আপনাকে করতে হবে, হাতে যে কাজ আছে তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে, সব বিহ্বলভাব পরিত্যাগ করতে হবে। মনে করুন একটি ছোট ছেলে যাকে তার মা বলছে তার কামরা থেকে তার মায়ের জন্য কিছু আনতে। সেই ঘরে যেতে যেতে তাদের কুকুর ছানা এবং অন্যান্য খেলনার জন্য সে তা ভুলে গিয়েছিল। শীঘ্র সে তার কাজের কথা একবারে ভুলে গিয়েছিল যে পর্যন্ত না তার মা উচ্চকণ্ঠে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। আমরা এই ধরনের আচরণ ছোট ছেলেদের কাছে আশা করি, কিন্তু এই একই আচরণ বড়রা করলে আমরা রেগে যাই। এবং তাতে বৃদ্ধি পেতে হলে আত্ম-সংযমী এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া দরকার, আমরা যত শিখি তত পরিপক্ক হই।

তবু বিশ্বাসীগণ প্রায় তাদের আধ্যাত্মিক পথে ভিন্নমুখী হয়। তারা জানে তাদের কি করতে হবে এবং সেটা করার জন্য বিশেষভাবে প্রণোদিত হয়, কিন্তু শীঘ্রই তারা সেটা ফেলে রেখে অন্য কিছুর পশ্চাৎগামী হয়। অন্য দিকে, যাদের বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস আছে তা তারা ধরে রাখে যে পর্যন্ত না সেটা শেষ হয়। ঈশ্বর যা উত্তর ভিয়েতনামের স্ত্রীলোকটিকে করার জন্য বলেছিলেন, কিছুই তাকে তা করা থেকে বিরত করতে পারে নি। তার আত্ম-সংযম ছিল; তিনি শৃঙ্খলা বদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বর যা চান, তার থেকে আপনি কত সহজেই ভিন্নমুখী হন? আপনি যে অঙ্গীকার করেছেন তা থেকে আর কি আকর্ষণ আপনাকে ভিন্নমূখী করছে? এই সব ভিন্নমুখী হওয়া এড়াবার জন্য ঐসব প্রলোভন বাঁধা দিবার জন্য, আপনি কি করবেন?

জীবন দেওয়া পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা

"কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া"

আপনি হয়ত এই অভিব্যক্তি শুনেছেন, "কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া"। অন্যভাবে বলা যায়, আপনি যখন উভয় সঙ্কটে পড়েন, আপনি অগ্রগামী হতে পারেন এবং উদ্যম নিতে পারেন বা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে অন্যদের আপনার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে বলতে পারেন। সেগুলিতে মাত্র দুইটি পছন্দ আছে; ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত।

বীরগণ সঙ্কল্প নিতে পছন্দ করে। তারা জানে তাদের আহ্বানের মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা আছে। ঈশ্বর তাদেরকে দিয়ে যা করাতে চান বলে তারা অনুভব করে, তারা তাই করে। এবং যখন তারা কোন সিদ্ধান্ত নেয় সেটা কাজে পরিণত করার জন্য তারা ব্যক্তিগত দায়িত্ব নেয়। এই ধরণের আত্মসংযম তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যারা তাদের বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের দ্বারা পরিচিত। যীশুর দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে, আমরা জানি পরিপক্ষ আত্মসংযম এর ফল ব্যক্তিগত উৎসর্গ যা র‍্যাচেল স্কটের জন্য সত্য ছিল অথবা এর ফল হতে পারে যা ঘটুক না কেন, ইচ্ছাপূর্বক করা, তার থেকে পালিয়ে না গিয়ে অথবা তার থেকে বিচ্যুত না হয়ে যা যুবতী ভিয়েতনামী পালকের জন্য সত্য ছিল। ত্রাণকর্তা তাঁর উদ্দেশ্যর প্রতি সচেতনা রক্ষা করেছেন এবং সময়ের সম্বন্ধে আশ্চর্য-জনক সচেতনতা দেখিয়েছেন। সময় সময় তিনি (যীশু) কাউকে সুস্থ করার পর পীড়াপীড়ি করেছেন, তিনি যে সুস্থ করেছেন সেটা কারও কাছে প্রকাশ না করতে। অন্য সময় তিনি কিছু মনে করেন নি, সুস্থ করেছেন বলে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চান নি। এক সময়ে তিনি নিজে থেকে ইচ্ছা করে যিরুশালেমে যাওয়া এড়িয়ে গিয়েছিলেন। যদিও তার শত্রুরা তাঁকে আশা করেছিল। তারপরে যিরুশালেমে তাঁর শেষ যাত্রায় তিনি জানতেন তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করছে তবুও, "কঠিন ভাবে তাঁর

মুখ ফিরিয়ে ছিলেন শহরের দিকে, এবং তাঁর বিশ্বাসঘাতকের ফাঁদে হেঁটে গিয়েছিলেন।

যীশু তাঁর শিষ্যদের সংকীর্ণতার (ক্ষুদ্র বিষয়ের) জন্য ক্লান্ত হয়েছিলেন। তারা রুটিন করে তর্ক করত সবচেয়ে বড় কে। তিনি হতাশ হয়েছিলেন আপাতদৃষ্টিতে তাদের অক্ষমতার জন্য। প্রায় তারা স্থূলবুদ্ধি ছিল। কিন্তু যীশু তাদের সঙ্গে লেগে থাকতে পছন্দ করতেন। যখন তিনি ঝুকে পড়ে তাদের পা ধুয়েছিল তাদের ব্যক্তিগত দুর্গন্ধ সহ্য করেছিলেন। এটা একটা চাকরের কাজ ছিল। কিন্তু যীশু, যা করা প্রয়োজন তার জন্য নিজের গর্বকে উৎসর্গ করেছিলেন। যীশু রাগান্বিত হয়ে একটা চাবুক নিয়ে মন্দিরে মুদ্রা বিনিয়োগকারীদের টেবিল উল্টে দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন উপহাসকারী সৈন্যরা তাঁর মুখে আঘাত করেছিল তখন যীশু তাঁর অন্য গাল ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক এই শিক্ষাই তিনি তাঁর অনুসারীদের দিয়েছিলেন ।

ভিয়েতনামী মেয়ের মত, যীশু একটির মধ্যে দুইটি জীবনধারায় বাস করেছেন যাতে তিনি, যারা তাঁর উপর নির্ভরশীল, তাদের আধ্যাত্মিকভাবে যা প্রয়োজন তা দিতে পারেন। র‍্যাচেল স্কটের মত যীশু ইচ্ছুক ছিলেন যেন আক্রমনকারী তাঁর জীবন কেড়ে নেয় কারণ এটা এড়ালে অনুগ্রহের প্রতিক্রিয়া শৃঙ্খল যা সমস্ত জগতের লোকদের কাছে পৌঁছান প্রয়োজন, তা ভেঙ্গে যাবে। তিনি জেনেছিলেন, কখন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং কখন সাহস করে ধার্মিকতার জন্য রুখে দাঁড়াতে হবে।

যীশুর জন্য আত্ম সংযম ছিল চাবিকাঠি। যোহন ১০ অধ্যায়ে যীশু তাঁর নিজের ছবি আঁকছেন। তাঁর তুলির টান বলিষ্ট, তবু প্রকাশমান চরাণির দৃশ্য বিশদভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। যীশু উত্তম মেষপালক যিনি তার মেষপালের আধ্যাত্মিক ভালর জন্য যা প্রয়োজন তা করবেন। গুপ্ত ভাবে ফরিশীদের বিষয় উল্লেখ করে, তিনি নিজেকে ভন্ড লোকদের

থেকে আলাদা করেছিলেন। তিনি সোজা সাপ্টা বলেছিলেন, মেষদের জন্য তিনি জীবন দিবেন (প্রাণ দিবেন)। কিন্তু ১৭ এবং ১৮ পদে যীশু খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন কেন তিনি তা করতে ইচ্ছুক তা কেবল তাঁর সময় সূচীতে ঘটবে। তিনি তাঁর পছন্দ করার ক্ষমতাকে দমন করেছিলেন "পিতা আমাকে এইজন্য প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি। পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতে আমার ক্ষমতা আছে- কেহ আমা হইতে তাহা গ্রহণ করে না। বরং আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পণ করি" (যোহন ১০ঃ১৭-১৮ পদ)। যেহেতু যীশু কোন দায়িত্বের পছন্দের অধিকার কেবল তাঁর আছে, যারা তাঁর কাছে সম্পুর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে তারা সাড়া দিবার একই প্রকার ক্ষমতা দাবী করতে পারে। অন্যদের দাবীর সাড়া দিবার ক্ষমতার ভিত্তিমুল তাদের নিশ্চয়তা, যে সবচেয়ে খারাপ যা হতে পারে, তা তাদের জীবন নেওয়া। অনন্ত কালীন প্রত্যাশা নিয়ে যা বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করায়, তারা বিশ্বাস করতে পছন্দ করে, তাদের সব সময় পছন্দ আছে। তারা বিশ্বাস করতে পছন্দ করে যে পরিস্থিতি তাদের বেছে নিবার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। কতটা ত্রাস সৃষ্টি করার বা ভয় দেখাবার হোক না কেন.....। একজন বয়স্কা মহিলার মত যিনি একটা বড় আহবানের জন্য বিবাহ জীবনের আনন্দকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিসর্জ্জন দেওয়া বেছে নিয়েছেন।

সাক্ষ্যমর হবার প্রবৃত্তি

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময়, একজন চীনা মহিলা, যিনি তার অবসর জীবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তিনি আশ্চর্যজনকভাবে আত্ম-সংযম ও নির্ভরতার উদাহরণ দেখিয়েছিলেন। তার মনে অনুকম্পা দয়া হয়েছিল তার দেশের বিশ্বাসীদের জন্য, যারা ঈশ্বরের বাক্যের কাছে যেতে পারত না। VOM এবং অন্যদের সাহায্যে তিনি ৪০ হাজার বাইবেল বিলি করেছিলেন। এই স্ত্রীলোকটি জানত যদি কখনও তাকে গ্রেফতার করা হয় তার শেষ ফল কি হবে। বাইবেলের অংশ বিলি করার বিপরীতে আইন ছিল কিন্তু সেটা তাকে নিরুৎসাহ করেনি।

এই সাহসী মহিলার ঈশ্বরের সত্য প্রচার করার তীব্র অনুরাগ বুঝতে হলে আপনি তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুন। তার নিবেদিত প্রাণের বিষয় তিনি সত্যায়িত করবেন।

যখন পুলিশ শনাক্ত করেছিল কে বে-আইনীভাবে বাইবেল পাচার করছে, তারা স্ত্রীলোকটিকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলার পূর্বে, তিনি পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৭ বৎসর তিনি পুলিশ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন যারা ক্রমাগত তার সন্ধানে ছিল। চীন দেশের অনভিজ্ঞ খ্রীষ্টিয়ানদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য স্ত্রীলোকটির ইচ্ছার এবং তার উপর নিজের বা পরিবারের প্রয়োজন এর ফলস্বরূপ ছিল তার স্বামীর সঙ্গে তিনি বৎসরে দুই বার সাক্ষাৎ করতে পারতেন (VOM নিউজলেটার, মে-১৯৯৪)। এই ধরণের উৎসর্গকৃত প্রতিজ্ঞা, যা খাঁটি প্রবৃত্তি এবং নিবেদিত প্রাণ থেকে এসেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

সন্ত্রাসের প্রসার যা অসংখ্য শহীদের কৃতকার্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করায়। কিন্তু এই সব মৃত্যু, আত্মহত্যার মিশন, এসব আত্মসংযমের সরাসরি বিপরীত। যেমন ১১ই সেপ্টেম্বর মুসলমান সন্ত্রাসীরা মানুষের বোমা হতে ইচ্ছুক হয়েছে পশ্চিমের খ্রীষ্টিয়ানদের মারার জন্য। তারা মনে করে আমরা অবিশ্বাসী ও শয়তানের যন্ত্র। খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্বাস মানবিক সমতা উদাহরণ স্বরূপ, খ্রীষ্টে কোন স্ত্রী-পুরুষ নাই, ভেদাভেদ নাই এবং এটা তাদের ক্রোধের উদ্রেক করে, যারা স্ত্রীলোকদের মুখ আবৃত করে, এবং তাদের দাবী খর্ব করে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে। আল-কায়েদার জঙ্গী-ট্রেনারগণ তাদের শিক্ষা দেয় যে খ্রীষ্টিয়ানদের মারলে তারা সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হবে। তারা বিশ্বাস করে তাদের নিজেদেরকে বোমায় উড়িয়ে দিবার মধ্যে যতক্ষণ অবিশ্বাসীদের মারবে তারা সঙ্গে সঙ্গে বেহেস্তে যাবে। কিন্তু সেটাই সব যুক্তি না কারণ যা তাদেরকে উৎসর্গ করার জন্য প্ররোচিত করা হয়- এবং তাদের যা শিক্ষা দেওয়া হয়- তা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এই সব ট্রেনারদের

মতে প্রত্যেক শহীদকে ৭০ জন যুবতী কুমারী মেয়ে (বেহেস্তের হুরী) দেওয়া হবে যাদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে সীমাহীন যৌন সংসর্গের আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। চাইনীজ বাইবেল পাচারকারী ইচ্ছুক ছিলেন শারীরিক আনন্দ এবং সাহচর্যকে-অস্বীকার করতে। এবং এটার উদ্দেশ্য কি?- খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য পুষ্টিকর খাবার যোগাতে যারা ঈশ্বরের বাক্যের জন্য ক্ষুধার্ত ছিল। তার উৎসর্গের কাজের মধ্যে দিয়ে অন্যদের জন্য সেবা কাজ শেষ হয়েছিল,-কিন্তু নিজের জন্য না। ইসলামিক জঙ্গীরা শারীরিক ক্ষতি করতে ইচ্ছুক ছিল এবং অকল্পনীয় ধ্বংস করতে, যাতে জীবনের পরপারে একটা আরামদায়ক ভালবাসার বাসা আশা করা, যেখানে তার X-rated অলীক কল্পনা থাকবে (যৌনমূলক খারাপ কাজ)।

আমরা দেখেছি, যীশু জানতেন কখন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং বিশ্বাসীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে, যেন বৃদ্ধি পাবার জন্য তাদেরকে এগিয়ে নেয়া যায়। নিজেকে অস্বীকার করা বেশী করে অসাধারণ এমন একটা কৃষ্টিতে বিভিন্ন ধরণের খাবার বেছে নেওয়ার মত আত্মপ্রশ্রয়ী। এবং সেই সব অগ্রসর হওয়া বাঁধা দেওয়া এত কঠিন যখন তারা আমাদের প্রলোভিত করে, বস্তুবাদী স্বপ্ন, যৌন কল্পকাহিনী এবং রান্নার আনন্দ এই সব "ভাল জীবনের" ফাঁদ তৈরী করে।

তবু শিষ্যত্বের মূল্যের মধ্যে আছে নিজেকে অস্বীকার করা যখন আমরা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করি। কোন্ আত্মপ্রশ্রয় বেছে নিবার জন্য আপনি যুদ্ধ করছেন? আপনার খ্রীষ্টিয় পথে চলা থেকে দূরে সরিয়ে নিবার জন্য তারা কিভাবে ভয় দেখাচ্ছে?. আপনি কিভাবে টাকা, সম্পত্তি, খাবার এবং যৌনতার বিষয়ে আত্ম-সংযমী হতে পারেন?

বেদীতে অবস্থান করা

প্রেরিত পৌল এই আলোচনার সাহায্যকারী শুদ্ধিতা দিয়েছেন। রোমীয়দের প্রতি তার পত্রে, তিনি আত্মসমর্পন-এর অঙ্গীকারের ধারণার প্রশংসা করেছেন এবং এটিকে বিশ্বাসের পরিপক্কতার বিষয় উল্লেখ করে "জীবন্ত উৎসর্গের বলি" বলেছেন। "অতএব হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত সঙ্গত আরাধনা। আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ" (রোমীয় ১২ঃ১-২ পদ)।

যদিও প্রেরিত পৌল আক্ষরিক অর্থে সাক্ষ্যমরের কথা বলছেন না, তিনি এক ব্যক্তির মাংসিক আচরণের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন। আল-কায়েদার জোরালো উক্তির শিক্ষার বিপরীতে বেঁচে থাকা অথবা মরা কোন ব্যক্তির সাহসী ইচ্ছাকে সুখী করতে যা ঈশ্বরের ইচ্ছার উল্টো ধারণা পোষণ করে এটা ইহকালে বা পরকালের পরিবর্তে বিশ্বাসীদের আহবান করা হয়েছে তাদের সেইভাবে সমর্পণ করতে যেমন বলিদানের বেদীতে করা হয়। এই প্রেক্ষিতে পৌল ধারণা করেছেন, পুরাতন নিয়মে বলিদানের প্রথা যার মধ্যে ছাগল, মেষ ও ষাড় পুরোহিতদের দ্বারা জবাই করা হতো এবং পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা হত। যেহেতু মানুষের অহঙ্কার সমর্পণ করা আধ্যাত্মিক এবং আক্ষরিক না, পৌল স্পষ্টভাবে বলেছেন আমাদের উদ্যম নিতে হবে এবং যা প্রয়োজন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে এক লাইনে আনতে হবে। এটা করার জন্য আমাদের কৃষ্টির বা আমাদের ইচ্ছাকে পরিচালিত করে তার পরিবর্তন করা। আমাদের মনকে ঈশ্বরের বাক্য খাওয়াতে একটি পূর্বের কার্যক্ষম হয়ে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন হয়।

আমাদের নিজেদের অস্বীকার করার জন্য যা প্রয়োজন, তা যদি আমরা না করি তবে আমরা নিজেদের সেবা করার প্রবণতায় ফিরে আসব। যেমন জে, কেসলার প্রায়ই বলত, জীবন্ত বলির সমস্যা হল তাদের বেদী থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়িয়ে আসার প্রবণতা।"

"জীবন্ত বলির সমস্যা হল তাদের বেদী থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়িয়ে আসার প্রবণতা।"

VOM এর কার্যকারীদের চিন্তা আছে স্বেচ্ছাকৃতভাবে প্রাণ বিসর্জ্জনের ধারণা, যখন পূর্ব কার্যক্ষমের দ্বারা, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে না, অবস্থার সাড়া দিতে বা মোকাবেলা করতে সক্ষমতা বজায় রাখতে। কোনার এডওয়ার্ড লিখেছেন, "আত্মসংযম এবং আত্মোৎসর্গ খ্রীষ্টিয় জীবনের মূল ভিত্তি। যখন আমরা বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাই এবং দেখি যে ঈশ্বর আছেন এবং যাকে তিনি বলেন তিনি আছেন, আমাদের ইচ্ছা তার আহবানের বাধ্য হওয়া, নিজেদের অস্বীকার করা এবং ক্রুশ তুলিয়া নেওয়া, এটি আমাদের জীবনের একটা অংশ হবে। আমরা জানি আমাদের একটা পছন্দ আছে। হয় ক্রুশ তুলে নেওয়া ও নিজেকে অস্বীকার করা অথবা ক্রুশ অস্বীকার করা ও নিজেকে আলিঙ্গন করা। একটি পছন্দ জীবন আনে এবং অন্যটি মৃত্যু ও ধ্বংস আনে। যদিও জীবনের পথ মহা মূল্যের দ্বারা আসে।"

ইউজিন পিটারসন রোমীয় ১২ অধ্যায় প্রথম দুই পদকে শব্দান্তরিত করে প্রকাশ করে বলেছেন, জীবনকে আলিঙ্গন করার অর্থ যা উদ্দেশ্যমূলক পছন্দ অথবা সতর্কমূলক বেছে নেওয়া "সুতরাং এটি যা আমি করতে বলছি, ঈশ্বর সাহায্য করেছেন: আপনার প্রতিদিনের সাধারণ জীবন গ্রহণ করেন, আপনার ঘুমান, খাওয়া, কাজে যাওয়া এবং জীবনের চারিদিকে বেড়ান- এগুলি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেন। তার জন্য সবচেয়ে ভাল আপনি যা করতে পারেন তা আলিঙ্গন করেন আপনার কৃষ্টি (স্বভাব, আচরণ) যা কোন রকম চিন্তা না করে ফিট্ করে তার সঙ্গে ভালভাবে সুসমন্বিত করেন না, এর পরিবর্তে আপনার

মনোযোগ ঈশ্বরের উপর নিবদ্ধ করেন। আপনি ভিতর থেকে (অন্তর থেকে) পরিবর্তিত হন। তাৎক্ষণিকভাবে বুঝেন তিনি আপনার কাছ থেকে কি চান, এবং তাতে তাড়াতাড়ি সাড়া দেন। আপনার চারিদিকে যে সংস্কৃতি যা আপনাকে তাদের অপরিপক্কতার সমতলে টানছে, এর বিপরীতে ঈশ্বর আপনার থেকে সবচেয়ে ভাল কিছু আনছেন সেই সুনির্মিত পরিপক্কতা আপনি গঠন করেন।"

র‍্যাচেল স্কট দেখিয়েছেন, তার পরিপক্কতার গুণাগুণ, তার বয়স অল্প হওয়া সত্বেও যা ভিয়েতনামী স্ত্রীলোক ট্রেনে করেছিলেন। এটা চীনা স্ত্রীলোকের পরিপক্কতায়ও ছিল। এই তিন জন জানতেন ঈশ্বরের ইচ্ছা কি এবং তারপর সুযোগ মত সেইভাবে কাজ করেছিল। তারা পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন জীবন্ত বলি হবার জন্য কি প্রয়োজন হবে, তবু তারা ঈশ্বরের ইচ্ছার কেন্দ্রস্থলে বেদীতে তাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কোনার এডওয়ার্ড আরও লিখেছিলেন, "নির্যাতিত মণ্ডলীর ভাই-বোন ছাড়া এই মূলতত্ত্ব উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তারা জানে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য তাদের পরিবারকে দেখার মূল্য দিতে হয় কারণ তাদের সপ্তাহের পর সপ্তাহ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয় অথবা মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর জেলে বন্দী থাকতে হবে। অনেক নির্যাতিত মণ্ডলী কাজের অগ্রগতিকে অস্বীকার করছে অথবা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য আরও উন্নত শিক্ষা পাবার ব্যাপারেও চেষ্টা করেছে। তারা জানে এই সব বিষয় ক্ষণস্থায়ী কিন্তু খ্রীষ্টের রাজ্য অনন্তকালীন। যখন আমরা তাদের নির্যাতনের দিকে দেখি, আমরা তাদের আত্মোৎসর্গ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি।"

ঈশ্বর তাদের অনেক সুবিধার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন যারা তাদের দাবী, সম্পর্ক অথবা জীবনকে উৎসর্গ করার জন্য ইচ্ছুক। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি যখন নারী-পুরুষদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, ঘৃণা করতে এবং সন্ত্রাসী কাজে নিজেদের উড়িয়ে দিতে, এর পরিবর্তে

মানুষের আত্মা যার জন্য আকাঙ্খিত, ঈশ্বর তা প্রতিজ্ঞা করেন। শারিরিক অন্তরঙ্গতার ক্ষণস্থায়ী আনন্দের চেয়ে বেশী কিছুর জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হযেছে।

আমাদের স্বর্গীয় পিতা তাদের দেন যারা তাঁর প্রভুত্বকে মেনে নিয়েছেন এবং পরীক্ষার সময় একটা শান্তি যা সকল বোধ জ্ঞান ও আনন্দের মধ্যে প্রবাহিত হয়। এটা ঠিক, এই জীবনের জন্য যে পৃথিবী আর যখন আমরা সিংহাসনের কাছে জড় হব তাদের সঙ্গে যারা সেখানে আমাদের সাক্ষ্য ও উৎসর্গের জন্য সেখানে থাকবেন।

বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের বিশ্বাসীগণ আত্ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ। তারা আত্মোৎসর্গ করা, অমনোযোগী হওয়াকে এড়িয়ে যায়, নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করে এবং কাজ করতে পছন্দ করে। আপনার বিশ্বাস কিভাবে মাপা হচ্ছে?

উত্তম মেষ পালককে অনুসরণ করতে কি প্রয়োজন হয়

- উৎসর্গ ভালভাবে বুঝার জন্য একটি কাজ পছন্দ করেন অথবা অনুসরণ করেন যা ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে আপনাকে প্রভাবিত করে। এক সপ্তাহের জন্য উৎসর্গ করেন এবং সেই সময় খ্রীষ্টের রাজ্যের জন্য ব্যবহার করেন।

- নিয়ন্ত্রণ (দমন) শিক্ষার জন্য আপনাকে সাহায্য করতে, একদিনের জন্য উপবাস করুন, খাবার সময়টা আপনি প্রার্থনায় কাটান। অথবা এক সপ্তাহ টিভি দেখবেন না।

- এটা বোধগম্য যে আপনাকে (র‍্যাচেল স্কটরে মত) একদিন জীবন বিসর্জন দিতে বলা হবে। কিন্তু প্রত্যেক দিন মরার বিচার আজ্ঞা প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের যাবজ্জীবনের জন্য শাস্তি।

তার জন্য আজকে "জীবন দেওয়া"র জন্য ঈশ্বর কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন?

- এই অধ্যায়ের মধ্যে ২ টি মর্ম্মভেদী মহিলার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যারা ঈশ্বরের বাক্য (বাইবেল) যাদের ছিল না তাদের দিবার জন্য, অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। কাকে আপনি জানেন, যিনি এক কপি বই (বাইবেল) দ্বারা উপকৃত হবেন? আপনি একটা খ্রীষ্টিয়ান বই এর দোকানে যান এবং সেই বন্ধুর জন্য এক কপি কিনে দেন। বাইবেল উপহার দিবার পূর্বে আপনি তার জন্য প্রার্থনা করুন যেন আপনার সাক্ষাতের সময় ঈশ্বর তার হৃদয় খুলে দেন।

অধ্যায়-৮

ভালবাসা, প্রেম

একজন বীরের উড্ডয়ন

আপনি কি কখনও আশ্চর্য হয়েছেন
বীরদের আকাশে উড়ার কে অনুমতি দেয়
সমতল ভূমির উচ্চে মাঝামাঝি?
অথবা স্বর্গীয় নামে এটা কি
যা তাদের খুব নীচে ছো মারতে সক্ষম করে
উৎপীড়িতদের খুচিয়ে তুলতে।
যা তাদের চড়তে দেয়
তাদের বহন করতে যারা উড়ার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছে?
এটা মৃদু বাতাস যা ঈশ্বরের হৃদয় থেকে প্রবাহিত হয়
যা বীরদের উড্ডয়নকে চালায়।
এটা আর কিছু না, স্বার্থহীন ভালবাসা।
এটা তাদের পাখার নীচে বাতাস।

-গ্রেগ আসিমাকোপৌলুস

১৯৮২ সালে, চার্লস কলসন ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারীর অপরাধী- যিনি খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিলেন এবং জেলের প্রধান মিনিষ্টার (পালক) এর দিকে ঘুরে যিনি প্লেনে উঠেছিলেন একটা কথা বলার প্রোগ্রামে যাবার জন্য। সেই একই ফ্লাইট-এ বেনিটো একুইনো ছিল। যিনি ফিলিপাইনের একজন রাজনৈতিক নির্বাসনে যাওয়া সাংবাদিক ছিলেন। একুইনো কলসনকে চিনতে পেরেছিল এবং উত্তেজিতভাবে তার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। সে নিজের পরিচয় দিয়েছিল এবং উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করেছিল কেমন করে "Born Again" (একটি কলসনের আত্মচরিত মূলক ঘটনাবলী- তার জেলখানার অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাসী হওয়ার বিষয়) পড়ে খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিল।

একুইনো বিশদভাবে বলেছিলেন কিভাবে তিনি ফার্দিনান্ড মারকসের এক নায়কত্বের শিকার হয়েছিল। তার সাংবাদিক প্রভাব মারকসের নাস্তিক শাসন ব্যবস্থার প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। এর ফলে তাকে ৭ বৎসর ৭ মাস জেল খাটতে হয়েছিল। একুইনো স্বীকার করেছিলেন তিনি কতটা ঈশ্বর ও তাঁর অত্যাচারিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করেছিলেন। সে তার নিজের ঘৃণার জিম্মি হয়েছিল। প্লেনে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ চলাকালে ফিলিপাইনের নির্ব্বাসন প্রাপ্ত তাকে (কলসন) বলেছিল কিভাবে তার খ্রীষ্টিয়ান মা কলসনের বই এনেছিল। তিনি সেটা পড়েছিলেন এবং খ্রীষ্টকে তার জীবন দিয়েছিলেন। একুইনো বর্ণনা করেছিল (এটি) তার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল।

জেল থেকে মুক্ত হয়ে একুইনো আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিল। নিরাপত্তার আশ্রয় স্থান হিসাবে এবং তার বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছিল। ঠিক এই সময় কলসনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। এই সুযোগে একটি দৃঢ় বন্ধুত্বের আরম্ভ হয়েছিল। তারা একসঙ্গে ভ্রমণ করেছিল এবং সমস্ত দেশে পাবলিক মিটিং-এ সাক্ষ্য দিয়েছিল। একদিন একুইনো কলসনকে বিশ্বাস করে গোপন কথা বলেছিল। তিনি বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর চান যেন তিনি আবার ফিলিপাইনে ফিরে যান এবং

যেখানে তিনি ফেলে এসেছিলেন সেখানে আবার তুলে নেন। কিন্তু এই বার তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে একটি দুর্নীতিবাজ গর্ভণমেন্টকে যীশুর নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। একুইনো বলেছিলেন যে খ্রীষ্টিয় ভালবাসার শক্তি মন্দ শক্তি থেকে বেশী শক্তিশালী।

যখন একুইনো প্রস্তুত হয়েছিল তার মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার জন্য যা তার নেতৃত্বের জন্য আকাঙ্খিত ছিল, কলসন প্রকাশ করেছিল জাতির অস্থিরতা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তার যুব বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার প্রতি কি ঘটতে পারে তা কি বিবেচনা করেছেন। চল্লিশোর্দ্ধ বয়সী একুইনো স্বপ্নচারী বলেছিল, "যদি মার্কস আমাকে প্রেসিডেন্টের জন্য দাঁড়াতে দেয় আমি নির্বাচিত হব। সে যদি আমাকে জেলে পুরে আমি জেলের মধ্যে জেলের সহভাগিতার একটি নতুন অধ্যায় রচনা করব এবং যদি মার্কস আমাকে মেরে ফেলে, আমি যীশুর সঙ্গে থাকব।"

"যদি মার্কস আমাকে প্রেসিডেন্টের জন্য দাঁড়াতে দেয় আমি নির্বাচিত হব। সে যদি আমাকে জেলে পুরে আমি জেলের মধ্যে জেলের সহভাগিতার একটি নতুন অধ্যায় রচনা করব এবং যদি মার্কস আমাকে মেরে ফেলে, আমি যীশুর সঙ্গে থাকব।"

এই কথোপকথনের কয়েক সপ্তাহ পর একুইনো ফিলিপাইনে উড়ে (প্লেনে) গিয়েছিলেন। ম্যানিলা এয়ারর্পোটে সে যখন প্লেন থেকে বার হয়েছিল, কিছু রাজনৈতিক দক্ষ ব্যক্তি যা ভবিষ্যত বাণী করেছিল, তা ঘটেছিল। একজন হত্যাকারীর বুলেট যুবক একুইনোর জীবন শেষ করে দিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, এটি তার স্বপ্নকে শেষ করে দেয়নি। যখন ফিলিপিনোরা তাদের স্পষ্টবাদী খ্রীষ্টিয়ান বীরের জন্য শোক প্রকাশ করেছিল, ভালবাসার বীজ যা তার নির্বাসনের সময় রোপিত হয়েছিল, তা অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করেছিল।

ক্যাথলিক মণ্ডলীর কার্ডিনাল সিন একুইনোর লাঠি তুলে নিয়েছিল এবং জাতিকে আহবান করেছিল অনুতাপ করতে ও যীশুকে বিশ্বাস করতে যাতে তারা তাদের আধ্যাত্মিক মূলে ফিরে আসতে পারে। এবং তারা তা করেছিল। সমগ্র দেশে একুইনোর ব্যর্থ প্রত্যাবর্তন এবং ধার্মিকতার জন্য কার্ডিনালের আহবান একটি বড় আধ্যাত্মিক আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ-জ্বলে উঠেছিল। প্রার্থনার দল এবং পারিবারিক উপাসনা সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তার অল্পদিন পরে, যখন ৩০০ জন সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, কার্ডিনাল সিন টেলিভিশনে খ্রীষ্টিয়ানদের (ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট উভয়কেই) আহবান করেছিলেন, দুষ্ট একনায়কত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য। ফলটা আশ্চর্যজনক ছিল। ফিলিপাইনের ২৩ লক্ষ অধিবাসী রাস্তা অধিকার করেছিল এবং মার্কস এর ট্যাঙ্ক নড়তে পারেনি। দেশের অত্যাচার ছুড়ে ফেলা হয়েছিল এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এবং আত্মিক উদ্দীপনার বাতাস সমস্ত দ্বীপের জাতির মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল।

যখন মার্ক কলসন ওয়াশিংটন ডিসির ৮৮ সালের কনগ্রেসের জড়ো হওয়া প্রতিনিধিদের এই গল্প বলেছিল, তার পতিত বন্ধুদের সাহস উদযাপিত হয়েছিল। তিনি এই আধুনিক যুগের বীরের ভালবাসা তিনি সত্যায়িত করেছিলেন। এটি অভিভূত করার মত বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস যা অন্যদের জন্য একজন ইচ্ছুককে প্রাণ বিসর্জনের জন্য পরিচালিত করেছিল। কলসনের কথায়, "একজন চরিত্রবান লোক জেলের সেলের বাইরে এসে বলে," আমি দাঁড়াব কারণ খ্রীষ্টিয়ানের ভালবাসা, মন্দ শক্তির ক্ষমতার চেয়ে বেশী।

ব্যক্তিগত আত্মোৎসর্গ এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ

যীশু প্রথম দেখিয়েছেন যে ভালবাসার শেষ শক্তি কারও মধ্য দিয়ে মুক্তি পায় যে তার জীবন বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক। তিনি বলেছেন, "কেহ যে আপন বন্ধুদের নিমিত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম কারও নাই" (যোহন ১৫ঃ১৩ পদ)।

যীশু স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তিনি ক্রুশের উপর কি করবেন, অধার্মিক জগতের জন্য তাঁর বিনা শর্তের প্রেম জ্ঞাপন করতে। সেটা সব না যা তিনি বলেছিলেন। তার উদাহরণের নমুনা থেকে আমরা ভালবাসা প্রকাশের নমুনা মূল্যায়ন করতে পারি এবং যার দ্বারা তার পরিচালনা অনুসরণ করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

যীশু কিভাবে জীবন যাপন করেছেন এবং কি শিক্ষা দিয়েছেন সেটা এই সাধারণ সমীকরণে সংক্ষিপ্ত করা যায় ঃ "ভালবাসা এনএথ ডিগ্রী (পরিমাপ) = ১ জীবন-৪ অন্যদের"। যদি আপনি অন্য কাউকে বুঝাতে চান যে আপনার চেয়ে আপনি তাকে বেশী মূল্য দেন, আপনি তার জন্য নিজেকে দিতে পারেন। সেইটাও সবশেষ দেওয়া, যা কোন ব্যক্তি করতে পারে। এই কারণে কোনরূপ দ্বিতীয়বার ভাবনা চিন্তা না করে একজন পিতা-মাতা তার সন্তানের জীবন বাঁচাতে একটি দ্রুতগামী মোটরের সামনে লাফিয়ে পড়বে।

তাদের রক্ত মাংসের একজন পিতা-মাতার অজ্ঞাতসারে যে সহজাত ভালবাসা আছে তা যুগে যুগে খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমরদের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছে- তাদের নিজেদের সন্তান থাকুক আর না থাকুক। বাস্তবিক পক্ষে, যারা বীর বলে চিহ্নিত হয়েছে, তাদের পরিবারের প্রতি সাধারণ যে ভালবাসা জমা থাকে, তারা তাদের ভালবাসাকে যাদের জন্য আরও বেশী প্রয়োজন, তাদের জন্য প্রবাহিত হয়েছে। নিঃস্বার্থ ভালবাসা ম্লান হয় না। তাদের পা ক্রমাগত ত্রাণকর্তার পদচিহ্ন অন্য জীবনে উচ্চ পথ সম্বলিত যাত্রার পথ ক্রমাগত অনুসরণ করে চেতনাহীন হয়েছে।

একটি গণনা করার অপ্রত্যাশিত দিন এবং একটি ভালবাসার বীরোচিত প্রদর্শনী

অন্য একটি আন্তর্জাতিক ভ্রমণে একজন যাত্রী, যার খ্যাতি বা পদমর্যাদা কোন ক্রমেই একুইনোর সমতুল্য ছিল না, অন্তরে যীশুর বাক্য গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের জন্য জীবন দিতে চেয়ে ছিলেন।

সবচেয়ে কম নাম জানা যাত্রী, যিনি টাইটানিক এর সঙ্গে ডুবে গিয়েছিলেন- তিনি ৩৯ বৎসর বয়স্ক গ্রেটব্রিটেনের অধিবাসী ছিলেন। জাহাজের নাম টাইটানিক। এটি ১৯১২ সালে নির্ম্মিত হয়েছিল এবং এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ ছিল। এটি ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় যাত্রা করেছিল। কিন্তু এর প্রথম যাত্রায় এটি ডুবে গিয়েছিল।

যারা তার গল্প জানে তারা জন হারপারকে টাইটানিকের শেষে বীর বলে চিহ্নিত করেছিল। যখন ঈশ্বরের যুব লোকটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজটির প্রথম সমুদ্র যাত্রার জন্য টিকিট কেটেছিলেন, তার ভাগ্যে কি আছে কিছুই জানত না। [রেভাঃ হারপার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন শিকাগোর মুডি মেমোরিয়াল মণ্ডলী থেকে একসঙ্গে একাধিকক্রমে মিটিং করার জন্য। তার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে, তিনি আমেরিকা যাবার সুযোগকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। তিনি দুঃখের সহিত সংগ্রাম করেছিলেন এবং পিতামাতা হিসাবে একাকী যাবার জন্যেও। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন, আমেরিকায় যাবার এই যাত্রায় ঈশ্বর তাকে গুরুত্বপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছেন তার ৯ বৎসরের মেয়ে এবং ১১ বৎসরের ভাগ্নীর সঙ্গে ভ্রমণ করতে হারপার সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল, এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ একটা দুঃসাহসিক অভিযানের মত হবে যা তিনজনে, তাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত মনে রাখবে।

যা প্রমাণিত হবে, দৃঢ় সঙ্কল্পচিত্ত পালক আশা করেছিল একটা স্মরণীয় ভ্রমণ হবে এবং তার ইচ্ছা অনন্যরূপে প্রভুর দ্বারা ব্যবহৃত হবে এবং বৃথা যাবে না। দুইটি ইচ্ছা পূর্ণ হবে, কিন্তু নিজে নিজে যেভাবে ছবি এঁকেছিল সেভাবে না। যখন বিপর্যয় আঘাত করেছিল, জাহাজটি ডুবে যেতে আরম্ভ করেছিল, সমস্ত স্ত্রীলোক এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের একুশটা লাইফ বোটে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে পুরুষরাও, যারা তাদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ভ্রমণ করছিল। কিন্তু জন হারপার তার আত্মায় একটা বাঁধা পেয়েছিল। পবিত্র আত্মা অন্যদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিবার জন্য তাকে আহবান করেছিল। লাইফ বোটে জায়গা না নিয়ে, যা তার জন্য রির্জাভ ছিল, তিনি একজনের প্রাণ বাঁচাতে পারতেন কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন তার জীবন উৎসর্গ করে তিনি অনেকের জন্য অনন্ত জীবনের ভাগী হবেন। হারপার সাবধানে তার ছোট মেয়ে ও যুবতী ভাগ্নীকে একটা লাইফ বোটে বসিয়েছিলেন এবং তিনি সেই বিখ্যাত জাহাজের ডেকে ছিলেন যা ধ্বংস হয়ে যাবে। যখন তিনি কেঁদেছিলেন এবং হাত নেড়ে মেয়েকে বিদায় জানিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন স্বর্গের এপারে তাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না, তিনি এক রকম আত্মসংযম দেখিয়েছিলেন যা তাদের, যাদের বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের জন্য সম্মানিত হয়েছেন। জাহাজের ডেক থেকে, যে লাইফ জ্যাকেট যোগাড় করতে পারেনি, দয়ালু পালক তারটা তাকে দিয়েছিলেন। একের পর এক মানুষের কাছে গিয়ে, যারা তাদের পরিবার থেকে আলাদা হয়েছে, তারা নিরাপদে লাইফ বোটে জায়গা পেয়েছে, জন হারপার তাদের ডেকে খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হতে আহবান করেছেন।

জন হারপার সাহসীকতার সঙ্গে পিছনে থাকতে সম্মত ছিলেন যেন যাত্রী ও ক্রুদের সাক্ষ্য দিবার জন্য যারা জাহাজের সঙ্গে ধ্বংস হবে।

এক হাজার গজ দূরে, সুবিধা প্রাপ্ত, কিন্তু ভগ্ন হৃদয় যাত্রীরা যারা লাইফ বোটে আশ্রয় পেয়েছিল, তারা লক্ষ্য করেছিল টাইটানিক আটলান্টিকের বরফ গলা কাল জলে ডুবতে আরম্ভ করেছে। তাদের,

যেখান থেকে ভাল করে কোন কিছু দেখা যায়, সেখান থেকে হেলে পড়া ডেকের উপর মানুষদের নড়াচড়া দেখতে পাইনি। পালক হারপার একদল ভীত যাত্রীদের সঙ্গে হাঁটু গেড়ে তাদের পাপের ক্ষমা প্রার্থনার পরিচালনা দিচ্ছিলেন। তাকে শুনার জন্য (তারা কি বলছে) তারা যথেষ্ট নিকটে ছিল না। তিনি কয়েকজন জাহাজের বাজনা বাদকদের, "আরও নিকটে, আমার ঈশ্বর, আপনার কাছে", সুর বাজাতে বলেছিলেন।

জন হারপারের ন্যায্য দাবী ছিল স্ত্রীলোক ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যোগ দিবার, যারা বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাসী বীরদের মত যাদের বিষয় আমরা ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে দেখি, তিনি তাৎক্ষণিক বাসনা পূরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন না, এবং সমস্ত মূল্য দিয়ে তার পরিবারের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন না। জন হারপার সাহসীভাবে পিছনে থাকতে সম্মত ছিলেন যেন যাত্রী ও ক্রুদের সাক্ষ্য দিবার জন্য যারা জাহাজের সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। জন হারপারের কার্যাবলী জেমস ক্যামেরনের রঙ্গালয়ের "হাউজফুল" হলিউডের ফিল্মে চিত্রায়িত করা হয়েছে, কিন্তু তার সাহসিকতা পূর্ণ বীরত্বের গল্প যা স্ক্রীন লেখকের রোমান্টিক গল্পের চেয়ে বেশী নাটকতাপূর্ণ। এমন কি, এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ, জন হারপারের সিদ্ধান্ত, তার জীবন উৎসর্গ, বৃথা যায়নি।

বহু বছর পর একজন সুইডিস নাবিক, একটি কানাডার মণ্ডলীতে তার সাক্ষ্য দিয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে, টাইটানিকের শোকাবহ ঘটনার, এই মানুষটি, একটি জীবন রক্ষাকারী পোষাক পড়ে, ঠান্ডা জলে থেকে, যে পর্যন্ত না অন্য একটি জাহাজ তাকে উদ্ধার করেছিল।

এই পরিত্রাণ প্রাপ্ত সুইডিস, জন হারপারের কৃতিত্ব দিয়েছিল। তাকে খ্রীষ্টের নিকট পরিচালিত করার জন্য যখন লাইফ জ্যাকেট বিহীন গভীর জলে হাত পা নেড়ে ভেসেছিলেন যে পর্যন্ত বরফপূর্ণ আটলান্টিকে মারা গিয়েছিলেন।

বেনিটো একুইনো অথবা জন হারপার কি ইচ্ছা করেছিলেন যে তাদের জীবন আলাদাভাবে শেষ হবে? সম্ভবতঃ না। এইজন্য দার্শনিক যার নাম রুবিন, এক সময় বলেছিল, "উৎসর্গকৃত জীবন না হলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জীবন হয় না।" এই সমস্ত বীরগণ আনন্দের সঙ্গে ভাগ্যের হাতে তাদের জীবনকে ত্যাগ করেছে। এই দুইটি ঈশ্বরের মানুষের সম্বন্ধে আমরা যা জানি তার উপর ভিত্তি করে রুবিনের বিখ্যাত উদ্ধৃতি এইভাবে গ্রহণ করে পড়া যায়, "আত্মোৎসর্গ ছাড়া একটা জীবন, প্রতিশ্রুত স্থান অথবা সন্তোষহীন জীবনের মত।"

এই দুইজন মানুষ সন্তুষ্ট হয়েছিল কারণ, তাদের সন্তোষ তাদের প্রতিশ্রুতির মধ্যে গ্রথিত ছিল- একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা যা ঈশ্বরের বাধ্যতামূলক ভালবাসার মধ্যে শিকড় গাড়া যা প্রেরিত পৌল ২য় করিন্থীয় ৫ঃ১৪ পদে বলেছেন, "কারণ খ্রীষ্টের প্রেম আমাদের বশে রাখিয়া চালাইতেছে; কেননা আমরা এরূপ বিচার করিয়াছি যে, একজন সকলের জন্য মরিলেন, সুতরাং সকলই মরিল।" এখানে প্রায় নির্যাতিত হতো প্রেরিত নিজেকে তাদের বিরুদ্ধে রক্ষা করেছেন, যারা তাকে বাতিকগ্রস্ত বলে দোষারোপ করেছে। সমালোচকগণ মনে করত পৌল পাগল হয়েছে। কারণ তার জীবনের মূল উদ্দেশ্যে তিনি যুক্তিহীন যতজনকে পারবেন তত জনকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। পৌল আবেগপ্রবণ ছিলেন যখন তিনি লোকদের জয় করতেন, যাদের যীশুকে প্রয়োজন ছিল।

৫ অধ্যায়ের ১৪ পদের আশে পাশে যে বাক্যগুলি আছে, প্রেরিত পৌল ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন কেন তিনি অনুভব করেন, যেভাবে তিনি করেন, এবং কেন তিনি তা করেন যা অন্যান্য মন্দ মুখের লোকটি তাকে করতে বলে।

তিনি বলেন, ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করেছেন তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাঁকে "ভয়" করার আমাদের কারণ আছে। পিতা, আমরা

নিজেদের জন্য যা করতে পারি না তা তিনি করেন; তিনি তার পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীর পাপের জন্য মরতে। বিগত বিষয়গুলি বিহিত করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ খ্রীষ্টে একটি নতুন সৃষ্টি হতে পারে। এবং যেহেতু এটি একটি সম্ভাবনা, আমাদের তা করার জন্য বলা হয়েছে যা আমরা ঘটাতে পারি।

পৌল আরও অগ্রসর হয়েছেন সম্মিলনের মিনিষ্ট্রিতে যা বিশ্বাসীদের জন্য দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের ভালবাসা যা খ্রীষ্টের জন্য প্রকাশিত হয়েছে- তা শুধু অল্প কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। যখন আমরা জানি ঈশ্বর তাদের জন্য কি চিন্তা করেন যাদের জন্য খ্রীষ্ট মরেছেন।

আমরা নিজেদের সাহায্য করতে পারি না। তাঁর ভালবাসা দিয়ে পৃথিবীকে রাঙিয়ে তুলতে আমাদের বাধ্য করে (এমনকি এর জন্য যদি আমাদের রক্তপাতের প্রয়োজন হয়)। তার ভালবাসা, আর আমাদের নিজেদের জন্য নয় কিন্তু তার জন্য বেঁচে থাকতে আমাদের বাধ্য করে এবং এর ফল স্বরূপ, অন্যদের জন্যও।

একুইনো এবং জন হারপার অন্যদের জন্য, যাদের তারা চিনত না, তাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, কারণ খ্রীষ্টের প্রেম তাদের বাধ্য করেছিল। তাদের মধ্যে এক ধরণের ভালবাসা ছিল যা তাদের বিশ্রাম নিতে দিত না যে পর্যন্ত না খ্রীষ্টের বাক্য বিস্তার এবং তাদের ত্রাণকর্তার উপর বাজী ধরত।

ভালবাসা একটি ক্রিয়াপদ

ভালবাসা শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় এবং আলোচিত হয়, যদিও মূলতঃ একটি বিশেষ্য পদ, যা বর্ণনা করে একটি উচ্ছাস, একটি অনুভূতি- সব সময় পাই, পড়ি অথবা খুঁজি। এইভাবে, যখন আমরা

মৃদু তিরষ্কার শুনি- "তোমার প্রতিবেশীকে প্রেম কর", "তোমার শত্রুকে ভালবাস", আমরা তা স্থির করতে অসুবিধায় পড়ি। আমরা কিভাবে ভালবাসার অনুভূতি পোষণ করব, যাদের আমরা চিনি না। অথবা তাদের জন্য, যারা আমাদের ঘৃণা করে? যা হোক, আমরা বাইবেলে যা দেখি এবং প্রভু যীশুর শক্তিশালী উদাহরণ থেকে যে ভালবাসা প্রথম এবং প্রধান পছন্দ যা কার্যে পরিচালিত করে। তার মানে, আমাদের অনুভূতি যাই হোক না কেন, আমরা নিশ্চয় অন্যদের জন্য আমাদের ভালবাসা দেখাতে পছন্দ করব। তারপরে আমাদের অনুভূতি আসবে।

একুইনো এবং জন হারপার ভালবাসাকে পছন্দ করেছিল; একুইনো যাবার জন্য এবং হারপার থাকার জন্য এর মানে তারা উভয়েই অন্যদের বাঁচাবার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছিল। যারা ভালবাসার যোগ্য, অর্থাৎ যাদের সঙ্গ আমাদের আনন্দ দেয়, যারা আমাদের ভালবাসে, তাদের মধ্যে কেবলমাত্র আমাদের ভালবাসা সীমাবদ্ধ থাকবে না।

যখন আমরা ভালবাসা দিয়ে অন্যদের জয় করি, যারা তার যোগ্য না, খ্রীষ্টের নিঃস্বার্থ ভালবাসা আমরা প্রতিফলিত করি। তখন লোকে আমাদের মধ্যে আমাদের ত্রাণকর্তাকে দেখে।

মনে করুন আপনি কাউকে অপছন্দ করেন অথবা কেউ যে আপনাকে বার করে দেয়। আপনি সেই মানুষকে ভালবাসতে কি করবেন? আপনার কি পছন্দ করার প্রয়োজন হবে? আপনি কি কার্যকারী ব্যবস্থা নিবেন?

একটা শক্ত বড়ি গিলতে কষ্ট

একুইনো এবং হারপার একমাত্র উদাহরণ না। তারা হাজার হাজার দেশের নির্দেশক, যা অসংখ্য, এবং যার তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

যাদের বাতিকগ্রস্ত বলে মনে করা হয়েছিল, কারণ তারা ভালবাসার নামে যা করেছিল এবং তাদের হৃদয়ের মধ্যে, যারা অন্যদের জন্য জীবন বিসর্জন করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন, একটা অনুভূতি প্রবাহিত হয়েছিল যা সমস্ত পৃথিবীকে জয় করেছিল। জয় করা এই সমস্ত সাক্ষ্যমর হবার অন্তঃকরণ ভালবাসার দ্বারা স্পন্দিত হয়েছে যা অযোগ্যদের ক্ষমা দিয়েছে।

এটা করি টেনবুমের জন্য সত্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তার পরিবার ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা দেখিয়েছিল, তাদের ঘরে ডাচ (নেদারল্যান্ডের) ইহুদীদের আশ্রয় দিয়ে। যখন কর্তৃপক্ষ তার গোপন আচরণ আবিষ্কার করল, টেনবুমের পরিবারকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দিল। তাদের "অপরাধের" ফল আরও নিষ্ঠুর হলো যখন নাৎসীরা তাদের পরিবারের সকলকে একে অন্যের কাছ থেকে পৃথক করে দিল।

এই অকল্পনীয় দুঃস্বপ্নের পরিপ্রেক্ষিতে করি এবং তার বোন বেটসী কৃতজ্ঞ ছিল একই প্রকার সুবিধায় জেল খানায় বন্দী হবার জন্য কৃতজ্ঞ ছিল এবং প্রতিশ্রুত আশীর্বাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিল। দুঃখের বিষয় তাদের বাবাকে আর কখনও তারা দেখেনি। ৮৪ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ লোক গ্রেফতার হবার ২ মাস ৯ দিন পর মারা গিয়েছিলেন।

জার্মানীর রেভেনসব্রাক এ করি এবং বেটসীকে অমানবিক জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। অনেক নির্যাতিত বিশ্বাসীর মত তাদের নির্যাতন করা হয়েছিল এবং গার্ড ও কর্মচারীদের দ্বারা গালি দেওয়া হতো। ৬০ লক্ষ যিহুদীদের সঙ্গে বেটসী মারা গিয়েছিল। করি ভুল ক্রমে ছাড়া পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ রূপে ছাড়া পাননি। জেলখানার স্মৃতি ঘুরে ফিরে তার মনে আসত এবং ভালবাসাহীন চিন্তা যারা তাকে কষ্ট দিয়েছিল। ইউরোপ যখন স্বাধীন হয়েছিল, করি দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল যা ঈশ্বর তার জন্য আমেরিকায় ভ্রমন করার জন্য

দরজা খুলে দিয়েছিলেন, এবং করি তার গল্প করেছিল। এক বৎসর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণশীল হয়ে এবং কথা বলে সে মনে করেছিল, সময় হয়েছে হল্যান্ডে ফিরে যাবার জন্য যখন জার্মানীতে ভ্রমণ করার নিমন্ত্রণ এসেছিল, তখন তিনি বাঁধা দিয়েছিলেন। কেমন করে তিনি একটা জায়গায় ফিরে যাবেন যেখানে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত? তিনি সত্যি করে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না, কিন্তু তার অন্তরে তিনি জানতেন ঈশ্বর চাচ্ছেন। সুতরাং ক্রমে ক্রমে তিনি গিয়েছিলেন।

মিটিং-এ করি লোকদের চিনেছিলেন যাদের তিনি সেই ক্যাম্পে দেখেছিলেন যেখানে তিনি বন্দী ছিলেন। এদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন যারা তার উপর অত্যাচার করেছিল। তার মনে অপমান বোধ জেগে উঠলেও তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন ঈশ্বর এই সমস্ত লোকদের ভালবাসতে ক্ষমতা দেন। একটা বিশেষ জন-সমাবেশে তিনি একজন মানুষকে দেখেছিলেন যাকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিনেছিলেন- যিনি গার্ডদের মধ্যে একজন যে অসংখ্য নির্দোষ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। তার কথার শেষে যখন সে করিকে মঙ্গলবাদ জানাতে আসল, এটা প্রতীয়মান হয়েছিল যে, সে এখন খ্রীষ্টিয়ান। করি বলতে পারত, সে তার আগের কয়েদীকে চিনতে পারেনি। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, এটা আশ্চর্য- ঈশ্বর ক্ষমা করেন।

এটা গিলার জন্য একটা শক্ত বড়ি এবং করি নিশ্চিত ছিল না সে এটা গিলতে পারবে। কিন্তু যখন সে হ্যান্ডসেক করেছিল, যা ঘটেছিল তাতে সে আশ্চর্য হয়েছিল। তিনি ভালবাসায় আপ্লুত হয়েছিলেন, ঈশ্বর যা তাকে এই মানুষের জন্য দিয়েছিলেন। তিনি খাঁটিভাবে তাকে ক্ষমা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাকে পরিবর্ত্তিত করতে তার বাধ্যতা তার অন্তরে পরিবর্তন এনেছিল। যখন তিনি নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তিনি বুঝেছিলেন, এটা খ্রীষ্টের প্রেম যা সেই মানুষ গার্ড টাকে ভালবাসতে বাধ্য করেছিল। যদি সেই ব্যক্তি তার উপর এবং

আরও অনেকের উপর নিষ্ঠুর হয়েছিল, তাকে মেনে নিতে হয়েছিল যে যীশু সেই মানুষটার জন্য মরেছিল।

একটি ভালবাসা যা নীরব থাকতে অস্বীকার করে

যা পূর্বে দেখা গিয়েছে, বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব, কেবলমাত্র হল্যান্ড, জার্মানী এবং ফিলিপাইনে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা নয়, সব জায়গায় বীরগণ খ্রীষ্টের ভালবাসার দ্বারা বাধ্য হয়েছে তাদের শত্রুদের ভালবাসতে। আমরা চমৎকৃত হতে পারি, করি টেনবুম কাউকে ক্ষমা করতে সমর্থ হয়েছিল যে তাকে অন্যায়ভাবে জেল খানায় ঢুকিয়ে ছিল, কিন্তু আপনার চারিদিকে লক্ষ্য করুন, সম্ভবতঃ আপনি হয়ত কাউকে জানেন সে কাউকে ভালবেসেছে যাকে ঠিকভাবে একই জেলে বদ্ধ করা হয়েছে। এটা একজন আমেরিকানের পক্ষে ঘটেছে যার নাম ওয়াইনী মেসমার। ওয়ানীর খ্যাতি একজন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সমস্ত মধ্য পশ্চিমে বিস্তার লাভ করেছিল। তার ভরাট স্বর ও পুরুষালি কণ্ঠস্বর হাজার হাজার লোককে আনন্দ দিত যারা ঐতিহাসিক রিগলী মাঠে সমবেত হতো, যেখানে শিকাগো কিউবের পক্ষে মাঠের ঘোষক হিসাবে কাজ করত। ওয়াইনী তার ভক্তদের চোখে জল আনত এবং তাদের বাহুতে ঠেলাঠেলি করত যখন সে হৃদয় গ্রাহী গান "The stor-spangled Banner" (আমেরিকার জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত) গাইত।

ওয়াইনী শিকাগোর মাঠে হোয়াইট সক্স বেসবল এবং ব্ল্যাক হক্স হকি খেলায় জাতীয় সঙ্গীত গাইবার মত কণ্ঠ ছিল। যখন খেলার প্রতিবেদক মাঠে থাকত না, তখন এই বহুল প্রতিভাধর ব্যক্তি কোন মঞ্চ থাকবে এবং প্রণোদিত কথা বলবে। এটি বলা যথেষ্ট হবে এই পরিত্রাণ প্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ান তার স্বরের দ্বারা জীবিকা অর্জন করত। ওয়াইনীর অনন্য পেশার জন্য, এপ্রিল ১৯৯৪ সালে যা ঘটেছিল তা তার মনোবলকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। হকি খেলার পর একটা রেষ্টুরেন্টে রাতে খাওয়ার পর যখন ওয়াইনী তার মোটরের দিকে ফিরছিল, দুইজন "টিন এজ" খুনী

খুব নিকট থেকে তাকে গুলি করেছিল। তার আঘাতের অবস্থা দেখে, যে ডাক্তারগণ তার অপারেশন করেছিল, তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছিল সে বাঁচবে কি না। কিন্তু যখন তারা শেষমেস তাকে সুস্থির করতে পেরেছিল, তার স্ত্রীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছিল- দুঃসংবাদের জন্য। যেহেতু বুলেট ওয়াইনীর গলার মধ্য দিয়ে বার হয়ে গিয়েছিল, এটা সন্দেহজনক ছিল, সে আর কখনও গান করতে পারবে কি না। কিন্তু ওয়াইনীর সহ বিশ্বাসী পরিবার ও বন্ধুদের প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ, শিকাগোর অধিবাসীগণ একটা আশ্চর্যজনক কাজ দেখেছিল। ছয়মাস পরে, ওয়াইনী মেসমার শিকাগোর খেলার তার ভক্তদের সামনে দাড়িয়েছিল এবং গান গেয়েছিল যা তার নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য ছিল।

যখন সে গাইছিল, "ওহ বলুন আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন .....", এটা সাধারণ ছিল দেখতে, একটা ১০ ঘন্টার অপারেশন, যা তার জীবন বাঁচিয়ে ছিল। সে এত সহজ ছিল, কিন্তু সেটা নিরূপণ করা সহজ ছিল না। শারীরিক সুস্থতা এক জিনিস এবং আবেগপূর্ণভাবে সুস্থ হওয়া অন্য এক বিষয়। করি টেনবুমের মত, ওয়াইনী তার আক্রমনকারীর প্রতি রাগ ও ঘৃণা নিয়ে (মনের মধ্যে) সংগ্রাম করছিল। কিন্তু যীশুর প্রতি তার বিশ্বাস হেতু, সে বুঝেছিল, তার সম্পূর্ণ সুস্থতা নির্ভর করছে, তার যুব হামলাকারীদের ক্ষমা করার উপর। তার বই The Voice of Victory (WPMP Publishing, Inc. ২০০০,২৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা) ওয়াইনী লিখেছে "আমার নিরাশ (হতাশা) সত্ত্বেও, আমি বিশ্বাস করি আমি একটা জায়গায় পৌছেছি, যেখানে আমি নিষ্কপটভাবে বলতে পারতাম আমি ঐ সব যুবকদের ক্ষমা করেছি। এটা করার জন্য কিছু দিনের জন্য চিন্তাশীল প্রার্থনা ও ধ্যানের মধ্যে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম, শৃঙ্খল, যা আমাকে সেই ঘটনার সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল তার থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করেছি।"

যদিও একজন বালক অনুরোধে মুক্তি পেয়েছিল, জেমস হ্যাম্পটন কারারুদ্ধ ছিলেন। ওয়াইনীর জন্য, নিজের কাছে প্রমাণিত হবার জন্য যে, সে প্রকৃত পক্ষে তার হত্যাকারী হতে পারত ক্ষমা করেছি, সে গাড়ী চালিয়ে ২২৫ মাইল দূরে গেলিসবার্গ শুধরান সেন্টারে গিয়েছিল এবং যুবক হ্যাম্পটনকে দেখতে চেয়েছিল। যদিও কয়েক বৎসর অতিক্রম করেছিল এবং হ্যাম্পটন আর টিন এজ ছিল না, ওয়াইনী তার অন্তরে শক্তি ও অনুগ্রহ অনুভব করেছিল এই কথা বলতে, "জেমস, আমি দেখতে এসেছি, তুমি কেমন আছো।"

দুইঘন্টা অনুভূতিপূর্ণ সাক্ষাতের পর, ওয়াইনী ফিরে যেতে চাইল। হ্যাম্পটনের বাহু স্পর্শ করে সে আর্শীবচন উচ্চারণ করেছিল যা তার হৃদয়ের ভালবাসা প্রকাশ করেছিল। জেমস, আমি তোমার শান্তি চাই। খ্রীষ্টের ভালবাসার বাধ্যতা আবার একবার কাজ করেছিল।

ঘৃণা এবং রাগ ধরে রাখা, আঘাত এবং গালাগালির একটা স্বাভাবিক সাড়া দেওয়া কিন্তু ঈশ্বর আমাদের ভিন্নভাবে জীবন যাপনের জন্য আহবান করেছেন- আমাদের ভালবাসতে বলেছেন। ক্রুশের উপর যীশু প্রার্থনা করেছিলেন, "পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, তারা কি করছে, তাহা জানে না" (লূক- ২৩ঃ ৩৪ পদ) । ক্ষমা সাধারণ বিষয় নয়, এটা অলৌকিক, ঈশ্বরের দান। এটা ওয়াইনী আবিষ্কার করেছিল।

ক্ষমা সাধারণ বিষয় নয়, এটা অলৌকিক, ঈশ্বরের দান।

আপনি কি আক্রোশ মনের মধ্যে পুষে রেখেছেন? আপনার কাকে ক্ষমা করা প্রয়োজন?

ভালবাসার সঙ্গে সেবা করা

যারা ভালবাসে তারা সেবাও করে। তারা যীশুর বাক্য গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে যা তিনি তাদের জন্য কালভেরীতে হেঁটে যাবার পূর্বে

শিষ্যদের বলেছিলেন। ১২ জোড়া ময়লা পা ধুয়ে দিবার পর যীশু এই সব মানুষকে বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক, আর তাহা ভালই বল, কেননা আমি সেই; ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ান উচিত? কেননা আমি তোমাদিগকে দৃষ্টান্তে দেখাইলাম, যেন তোমাদের প্রতি আমি যেমন করিয়াছি, তোমরাও তদ্রুপ কর। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, দাস নিজ প্রভু হইতে বড় নয়, ও প্রেরিত নিজ প্রেরণকর্তা হইতে বড় নয়। এ সকল যখন তোমরা জান, ধন্য তোমরা, যদি এ সকল পালন কর" (যোহন ১৩ঃ ১৩-১৭ পদ)।

একটি নোংরা চাইনীজ জেলে সিস্টার কাওয়াং এই কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণভাবে নিয়েছিলেন। এই সাহসী খ্রীষ্টিয়ানকে, একজন প্রচারককে চীন দেশে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে পারিবারিক ছোট মণ্ডলী তৈরী করতে সংঘবদ্ধ করার জন্য জেলে বন্দী করা হয়েছিল। যখন কমিউনিষ্টরা কাওয়াং এর কার্যকলাপ আবিষ্কার করেছিল, তারা তার ১২ বৎসর বয়স্ক ছেলেকে পিটিয়ে মেরেছিল। তবুও তারা তাকে ছেড়ে দিবার পর তিনি খ্রীষ্টকে অস্বীকার করতে রাজী হন্ নি এবং ঘরে ঘরে চার্চ প্রতিষ্ঠা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষে ১৯৭৪ সালে কমিউনিষ্টরা "মাদার কাওয়াং" মণ্ডলীর সভ্যরা তাকে যেভাবে জানত, সে একটা উদাহরণস্বরূপ করতে চেয়েছিল। তাকে যাবজ্জীবন জেল দেওয়া হয়েছিল, এবং মাটির নীচের সেলে রাখা হয়েছিল, এবং কেবল মাত্র ময়লা ভাত খেতে দেওয়া হত।

একদিন জেলখানার গার্ডরা দাবী জানিয়েছিল কেউ স্বেচ্ছাকৃত-ভাবে প্রতিদিন বাথরুম পরিস্কার করবে। প্রথমে জেলখানার মহিলা কয়েদীরা কেউ কোন কথা বলেনি। কিন্তু মাদার কাওয়াং এগিয়ে গিয়েছিল এবং স্বেচ্ছায় এই পচা জঘন্য কাজ করতে চেয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন এই কাজ খ্রীষ্টের কাছে বাধ্যতা প্রকাশ করার মত এবং স্ত্রী

লোকদের তার বিশ্বাস জানাবার সুযোগ, যে সমস্ত স্ত্রীলোকদের আর কখনও দেখত না। সেই জেলখানায় তার সময়ে সে শতশত মহিলাদের খ্রীষ্টের কাছে এনেছিলেন।

যীশু বলেছিলেন, "আর যে কেহ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে কোন একজনকে শিষ্য বলিয়া এক বাটি শীতল জল পান করতে দেয়, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, সে কোনমতে আপন পুরষ্কারে বঞ্চিত হবে না।" (মথি ১০ঃ ৪২ পদ)

ক্ষমার মত, নিঃস্বার্থ সেবা ভালবাসার- পছন্দ মাদার কাওয়াং জেলখানার বাথরুম পরিষ্কারের কাজ বেছে নিয়েছিল। এবং তার পা-ধোয়া এক বাটি শীতল জল কাজ অনেককে ত্রাণকর্তাকে পেতে পরিচালিত করেছিল।

কোথায় ঈশ্বর আপনাকে ডাকছেন, তাঁর জন্য অন্যদের সেবা করতে ও ভালবাসতে? কার পা ধোওয়া আপনার প্রয়োজন? যীশুর নামে কার একবাটি শীতল জলের প্রয়োজন?

ভালবাসা যা চায় সেটাই ভালবাসা

জীবনদায়ী ভালবাসা। ক্ষমার ভালবাসা। সেবার ভালবাসা। খ্রীষ্টের বাধ্যতামূলক ভালবাসা বিভিন্ন সুবাসে আসে। যাদের হৃদয় বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসে স্পন্দিত হয় তারা অন্য এক প্রকার ভালবাসায় দক্ষ। এটা দয়া যা ইচ্ছাকৃতভাবে দুঃখ কষ্ট এবং নির্যাতন সহ্য করে যা অপ্রেমী ব্যক্তি বিভক্ত করে, কারণ এইসব বিশ্বাসী অযোগ্য ও শর্তহীন ভালবাসা যা তারা প্রভুর কাছ থেকে পায় এবং যার দ্বারা তারা আপ্লুত হয়।

এই ধরণের ভালবাসা বিশ্বাসীদের দূরে যেতে অনুপ্রাণিত করে এবং তাদের পক্ষে যে কোন পরীক্ষা আসুক না কেন এবং এটি যীশুকে বিশ্বাসীর দেওয়া ভক্তির প্রকাশ।

সম্ভবতঃ এটা প্রেরিত পৌলের মনে যা ছিল তার একটা অংশ যখন তিনি অনেক পরীক্ষার কথা চিন্তা করছিলেন, তিনি ফিলিপীতে খ্রীষ্টিয়ানদের বলেছেন- খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সব কিছু করতে পারেন যিনি তাকে শক্তি যোগান। (ফিলিপীয় ৪ঃ ১৩ পদ)। ক্রুশের উপর খ্রীষ্টের উৎসর্গকৃত মৃত্যু পৌলকে প্রণোদিত করেছিল সহ্য করতে এবং পবিত্র আত্মার মধ্যে বাস করতে পৌলকে শক্তি দিয়েছিলেন।

যখন আমরা বুঝি খ্রীষ্ট আমাদের জন্য কি করেছেন এবং তিনি কতটা আমাদের ভালবাসেন, আমরা সেই ভালবাসা ফেরৎ দিতে চাই। আমরা অনুভব করি "বাধ্যতা", কারণ খ্রীষ্টের ভালবাসা আমাদের বাধ্য করে, আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ী যে, একজন সকলের জন্য মরেছেন, অতএব সকলে মরেছে এবং তিনি (খ্রীষ্ট) সকলের জন্য মরেছেন, সুতরাং যারা জীবিত, তারা আর নিজের জন্য জীবিত নয়, কিন্তু তাঁর জন্য বাঁচবে যিনি তাদের জন্য মরেছেন আবার উঠেছেন। (২য় করিন্থীয় ৫ঃ ১৪-১৫ পদ)।

যখন আমরা অনুভব করি পরিত্যাগ করতে এবং জিম্মিদারদের ধার থেকে মুক্ত হতে, আমাদের ক্ষান্ত হওয়া প্রয়োজন এবং বিবেচনা করা প্রয়োজন, যীশু কি করেছিলেন।

তিনি আমাদের জন্য যে কষ্ট ভোগ করেছেন তার কোন শেষ নাই। তিনি কি করেছেন তা স্মরণ করে ও বুঝে, অধ্যবসায়কে অনুপ্রাণিত করে চলতে এবং ভালবাসতে কষ্টের মুখোমুখি হবার সময় অথবা সম্পর্কের ভগ্নদশায়।

রিচার্ড ওর্য়াম্ব্রান্ডের জন্য এটা করা হয়েছিল যখন তিনি গভীর-ভাবে নিজ অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন, তিনি কেমন করে সে সব ঘটনার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, কিভাবে তিনি বেঁচে ছিলেন, তিনি একটা উত্তর পেয়েছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে তার সহ্য ক্ষমতা (সহিষ্ণুতা) বর্ণনার অতীত ভালবাসা তার ত্রাণকর্তার প্রতি। এজন্য তিনি তার "শোণীতের স্বাক্ষর"-এ লিখতে পেরেছিলেন, "যদি হৃদয় যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসা দ্বারা পরিষ্কৃত হয়, এবং হৃদয় যদি তাঁকে ভালবাসে, আপনি সমস্ত নির্যাতন প্রতিরোধ করতে পারবেন।"

একজন প্রেমিকা বউ (কনে), প্রেমিক-বরের জন্য কি করে না? একজন স্নেহশীলা মা তার সন্তানের জন্য কি করবে না? আপনি যদি খ্রীষ্টকে ভালবাসেন যেমন মরিয়ম করেছিলেন। যিনি শিশু খ্রীষ্ট কে তার কোলে নিয়েছিলেন, আপনি যদি খ্রীষ্টকে ভালবাসেন যেমন কনে বরকে ভালবাসে, তখন আপনি এরূপ অত্যাচার প্রতিরোধ করতে পারবেন। আমরা কতটা কষ্ট সহ্য করেছি এইভাবে ঈশ্বর আমাদের বিচার করবেন না কিন্তু আমরা কতটা তাঁকে ভালবাসতে পারি সেই অনুসারে করবেন। আমি খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য একটা সাক্ষ্য, যারা কমিউনিষ্ট জেলখানাকে ভালবাসতে পারত। তারা ঈশ্বর ও মানুষকে ভালবাসতে পারত। প্রেরিত পৌল গালাতীয় ৫ অধ্যায় আত্মার ফল যা ছেদন করেছেন, তা আশ্চর্যের বিষয় নয়, প্রথম ফল যা তিনি ধরে আছেন তা ভালবাসা। সব ফলের মধ্যে ভালবাসা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য সব ফল ভালবাসা থেকে নিঃসারিত হয়। এটি একইভাবে সত্য যখন আপনি বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের ৮টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকান। অনন্তকালীন প্রত্যাশা, ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ভালবাসা, সাহস, সহ্য ক্ষমতা, বাধ্যতা, আত্ম-সংযম, সব ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে, এবং খ্রীষ্টের ভালবাসায় তাড়িত হয়ে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক বীরগণের জীবন, যীশুর জন্য তাদের ভালবাসায় নিমজ্জিত হওয়া যেটা কমও না বেশীও না, এটা তাদের ভালবাসার জন্য তাৎক্ষনিক একটা স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হওয়া।

এবং তারপর সেই ভালবাসা প্রবাহিত হয় এবং উপচে পড়ে অপেক্ষামান ও লক্ষ্যমান পৃথিবীতে। আপনি কি আপনার ত্রাণকর্তা এবং ক্রুশের জন্য ভালবাসবেন?

ভালবাসার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের- পরীক্ষা

- আমাদের সকলেরই বেনিটো, একুইনো এবং জন হারপারের মত সত্য গল্পের জন্য ক্ষুধা আছে। তাদের খ্রীষ্টের মত ভালবাসা যা শেষে মূল্য দেয়, তা উদ্দীপ্ত করে ও প্রনোদিত করে। যদি ইতিমধ্যে আপনার কপি না থাকে তবে, Extreme Derotion (Nashville, T. N: W. Publishing Group, 2000) এর কপি যোগাড় করেন। এই দৈনিক ভক্তিমূলক The Voice of Martyrs দ্বারা প্রস্তুত হয়েছে এবং আত্মোৎসর্গের ঘটনায় পূর্ণ।

- আক্ষরিক অর্থে সুসমাচার প্রচারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার চিন্তা গেলার জন্য শক্তি। কিন্তু আরম্ভকারীগণ এই চিন্তা চিবাতে আরম্ভ করে; কাউকে ক্ষমা ভিক্ষা দেওয়া যিনি দুঃখিত না অথবা যে ইচ্ছাপূর্বক আপনাকে আঘাত করতে চায়, সেই ধরণের মৃত্যুর প্রয়োজন। এর মানে আপনি প্রতিরোধ করার দাবী ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করছেন। আপনার ক্ষমা প্রত্যাখান করে কাকে আপনি "জেলে" রাখতে চাচ্ছেন? ফোনে অথবা চিঠি লিখে বলেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি"। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে, আমার অ-প্রেমের অনুভূতিকে এতদিন মনে ঠাঁই দিয়ে?"

- করি টেন বুম এবং ওয়াইনী মেসমার, উভয়ের ক্ষেত্রে ভালবাসা, দুষ্টতা ও কষ্টকে জয় করেছিল। কিন্তু এটা রাগের এবং ঘৃণার চিন্তাকে, যাদের অন্তরে তারা ঘোরতরভাবে দোষী

সাবস্ত্য। কিন্তু সেটা রাতারাতি ঘটেনি। আপনি এই মুক্তিতে যা আপনার ন-খ্রীষ্টিয়ান অনুভূতিকে যা ঈশ্বর ও অনেককেই দেখান হয়েছে বলে স্বীকার করে, আনন্দ করুন। আপনার ডায়েরীতে, প্রভুর কাছে অকপটে স্বীকার করুন। অনুভূতি বা সন্দেহ যার জন্য আপনি সংগ্রহ করেছেন। আপনার অন্তর পরিবর্তন করার জন্য তাঁকে বলুন। কিন্তু হৃদয়ের ভিতরে কি আছে সেটা স্বীকার করে আরম্ভ করুন।

- খ্রীষ্টের ভালবাসা অন্যদের জন্য, নিজের জন্য নয়, যা নিঃস্বার্থ-ভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য করে। আপনার জীবনের কোন অংশে এখনও আপনি কি নিজের জন্য বাস করছেন? কিভাবে সেটা আপনার জীবনে দক্ষতা কে প্রভাব বিস্তার করছে ঈশ্বর প্রদত্ত আহবানে। (২য় করিন্থীয় ৫ অধ্যায় দেখুন)।

- আপনি যখন বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসের ৮টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আপনার জীবনে একীভূত করতে চাচ্ছেন, ভালবাসার কি সাক্ষ্য প্রমাণ আপনি মনে করেন, ঈশ্বর চাচ্ছেন আপনি প্রথমে কার্যকারী করবেন? আপনি কি আপনার দাবী পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক? আপনার দোষারোপ পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক? এটা করতে আপনি কি পদক্ষেপ নিবেন?

সর্বশেষ তথ্য

পবিত্র বেদীতে প্রভুর ভোজ

বেদী সকল (সংজ্ঞা দ্বারা)
একটি আশ্রয় স্থল। ঠিক আছে?
সবসময়ের জন্য নয়।
একটি জগতে ভুল হয়
তারা দায়মুক্ত নয়
দুষ্ট লোকদের (শয়তান) অগ্রসর থেকে
সম্ভাবনা, যারা অনেকে জড়ো হয়
প্রিয়জনকে হারিয়েছে
অথবা তারা নিজেরাই আক্রান্ত হয়েছে
এবং রক্তপাত হচ্ছে
খ্রীষ্টের সতর্কতায় সাবধান হয়ে
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ- নির্যাতনের,
তার দেহ ভেঙ্গে পড়ে, সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রান্ত।
প্রত্যেককে প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন,
তারা পরস্পর পরস্পরকে ধরে রাখে
(এবং পানপাত্র এবং রুটি)
তারা স্বর্গের গান গায়
এবং অতুলনীয় গৌরবের বোঝা
যা প্রত্যেক সাক্ষ্যমরের গল্পের উপসংহার
যেখানে শেষ যারা সংরক্ষিত হয়
চির জীবন সুখে বাস করে এদের জন্য প্রভুর ভোজ
একটা ভাবগম্ভীর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের থেকে অনেক বেশী।
এটি কষ্ট ও মৃত্যুর উজ্জ্বল স্মারক
যা প্রত্যাশা, আনন্দ ও অনন্তকালীন জীবনের পথে নিয়ে যায়
(বিজয় মুকুটের কথা নাই বা বল্লাম)
প্রভুর ভোজ তাদের জন্য
সাবধানতা তারা অনুভব করে
যখন গাদাগাদি করে অরক্ষিত স্থানে থাকে।

-গ্রেগ আসিমাকোপৌলুস

-শেষ-

বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস

এই বইয়ে- চূড়ান্ত আরাধনা, সর্ববহুল বিক্রিত দৈনিক আরাধনায় আপনি বিশ্বের শত শত পুরুষ মহিলার বিষয় পড়তে পারবেন। তাদের বিশ্বাস তাদেরকে সীমিত মানবিক আরাধ্য বিশ্বাসীদের আরাধনায় নিয়ে এসেছে, যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে।

এই বইয়ে- আপনার নিজের বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসে বেঁচে থাকার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে আপনাকে প্রস্তুত করবে।

এই বইয়ে- বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাসকে আটটি গুণে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন- ধৈর্য, আত্ম-সংযম এবং ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ভালবাসা। এই উদাহরণ বা দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যদিয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা এবং এই বইয়ের বাস্তব জীবনের অনুশীলন দ্বারা আপনি শিখবেন কিভাবে আপনার নিজের জীবনে এই গুণগুলো একীভূত করতে পারবেন। আপনার মৌলিক আনন্দ অর্থাৎ সাহসী ও সফল বিশ্বাসের ফল লাভের পূর্বে তা অর্জন করতে পারবেন না।

এর অর্থ হতে পারে একা দাড়িয়ে থাকা, উন্মাদ বলে পরিচিত হওয়া, জগতের দৃষ্টিতে দামী সবকিছু পরিত্যাগ করা, কিন্তু বেশী গুরুত্বপূর্ণ, বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস প্রতিমূর্ত হয় প্রতিশ্রুতি, প্রাচীনতা ও একটি পূর্ণ জীবনের খ্রীষ্টকেন্দ্রিক উৎসে পরিনত হওয়া। সাক্ষ্য বহণ করতে অনুমতি দিউন এবং বিশ্বের বিশ্বাসীদের উত্তরাধীকারী হোন যারা তাদের চোখ শিক্ষালাভের জন্য খ্রীষ্টের উপর রাখে যার অর্থ বিশ্বাসের বীর হওয়া।

W PUBLISHING GROUP